বিধবাধর্ম্ম রক্ষা

১৯১২ সংবতে শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বি
যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহা আমার আলো
না, ইহার কারণ, সে সময়ে আমি অধ্যয়ন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম
উপেক্ষাও আমার ছিল। পরে দেখিতে থাকিলাম বিধবাবিবাহে
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রশংসাও অনেকে করেন নিন্দাও
করেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেকানেক বিশুদ্ধ গুণের প্র
আমার হৃদয় একান্তই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিল সুতরাং
নিন্দা শ্রবণ আমার অসহ্য হইতে থাকিল। বিবেচনা করিলাম বি
মহাশয় বিধবাবিবাহকে শাস্ত্র সম্মত কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন ক
এক্ষণে সেই বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি—যদ্যপি স
শাস্ত্রানুসন্ধান করিয়া সহিত বিচার দ্বারায় শাস্ত্র ঠিক করিয়
তবে অবশ্যই তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইব এবং ধার্ম্মিক হি
সর্ব্বদাই মুক্তকণ্ঠে ঐ কথার প্রচার করিয়া সকল ব্যক্তিকেই
স্বীকার করাইতে যত্ন করিব। আর যদ্যপি বিধবাবিবাহে শাস্ত্র ক
যথার্থ তাৎপর্য্য না থাকে, বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল চতুরতা
বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, ত
নিন্দাকারিদিগকেই সুতরাং সাধু বলিয়া সংমানিত করিতে
ই নিশ্চয় করিয়া বিধবাবিবাহের পুস্তকের আদ্যোপান্ত
রিয়া দেখিলাম, যে সকল প্রমাণ দিয়াছেন এবং তাহার যে
ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আপাততঃ দেখিলেই বিধব
শাস্ত্রসম্মত কার্য্য বলিয়া বোধ হইতে পারে—কিন্তু
বচনের প্রকরণ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে কলিযুগে
পক্ষে কদাচই শাস্ত্র সম্মত হইতে পারেনা এবং যে কলিকালে
অনেকের নিকটেই পরাজয় হইতেছে, কেবল স্বেচ্ছাচারের
দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, সেই কলিকালের সঙ্গে বিচার
দেখিলে যুক্তি সঙ্গতও হইতে পারে না। তাহাতে আমার সং
যে, এ বিষয়ের বিবেচনা পক্ষেই আমার কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইল ?

সাগর মহাশয় নিজলেখনীর বলে অকর্ত্তব্য কর্ম্মকেও কর্ত্তব্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? আমার এই সন্দেহের নিজ বিবেচনার ত্রুটি পক্ষেই উৎকটতা থাকিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে, শঠতা করিয়াছেন এপক্ষে অল্পই সন্দেহ হইল। কারণ তিনি শাস্ত্র গণের মধ্যে প্রশংসা ভাজন, অত্যন্ত সহৃদয়, সর্ব্বদাই পরোপকারে পরিণত স্বভাব ও মহদ্বংশীয়। অতএব তাদৃশ ব্যক্তি কি নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন? এই সন্দেহের নিরাকরণ করিতে বিদ্যাসাগর প্রণীত পুস্তক, বারংবার দেখিলাম তথাপি বিধবাবিবাহকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্থির করিতে পারিলাম না বরং যে সকল দোষে বিধবাবিবাহকে অশাস্ত্রীয় অকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বোধ হইয়াছিল তাহাই জাগরূক হইতে থাকিল। দুই চারি জন সুপণ্ডিতের সহিত এই কথার আলোচনা করিলাম তাহাতেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবস্থার দোষকে দূরী করণ করিতে পারিলাম না। তখন দুঃখিতান্তঃকরণে চিন্তা করিতে করিতে মনে হইল যে, হায়! এ ভাবনায় আমি কি জন্যই ভাবিত হইতেছি, গ্রন্থ কর্ত্তা উপস্থিত না থাকিলেই সে গ্রন্থের তাৎপর্য্য নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য হয় কিন্তু এ গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তবে আর তাৎপর্য্য নিশ্চয় করিবার চিন্তা কি? এই উৎসাহে আনন্দিত হইয়া কোন সময়ে ঐ ব্যবস্থার দোষ দুই চারিটি তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিলাম, তাহাতে দেখিলাম তিনি পক্ষ পাতির ন্যায় ব্যবস্থা করিলেন অর্থাৎ প্রস্তাবিত দোষের কোন সদুত্তর করিলেন না, তথাপি বিধবাবিবাহে অনুরাগ প্রকাশ করিতে থাকিলেন, তাহাতে আমার স্পষ্ট একপ্রকার মনে হইল যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুদর্শী এবং ইংরাজি বিদ্যাতেও বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে, ইংরাজি বিদ্যানিপুণ অনেক হিন্দু সন্তানকে দেখা যায় তাঁহারা পক্ষ পাত-শূন্য ধর্ম্মকেই স্বীকার করেন অর্থাৎ যেসকল ধর্ম্মকে সর্ব্বদেশীয় সমুদয় ধার্ম্মিকই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন, ইংরাজি নিপুণ অনেক হিন্দু সন্তান তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া সমাদর করেন, এ ভিন্ন আমাদের হিন্দু সমাজে যে সকল চিরাচরিত ধর্ম্ম চর্চ্চা আছে, যথা দ্বিজগণের সন্ধ্যাবন্দনাদি করা, শূদ্রের দ্বিজ সেবাকরা, সর্ব্ব জাতিরই পিতৃ লোকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করা, জাতিভেদ বিবেচনা করিয়া আহার ব্যবহারে সতর্ক থাকা, এসকলকে ইংরাজি নিপুণ হিন্দুরা, প্রায় ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন না তাহার কারণ এসকল ধর্ম্মের প্রকাশক বেদাদি বাক্যকে সত্য বাক্য বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। তাহাতেই তাঁহারা শাস্ত্র বিধির উল্লঙ্ঘন করিয়া

স্বেচ্ছাক্রমে আহার ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্তু যে সকল হিন্দুরা বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে দৃঢ়বিশ্বাস করেন তাঁহারা কণ্ঠগত প্রাণ হইলেও শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করেন না, এমন কি বহুতম ধনজনে সম্পন্ন অথচ সুবুদ্ধিমান হিন্দু ধার্ম্মিকেরা উত্তম উত্তম আহারদ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া কখন ফলাহার, কখন উপবাসে কালযাপন করত ধর্ম্মসেবা করিয়া থাকেন। কোন কোন সময়ে রমণীয় শয্যা বসন ভূষণ কি পরমাসুন্দরী নিজবনিতা ইহাকেও পরিত্যাগ করিয়া কুশময় শয্যায় শয়ন, কাষায় বস্ত্র পরিধান অথবা কৌপীন পরিধানে কাল যাপন করেন, কিন্তু যাঁহাদের বেদাদি শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, পরলোকের সুখ দুঃখেও তাঁহাদের সুতরাং বিশ্বাস নাই। যদি পরলোকে বিশ্বাস না থাকিল তবে পরলোক চেষ্টা হিন্দুদিগের কষ্ট কল্পনা দেখিলে অবশ্যই তাঁহাদের মনে হয় যে, হায়! এ লোকে কি নির্ব্বোধ, অকারণে এই দুঃখরাশি ভোগ করিতেছে এই ভাবিয়া অবশ্যই তাঁহাদের হৃদয় দয়ার্দ্র হয় এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইয়া অবশ্যই তাঁহারা ঐ হিন্দু ধর্ম্মশীল ব্যক্তি দিগকে যে কোন কৌশলে, কষ্ট ধর্ম্মাচার হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যা বিভব, দয়া, দাক্ষিণ্য, সৌজন্য, প্রভৃতি সর্ব্বগুণেরই গুণাকর, কিন্তু তাঁহার স্বকীয় আচার ব্যবহার বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ জনাপবাদ যাহা শ্রবণ করা যায়, তদ্দ্বারায় বোধহয় তাঁহারও বেদাদি শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, যদি বিশ্বাস না থাকে তবে হিন্দু বিধবাদিগকে অকারণ বৈধব্য যন্ত্রণায় ভোগ করিতে দেখিয়া দয়ালু বিদ্যা-সাগর মহাশয় অবশ্যই দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে পারেন এবং ঐ দুরন্ত বৈধব্য যন্ত্রণা নিবারণের নিমিত্তে তাঁহার অন্তঃকরণে একান্তই অভিলাষ হইতে পারে, এক্ষণে সেই অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্তে ইনি, ঋষি বচনের প্রকৃতার্থ গোপন করিয়া অযথা অর্থ প্রকাশে হিন্দু সমাজকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন? কি আপনিই বিভ্রান্ত হইয়া অযথা অর্থকে যথার্থ বোধে এই ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন? অথবা আমি বহু পণ্ডিতের সহিত বহুবার বিবেচনা করিয়া বিধবাবিবাহকে শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া যে নিশ্চয় করিয়াছি ইহাই ভ্রান্তি মূলক হইয়াছে? এই সকল সন্দেহ জালে সমাকুল হইয়া আমি সর্ব্ব সাধারণ হিন্দু সমাজের শরণাপন্ন হইতেছি, হে হিন্দুগণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকাশিত ব্যবস্থা পুস্তকের যে সকল দোষ বারংবার বিবেচনা করিয়া প্রদর্শন করাইতেছি তাহাতে আপনারা মনোনিবেশে দৃষ্টি পাত করুন—তৎপরেও যদি বিধবাবিবাহকে শাস্ত্র, সঙ্গত, কর্ত্তব্য, কর্ম্ম বলিয়া স্থির করা যায়, তবে আসুন, সকলেই একমত হইয়া বিদ্যাসাগরের মতাবলম্বী হই—আহা বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুতরগুণের আধার। অতএব

সুশীল, অতএব তাঁহার সহিত আমাদের দল কক্ষের মত অনৈক্য ভাব থাকা অসঙ্গত কার্য্য হয় আর যদ্যপি বিধবাবিবাহকে শাস্ত্র এবং যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় তবে সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই অনুরোধ করিতে উদ্যোগী হউন যে, তিনি ঐ শাস্ত্র বিরুদ্ধ বিবাহের উদ্যোগে পুনর্ব্বার প্রবর্ত্ত না হন, সর্ব্ব সাধারণ হিন্দু সমাজের শরণাপন্ন হওয়াতে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও শরণাপন্ন হইয়াছি, হইয়া তাঁহার প্রতিবিশেষ প্রার্থনা এই যে তিনি সুদীর্ঘ কাল সুস্থ থাকিয়া বঙ্গদেশ দোষ সকলের উপর দৃষ্টি পাত করিয়া ঐ সকল সকলের দূরীকরণ করুন। যদবধি ঐ বাক্য প্রকাশ করিয়াছেন প্রায় তদবধি দুই চারিটি বিবাহ, মধ্যে মধ্যে হইয়াছে কিন্তু তাহাও এরূপ ব্যক্তিদেরই হয় যাহারা হিন্দু শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস না করেন, শ্রদ্ধান্বিত হিন্দু সমাজে কোন কালে ঐ ঘটনা অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব হে বেদ পরায়ণ হিন্দুগণ! আপনারা অদ্যাপিও যখন সাগরোত্থিত অভিনব ধর্ম্মতরঙ্গে অঙ্গ পাত করেন না তখন বোধহয় আপনাদিগকে ধর্ম্মই রক্ষা করিয়াছেন॥

যথা ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকং
ধর্ম্মই ধার্ম্মিক দিগের রক্ষাকরেন—

হে হিন্দুগণ! আপনারা যদিও ঐ বাক্য স্বীকার করেন না তথাপি সন্দিগ্ধচেতা হইয়াছেন ইহার সন্দেহ নাই, অতএব কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমার এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত অবলোকন করিবেন তাহা হইলেই ঐ সংশয়ের নিরাকরণ হইবে। আমি বাল্যাবধি এতকাল পর্য্যন্ত কিছুদিন বঙ্গীয় ভাষায় অধিক আলোচনা করিনা, অধ্যয়ন করিয়াছি, এক্ষণে অধ্যাপনা করাইতেছি, তজ্জন্য বোধহয় আপনাদের শ্রবণ সুখ, বিশেষ রূপে হইবেনা তবে ধর্ম্মের তত্ত্ব জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিরা শ্রবণ সুখের অপেক্ষা করেন না, এই সাহসেই লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল অনিষ্ট ঘটনা দেখাইয়া বিধবা বিবাহকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়াছেন আমি তদপেক্ষায় ভূরি ভূরি অনিষ্ট ঘটনা দেখাইয়া বিধবা বিবাহের অকর্ত্তব্যতা দেখাইব, কিন্তু সে সকল যুক্তি যথার অগ্রে আবিষ্কার করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম, কারণ বেদপরায়ণ হিন্দুগণ বেদ এবং বেদোক্ত শাস্ত্রকেই সর্ব্বাপেক্ষা শিরোধার্য্য করেন, শাস্ত্র বিরুদ্ধ বিষয়কে যুক্তি যুক্ত হইলেও স্বীকার করেন না। কিন্তু শাস্ত্র সিদ্ধ ব্যবহারকে যুক্তি বিরুদ্ধ হইলে অম্লান বদনেই স্বীকার করেন। অতএব বিধবা বিবাহকে শাস্ত্র

বিরুদ্ধ অকর্তব্য কর্ম্ম বলিয়া অগ্রেই প্রতিপন্ন করা হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রানুমত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন সেই সকল শাস্ত্র তাঁহার কৃত অর্থের সহিত আলোচনা করিলে, তাঁহার কৃত অর্থ গুলিকে যদি অযথা অর্থ বলিয়া আপনারা নিশ্চয় জানিতে পারেন তবে তাঁহার প্রকাশিত ব্যবস্থাকেও অযথা ব্যবস্থা বলিয়া জানিতে পারিবেন, অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত পুস্তকাংশ ক্রমে ক্রমে উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইতেছে। যে স্থানে এই চিহ্ন ‡ থাকিবে তদবধি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখন, আবার সমাপনে † এই চিহ্ন থাকিবে।

‡ কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্র বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্থির হইল এক্ষণে এই বিবেচনা করা আবশ্যক, বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহিতা হইলে তদ্গর্ভ জাত পুত্রের পৌনর্ভব সংজ্ঞা হইবেক কি না †

এরূপ সন্দেহ উপস্থিত করার তাৎপর্য্য এই যে ঐ সন্তানের যদি পৌনর্ভব সংজ্ঞা হয় তবে পৌনর্ভব সন্তানকে শাস্ত্রে দত্তকরূপে নিষিদ্ধ করিয়া কলিযুগে অনাবশ্যক করিয়াছেন এই বলিয়া বিধবার বিবাহও অনাবশ্যক শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইতে পারে—অতএব তিনি বিধবার গর্ভজাত সন্তানকেও ঔরসপুত্র বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা কদাচ হইবে না, দেখুন, যে বচনকে প্রমাণ দিয়া এ পুত্রকে ঔরস পুত্র বলিয়াছেন এক্ষণে সেই বচন উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা হইতেছে যথা—

‡ স্বেক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যং।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথম কল্পিতং॥

বিবাহিতা স্বজাতীয়া স্ত্রীতে স্বয়ং যে পুত্রের উৎপাদন করে সেই ঔরসপুত্র, সেই মুখ্যপুত্র।

বিবাহিতা স্বজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্র ঔরস পুত্র এই লক্ষণ বিবাহিতা স্বজাতীয়া বিধবার গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রে সম্পূর্ণ ঘটিতেছে।†

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথাবলাতেই বোধ হইতেছে যে তিনি এই মনুবচনের প্রকরণ পর্য্যালোচনা কিছুই করেন না, তাহা করিলে ঔরস পুত্রের লক্ষণ, বিধবার গর্ভজাত পুত্রে সম্পূর্ণ ঘটিতেছে এ কথা বলা যায় না, ইহাই সর্ব্ব সাধারণকে বিদিত করাইতে ঐ মনুবচন প্রকরণের সহিত উদ্ধৃত হইতেছে যথা

পুত্রান্ দ্বাদশ যানাহ নৃণাং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ
তেষাং ষড়্ বন্ধু দায়াদাঃ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ।

স্বায়ম্ভুব মনু মনুষ্যদিগের সম্বন্ধে যে দ্বাদশ প্রকার পুত্র বিধান করিয়াছেন তন্মধ্যে প্রথম ছয় বান্ধব অর্থাৎ অপুত্র পিতৃব্য প্রভৃতিরও ধনে অধিকারি হইবে, শেষের ছয় অবান্ধব অর্থাৎ গোত্রের ধনাধিকারি নয় মাত্র পিতৃপিতামহাদির ধনে অধিকারী।

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ
গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদাবান্ধবাশ্চষট্
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা
স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ।

ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, এই ছয় প্রকার বান্ধব অর্থাৎ গোত্রেরও ধনাধিকারি হয়, আর কানীন, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ং দত্ত, শৌদ্র, এই ছয় প্রকার অবান্ধব, কেবল পিত্রাদি ধনে অধিকারিহয়।

এক এবৌরসঃ পুত্রঃ পিত্র্যস্য বস্তুনঃ প্রভুঃ
শেষানামানৃশংস্যার্থং প্রদদ্যাত্তু প্রজীবনং,

দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে ঔরস পুত্রই সর্ব্বাগ্রে পিতৃধনে অধিকারিহন, শেষপুত্রদিকে ঐ ঔরস পুত্রই পিতৃধন হইতে গ্রাসাচ্ছাদন দিবেন।

ষষ্ঠন্তু ক্ষেত্রজস্যাংশং প্রদদ্যাৎ পৈতৃকাৎ ধনাৎ
ঔরসো বিভজন্ দায়ং পিত্র্যং পঞ্চমমেববা।

ঔরস পুত্র যখন পিতৃ ধন বিভাগ করিবেন তখন সমস্ত পিতৃ ধনকে ছয় ভাগ করিয়া ক্ষেত্রজ ভ্রাতাকে এক ভাগ দিবেন আপনি পাঁচ ভাগ লইবেন, ক্ষেত্রজ ভ্রাতা যদি বিদ্যাদি গুণ যুক্ত হন্ তবে পাঁচ ভাগ করিয়া এক ভাগ দিবেন চারি ভাগ আপনি লইবেন।

ঔরস ক্ষেত্রজৌ পুত্রৌ পিতৃ রিক্থস্য ভাগিনৌ
দশাপরেতু ক্রমশো গোত্র রিক্থাংশভাগিনঃ

প্রাগুক্ত ভাগানুসারে ঔরস এবং ক্ষেত্রজ পুত্র, পিতৃধন ভাগি হন অপরাপর দশজন ক্রমে ক্রমে ধনাধিকারি হন এবং ঔরসানুক্রমে শ্রাদ্ধাধিকারি হন।

শ্রেয়সঃ শ্রেয়সোভাবে পাপীয়ান্ রিক্থমর্হতি
বহবশ্চেত্তু সদৃশাঃ সর্ব্বে রিক্থস্য ভাগিনঃ।

পূর্ব্ব পূর্ব্বের উৎকৃষ্ট পুত্রের অভাবে পর পর অধম পুত্র ধনাধিকারি হইবেন।

এই প্রকারে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের ধনাধিকার এবং শ্রাদ্ধাধিকার বলিয়া দ্বাদশ প্রকার পুত্র, কে কে হইবে ইহার পরিচয়ের নিমিত্তে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লক্ষণ করিতেছেন যথা।

স্বেক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যং
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথম কল্পিকং।

স্বজাতীয়া আপনার সংস্কৃতা স্ত্রীতে স্বয়ং কর্ত্তৃক উৎপন্ন যে পুত্র সেই ঔরস পুত্র, সেই মুখ্যপুত্র জানিবে।

যস্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা
স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং সপুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ।

মৃত কিম্বা ক্লীব অথবা ব্যাধি গ্রস্ত ব্যক্তির পত্নীতে স্বামির অনুমত্যাদি দ্বারায় অন্যকর্ত্তৃক উৎপন্ন পুত্র, ক্ষেত্রজ পুত্র।

মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্র মাপদি
সদৃশং প্রীতি সংযুক্তং সজ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সুতঃ।

আপৎকালে মাতাপিতা যে পুত্রকে স্বজাতীয় কোন ব্যক্তিকে দান করেন সেই পুত্র সেই ব্যক্তির দত্রিম পুত্রহয়।

সদৃশংতু প্রকুর্য্যাৎ যং গুণ দোষ বিচক্ষণং
পুত্রং পুত্র গুণৈর্যুক্তং সবিজ্ঞেয়শ্চ কৃত্রিমঃ।

সমান জাতীয় এবং গুণ দোষ বিবেচক পুত্রের সমান গুণ-যুক্ত যে ব্যক্তিকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিবে সেই কৃত্রিম পুত্র হইবে।

উৎপাদয়েৎ গৃহেযস্য নচজ্ঞায়েত কস্য সঃ
সগৃহে গূঢ় উৎপন্ন স্তস্যস্যাৎ যস্যতল্পজঃ।

গৃহে পুত্রোৎপন্ন হইল কিন্তু কোন ব্যক্তির ঔরসে হইল তাহা জ্ঞা
হোলো না. সেই পুত্র, যার পত্নী গর্ভে জন্মিল তাহারই গূঢ়োৎপন্ন পু
হইবে।

মাতাপিতৃভ্যা মুৎ সৃষ্টং তয়োরন্যতরেণবা
যং পুত্রং প্রতি গৃহ্ণীয়া দপবিদ্ধঃ সউচ্যতে।

কোন কারণ-বশতঃ মাতা পিতা যে পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছে
স্বজাতীয় কোনব্যক্তি সেই পুত্রকে গ্রহণ করিলে তাহার অপবিদ্ধ পু
হইবে।

পিতৃ বেশ্মনি কন্যাতু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ
তং কানীনং বদেন্নাম্না বোঢ়ুঃ কন্যা সমুদ্ভবং।

অবিবাহিতাকালে পিতৃ গৃহে গোপনে যে পুত্রকে উৎপন্ন করিবে
সেইপুত্র বিবাহকর্ত্তার কানীন পুত্র হইবে।

যাগর্ভিণী সংস্ক্রিয়তে জ্ঞাতা জ্ঞাতা পিবা সতী
বোঢ়ুঃ সগর্ভো ভবতি সহোঢ় ইতি চোচ্যতে।

বিবাহকালে কন্যা যদি গর্ভিণী থাকে তাহা কোন ব্যক্তির জ্ঞাতসা
অজ্ঞাতেই হউক সেই গর্ভ বিবাহকর্ত্তার হইবে, সেই গর্ভোৎপন্ন পুত্রের নাম
সহোঢ় পুত্র।

ক্রীণীয়াদ্যস্ত্বপত্যার্থং মাতাপিত্রো র্যমন্তিকাৎ
সক্রীতকঃ সুতস্তস্য সদৃশোঽসদৃশোঽপিবা।

মাতাপিতার নিকট হইতে যে পুত্রকে ক্রয় করিয়া পুত্র করে সে পু
ক্রয় কর্ত্তার ক্রীতক পুত্র হইবে।

যাপত্যাবা পরিত্যক্তা বিধবাবা স্বইচ্ছয়া
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা সপৌনর্ভব উচ্যতে।

পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা স্বেচ্ছাক্রমে পুনর্ভূ অর্থাৎ অন্য
কর্ত্তৃক বিবাহিতা হইয়া যে পুত্রকে উৎপাদন করে সেই পুত্র দ্বিতীয় বিবাহ
কর্ত্তার পৌনর্ভব পুত্র হইবে।

মাতা পিতৃ বিহীনো যস্ত্যক্তো বা স্যাদকারণাৎ
আত্মানং স্পর্শয়েদ্যস্মৈ স্বয়ং দত্তস্তু সস্মৃতঃ।

মাতা পিতৃ বিহীন কিম্বা মাতা পিতৃ কর্ত্তৃক অকারণেত্যক্ত যে সন্তান স্বজাতীয় অন্যকোন ব্যক্তিকে আত্ম সমর্পণ করে তবে সে সেই অন্য ব্যক্তির স্বয়ং দত্ত পুত্র হইবে।

যং ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎপাদয়েৎসুতং
স পারয়েন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃস্মৃতঃ।

কামবশী ভূতহইয়া যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে পুত্রোৎপাদন করে সে সর্ব্বাধম পারশব নামক পুত্র।

ক্ষেত্রজাদীন্ সুতানেতান্ একাদশ যথোদিতান্
পুত্র প্রতিনিধীন্ আহুঃ ক্রিয়ালোপাৎ মনীষিণঃ।

ক্ষেত্রজ প্রভৃতি একাদশ প্রকার পুত্র যাহা কথিত হইল তাহারা ঔরস পুত্রের প্রতিনিধি অর্থাৎ ঔরসপুত্রের অভাবে ক্রিয়ালোপ হয় এই হেতুক ঔরসপুত্রের প্রতিনিধি ক্রমে ঐ একাদশ জন হইবে।

এক্ষণে বিবেচনা করুণ মনুকৃত ঔরস পুত্রের লক্ষণ বিবাহিতা বিধবার গর্ভজাত পুত্রে যাইতে পারে কি না। যদি পারিত তবে মনু বিধবার পুত্রের পৌনর্ভব সংজ্ঞা দিয়া পুত্র গণনা ক্রমে দশমস্থানে পরিগণিত করিতেন না, প্রকরণ দর্শনে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে মনু দ্বাদশ প্রকার পুত্রের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ করিয়া ঔরসপুত্রকেই মুখ্যপুত্র বলিয়াছেন এবং তাহারই পিতৃধনাধিকার শ্রাদ্ধাধিকার. তাহার অভাবে ক্ষেত্রজপুত্রের সমগ্র পিতৃধনাধিকার এবং শ্রাদ্ধাধিকার। ক্ষেত্রজ অবর্ত্তমানে দত্রিমপুত্রের ঐ অধিকার, দত্রিম অবর্ত্তমানে কৃত্রিম পুত্রের অধিকার, কৃত্রিম অবর্ত্তমানে গূঢ়োৎপন্ন পুত্রের অধিকার তৎপরে কানীন পুত্রের তৎপরে সহোঢ় পুত্রের তৎপরে ক্রীতক পুত্রের তৎপরে বিধবাদি গর্ভজাত যে পৌনর্ভব পুত্র তাহার অধিকার তৎপরে স্বয়ংদত্ত পুত্রের সর্ব্বশেষে পারশব পুত্রের পিতৃধনাধিকার এবং শ্রাদ্ধাধিকার মনু কহিয়াছেন। ক্রমিক দ্বাদশ প্রকার পুত্রের পূর্ব্বোক্ত পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে পরোক্ত পুত্র গণের অধিকার হইবেনা কেবল গ্রাসাচ্ছাদন পাইবেন প্রকরণ পর্য্যালোচনায় ইহাই যদি নিশ্চয় হইল তবে বিবাহিতা স্বজাতীয়া বিধবার গর্ব্ভোৎপন্ন পুত্রকে ঔরসপুত্র বলা। স্বেক্ষেত্রে ইত্যাদি বচনের অভিপ্রায় কোন ক্রমে হইতে পারে না, কারণ এই বচন দ্বারা মনু ঔরস পুত্রের লক্ষণ করিয়াছেন এই ক্ষেত্রজ পুত্র প্রভৃতি নয় প্রকার পুত্র না থাকিলে পৌনর্ভব পুত্র ধনাধিকারি

গৃহে পুত্রোৎপন্ন হইল কিন্তু কোন ব্যক্তির ঔরসে হইল তাহা জানা গেলো না, সেই পুত্র, যার পত্নী গর্ভে জন্মিল তাহারই গূঢ়োৎপন্ন পুত্র হইবে।

মাতাপিতৃভ্যা মুৎ সৃষ্টং তয়োরন্যতরেণবা।

যং পুত্রং প্রতি গৃহ্ণীয়া সপবিদ্ধঃ সউচ্যতে।

কোন কারণ বশতঃ মাতা পিতা যে পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন স্বজাতীয় কোনব্যক্তি সেই পুত্রকে গ্রহণ করিলে তাহার অপবিদ্ধ পুত্র হইবে।

পিতৃ বেশ্মনি কন্যাতু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ

তং কানীনং বদেন্নাম্না বোঢ়ুঃ কন্যাসমুদ্ভবং।

অবিবাহিতাকালে পিতৃ গৃহে গোপনে যে পুত্রকে উৎপন্ন করিবেন সেইপুত্র বিবাহকর্ত্তার কানীন পুত্র হইবে।

যাগর্ভিণী সংস্ক্রীয়তে জ্ঞাতা জ্ঞাতাপিবা সতী

বোঢ়ুঃ সগর্ভোভবতি সহোঢ় ইতি চোচ্যতে।

বিবাহকালে কন্যা যদি গর্ভিণী থাকে তাহা কোন ব্যক্তির জ্ঞাত বা অজ্ঞাত হউক সেই গর্ভ বিবাহকর্ত্তার হইবে. সেই গর্ভোৎপন্ন পুত্রের নাম সহোঢ় পুত্র।

ক্রীণীয়াদ্যস্ত্বপত্যার্থং মাতাপিত্রো র্যমন্তিকাৎ

সক্রীতকঃ সুতস্তস্য সদৃশোঽসদৃশোঽপিবা।

মতাপিতার নিকট হইতে যে পুত্রকে ক্রয় করিয়া পুত্র করে সে পুত্র ক্রয় কর্ত্তার ক্রীতক পুত্র হইবে।

যাপত্যাবা পরিত্যক্তা বিধবাবা স্বইচ্ছয়া

উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা সপৌনর্ভব উচ্যতে।

পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা স্বেচ্ছাক্রমে পুনর্ভূ অর্থাৎ অন্য কর্ত্তৃক বিবাহিতা হইয়া যে পুত্রকে উৎপাদন করে সেই পুত্র দ্বিতীয় বিবাহ কর্ত্তার পৌনর্ভব পুত্র হইবে।

মতা পিতৃ বিহীনোযস্ত্যক্তো বা স্যাদকারণাৎ

আত্মানং স্পর্শয়েদ্যস্মৈ স্বয়ং দত্তস্তু সস্মৃতঃ।

মাতা পিতৃ বিহীন কিম্বা মাতা পিতৃ কর্ত্তৃক অকারণেত্যক্ত যে সন্তান স্বজাতীয় অন্যকোন ব্যক্তিকে আত্ম সমর্পণ করে তবে সে সেই অন্য ব্যক্তির স্বয়ং দত্ত পুত্র হইবে।

যংব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎপাদয়েৎসুতং
স পারয়েন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃস্মৃতঃ।

কামবশী ভূতহইয়া যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে পুত্রোৎপাদন করে সে সর্ব্বাধম পারশব নামক পুত্র।

ক্ষেত্রজাদীন্ সুতানেতান্ একাদশ যথো দিতান্
পুত্র প্রতিনিধীন্ আহুঃ ক্রিয়ালোপাৎ মনীষিণঃ।

ক্ষেত্রজ প্রভৃতি একাদশ প্রকার পুত্র যাহা কথিত হইল ইহারা ঔরস পুত্রের প্রতিনিধি অর্থাৎ ঔরসপুত্রের অভাবে ক্রিয়ালোপ হয় এই হেতুক ঔরসপুত্রের প্রতিনিধি ক্রমে ঐ একাদশ জন হইবে।

এক্ষণে বিবেচনা করুণ মনুকৃত ঔরস পুত্রের লক্ষণ বিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভজাত পুত্রে যাইতে পারে কি না। যদি পারিত তবে মনু বিধবার পুত্রের পৌনর্ভব সংজ্ঞা দিয়া পুত্র গণনা ক্রমে দশমস্থানে পরিগণিত করিতেন না, প্রকরণ দর্শনে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে মনু দ্বাদশ প্রকার পুত্রের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ করিয়া ঔরসপুত্রকেই মুখ্যপুত্র বলিয়াছেন এবং তাহারই পিতৃধনাধিকার শ্রাদ্ধাধিকার, তাহার অভাবে ক্ষেত্রজপুত্রের সমগ্র পিতৃধনাধিকার এবং শ্রাদ্ধাধিকার। ক্ষেত্রজ অবর্ত্তমানে দত্তিমপুত্রের ঐ অধিকার, দত্তিম অবর্ত্তমানে কৃত্রিম পুত্রের অধিকার, কৃত্রিম অবর্ত্তমানে গূঢ়োৎপন্ন পুত্রের অধিকার তৎপরে কানীন পুত্রের তৎপরে সহোঢ় পুত্রের তৎপরে ক্রীতক পুত্রের তৎপরে বিধবাদি গর্ব্ভজাত যে পৌনর্ভব পুত্র তাহার অধিকার তৎপরে স্বয়ংদত্ত পুত্রের সর্ব্বশেষে পারশব পুত্রের পিতৃধনাধিকার এবং শ্রাদ্ধাধিকার মনুক্ত হয়াছেন। ক্রমিক দ্বাদশ প্রকার পুত্রের পূর্ব্বোক্ত পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে পরোক্ত পুত্র গণের অধিকার হইবেকনা কেবল গ্রাসাচ্ছাদন পাইবেন প্রকরণ পর্য্যালোচনায় ইহাই যদি নিশ্চয় হইল তবে বিবাহিতা স্বজাতীয়া বিধবার গর্ব্ভোৎপন্ন পুত্রকে ঔরসপুত্র বলা। স্বক্ষেত্রে ইত্যাদি বচনের অভিপ্রায় কোন ক্রমে হইতে পারে না, কারণ এই বচন দ্বারা মনু ঔরস পুত্রের লক্ষণ করিয়াছেন এই ঐ ক্ষেত্রজ পুত্র প্রভৃতি নয় প্রকার পুত্র না থাকিলে পৌনর্ভব পুত্র ধনাধিকারি

ছাঁহারে বলিয়াছেন ঔরসাদি নয় পুত্রের নয়টি লক্ষণ করিয়া দশম, পৌনর্ভব পুত্রের লক্ষণ করিলেন যথা

যাপত্যাবা পরিত্যক্তা বিধবাবা স্বযেচ্ছয়া
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূর্বঃ সপৌনর্ভবউচ্যতে।

যেনারী পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা কিম্বা বিধবা স্বেচ্ছাক্রমে অন্যব্যক্তি কর্তৃক বিবাহিতা হইয়া যে পুত্রকে উৎপাদন সেই পৌনর্ভব পুত্র, এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন বিবাহিতা বিধবার গর্ভ জাত পুত্র যদি ঔরস পুত্র মনুর মতে হইত তবে মনু ঔরসাদি নয় জন পুত্রের অভাবে বিধবা গর্ভজাত যে পুত্র তাহার ধনাধিকার বলিতেন না। কিন্তু তাহাই ধনাধিকার প্রাপ্য ধকার বলিতেন এবং বিধবার পুত্রকে পৌনর্ভব সংজ্ঞা দিয়া মনু তাঁহাকে দশম ভাগে প্রবিষ্ট করিয়াছেন কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে সেই দশম ভাগটাও যদি প্রথম ঔরসভাগে প্রবিষ্ট হইল তবে দশম ভাগই বিলুপ্ত হইল। তাহা হইলে সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ প্রকার পুত্র মনু করিয়াছেন তাহা না হইয়া একাদশ প্রকার হইল এবং ঔরস পুত্রকে মুখ্য পুত্র বলিয়া অপর একাদশ প্রকার পুত্রকে প্রতিনিধি পুত্র বলিয়াছেন মনুর সেবাক্য ও অপলাপ থাকা হইল, যেহেতুক একাদশ প্রকারের মধ্যে এক প্রকার যে পৌনর্ভব সেও ঔরসপুত্র হইয়া মুখ্যপুত্র হইল অতএব ঔরসপুত্রের লক্ষণ বিধবার গর্ভজাত পুত্রে সম্পূর্ণ ঘটিতেছে এই কথা বিদ্যাসাগর মহাশয় বলাতে নিশ্চয় বোধ হইল যে তিনি এই বচনটির প্রকরণ, কিছুই দেখেননা। প্রকরণ দর্শন করিলে অল্প বোধ ব্যক্তিও বুঝিতে পারেন যে মনু, পুত্রগণকে দ্বাদশ নাম দিয়া যখন দ্বাদশ ভাগ করিয়াছেন তখন এক ভাগের নাম দ্বারায় অপর ভাগকে কদাচ বুঝাইবেন। যে সকল স্থলে নাম নির্দ্ধারিত করিয়া ভাগনির্দ্ধারিত হয় সেস্থানে এক ভাগের নাম দ্বারায় যদি অন্যভাগকে বুঝায় তাহাহইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি নাম দিয়া জাতি বিভাগ হইয়াছে এবং পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এই চারি নাম দিয়া দিক্ বিভাগ হইয়াছে এ সকল স্থানেও ব্রাহ্মণ এই নাম দ্বারা শূদ্রকে কিম্বা শূদ্র এই নাম দ্বারায় ব্রাহ্মণকে বোধ করাইতে পারিত অতএব এ প্রকার বোধ কোন স্থানে কোন ব্যক্তিরই যখন হয় না তখন মনু কৃত এ রূপ বিভাগ স্থলেও এক ভাগের নাম দ্বারায় ভাগান্তরকে বুঝাইবে না অন্যান্য বিভক্ত বস্তুর প্রত্যেক ভাগের সমভাব থাকে তাহাতেও যখন একের নামে অন্যকে বোধ করায়না তখন বিভক্ত পুত্র

গণের প্রত্যেক ভাগেরই স্বতন্ত্র ভাব প্রথম ভাগ যে ঔরস পুত্র ইহাতেই সর্ব্বোত্তমতা আছে দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ প্রভৃতি একাদশ ভাগে ক্রমশঃ অধমতা তাহাতে ঔরস পুত্র অপেক্ষায় বিধবা গর্ভজাত পৌনর্ভব পুত্র দশম শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়া অধমের অধম তদপেক্ষায় অধম এই প্রণালীতে বিধবা পুত্র ঔরস পুত্র হইতে অত্যন্ত অধম হইয়াছে অতএব সর্ব্বোত্তম ঔরস ভাগের নাম দ্বারা বিবাহিতা বিধবার পুত্রকে কদাচই বুঝাইবেনা অতএব ঔরস লক্ষণের মধ্যে সংস্কৃতা শব্দ আছে ইহার অর্থ আদ্য বিবাহ জন্য সংস্কার যুক্তাস্ত্রী. ইহাই মনুর অভিপ্রেত বৈধব্য অবস্থার পর পুনর্ব্বার বিবাহ যদিও সংস্কার হয় তথাপি সে সংস্কার যুক্তা স্ত্রী মনুর অভিপ্রেত নয় ইহাই সকল পণ্ডিতকে স্বীকার করিতে হইবে। না করিলে মনুর স্বীয় বাক্যে বাক্যেই মহান্ বিরোধ হয় প্রকরণ বিচার দ্বারাই যেমন বোধ হইল যে বিধবা পুত্র ঔরস পুত্র নয় শব্দার্থ বিবেচনা করিলেও এই রূপ নিশ্চয় হইবে অতএব অতঃপর শব্দার্থই বিবেচনা হইতেছে বিধবার বিবাহ হইলে ঐ পুনর্ব্বিবাহের দ্বারাই পুনর্ব্বার আর একটি সংস্কার জন্মে এই বিবেচনা করিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় ঔরস পুত্রের লক্ষণ বিধবার পুত্রে যাইল স্থির করিয়াছেন কিন্তু দ্বিতীয়বার বিবাহ জন্য যে আর একটি সংস্কার জন্মে একথা স্মৃতি শাস্ত্র বেত্তা পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করিবেন না মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য উদ্বাহতত্ত্বে লিখিয়াছেন যথা।

আদ্যেন সংস্কার সিদ্ধৌ।

দ্বিতীয়াদেস্তদজনকত্বাৎ

আদ্য বিবাহ দ্বারায় সংস্কার জন্মিয়া সেই সংস্কারই থাকে

দ্বিতীয়াদি বিবাহ দ্বারায় সংস্কারান্তর জন্মায় না।

তুষ্যতু, বিদ্যাসাগর মহাশয় তথাপি যদি বলেন যে পুনর্ব্বিবাহ দ্বারায় সংস্কারান্তর হয় তাহাহইলেও নারীদিগের প্রথম বিবাহ দ্বারায় এক প্রকার সংস্কার হয় আর দ্বিতীয়াদি বিবাহ জন্য আর এক প্রকার সংস্কার হয় ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে প্রথম বিবাহ জন্য যে সংস্কার তাহার নাম বীজ গর্ভ সমুদ্ভব পাপ নাশক সংস্কার অর্থাৎ পিতার বীজ দোষ এবং মাতৃ গর্ভের দোষ জন্য গর্ভজ সন্তানের যে অপবিত্রতা জন্মে তাহার নাম বীজ গর্ভ সমুদ্ভব পাপ সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি বালক দিগের উপনয়ন পর্য্যন্ত বালিকা দিগের বিবাহ পর্য্যন্ত—যে কএক প্রকার সংস্কার সেই সকল সংস্কার দ্বারায় ঐ পাপের বিনাশ হয় এই নিমিত্ত ঐসকল সংস্

এবং বীজ গর্ভ সমুদ্ভব পাপ নাশক সংস্কার, ইহাতে প্রমাণ মনু সংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে যথা

গার্ভৈ র্হোমৈ র্জাতকর্ম্মচৌড়মৌঞ্জী নিবন্ধনৈঃ
বৈজকং গার্ভিকং চৈনো দ্বিজানা মপ মৃজ্যতে।

গর্ভ সংস্কার জাতকর্ম্ম চুড়াকরণ উপনয়ন এই সকল সংস্কার দ্বারায় দ্বিজগণের বীজদোষ আর গর্ভ দোষ জন্য পাপের বিনাশ হয় পুরুষের উপনয়নের স্থলে নারীর পক্ষে বিবাহই কল্পিত হইয়াছে ইহার ও সুস্পষ্ট প্রমাণ মনুর দ্বিতীয়াধ্যায়ে দৃষ্টহইতেছে যথা।

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং ঔপনায়নিকঃ স্মৃতিঃ
পতি সেবাগুরৌ বাসঃ গৃহার্থোগ্নি পরিস্ক্রিয়া।

স্ত্রীদিগের বিবাহ বিধিই উপনয়ন স্বরূপ পতিগৃহে বাস এবং পতি সেবাই উঁহাদের গুরুকুলে বাস এবং গুরুসেবা, গৃহকর্ম্মই স্ত্রীদিগের অগ্নি সেবার স্বরূপ জানিবে।

এই বচনের ঔপনায়নিকঃ এই স্থলে সংস্কারো বৈদিকঃ এই পাঠও থাকে ফলত উভয়েরই অর্থ একবিধ এই সকল প্রমাণ দৃষ্ট করিয়া নারী দিগের আদ্য বিবাহজন্য যে সংস্কার তাহাকেই পাপ নাশক নিত্য সংস্কার অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিতে হইবে আর বিধবার বিবাহ জন্য যে সংস্কার সে কোনও পাপনাশক নয় অবশ্য কর্ত্তব্যও নয় কাম্যসংস্কার অর্থাৎ ইচ্ছা কর হয় নাকর নাহয় এখন বিবেচনা কর ঔরসপুত্রের লক্ষণ বোধক যে। স্বেক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধিয়ং। ইত্যাদি মনুবচন, তন্মধ্যে যে সংস্কৃতাশব্দ আছে তদ্বারায় ঐ নিত্য সংস্কার যুক্তা স্ত্রীকেই বুঝাইবে ইহাই অবশ্যই বলিতে হইবে তাহা না বলিয়া যদ্যপি বল যে, বৈধব্য অবস্থায় পুনর্ব্বার বিবাহ জন্য যে সংস্কার হয় সেই কাম্য-সংস্কার যুক্তা স্ত্রীকেই বোধকরাইবে তাহা হইলে কন্যাকালে বিবাহিতা স্ত্রীতে স্বয়ং কর্ত্তৃক উৎপন্ন যে পুত্র যিনি সর্ব্ববাদিসিদ্ধ ঔরস-পুত্র, তিনিও ঔরসপুত্র হইতে পারিলেন না অতএব নারীর সম্বন্ধে যে প্রথমিক বিবাহ তজ্জন্য নিত্য সংস্কার যুক্তা স্ত্রীকে ঐ সংস্কৃতা শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ তোমার মতে বলিতেই হইল তবে আর দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রীকে কোন শব্দের দ্বারায় বোধকরাইবে একবার উচ্চরিত শব্দে দ্বারা এক প্রকার অর্থকেই বোধকরায় কদাচই দুই প্রকার অর্থকে বোধকরাইতে পারে না তাহার সুপ্রসিদ্ধ প্রমাণ শব্দশাস্ত্রে যথা

সকৃদুচ্চরিতঃ শব্দঃ সকৃদর্থং গময়তি—

একবার উচ্চরিত যে শব্দ তিনি একপ্রকার অর্থকেই উপস্থিত করেন এক প্রকার অর্থ কাহাকে বলা যাইবে যাহাদের উপর একাকার শব্দের প্রতিপাদ্য অখণ্ড একখানি ধর্ম্ম থাকে যেমন গোসকলের উপর গোত্ব নামক মনুষ্য সকলের উপর মনুষ্যত্ব নামক, এক এক অখণ্ড ধর্ম্ম আছে এই নিমিত্ত একবার উচ্চরিত গোশব্দে যে কোন গোকে এবং যত গুলি ইচ্ছা তত গুলি গোকে বোধ করাইতে পারে ইহাবৈ বজ্র, বাক্য, নেত্র, বাণ ইত্যাদি নানাপ্রকার বস্তু গোশব্দের অর্থ হইলেও একবার উচ্চরিত গোশব্দে এক প্রকার অর্থ যে বাক্য, বজ্র, এই দুই প্রকারকে কিম্বা গো, বাক্য, বজ্র, এই তিন প্রকারকে কদাচই বোধ করাইতে পারেনা তাহার কারণ ঐ দুই তিন প্রকারের উপর মাত্র থাকে গো শব্দের প্রতিপাদ্য অখণ্ড ধর্ম্ম একটি নাই এইরূপ সংস্কৃতা শব্দও একবার উচ্চরিত হইয়া এক প্রকার সংস্কার যুক্তা স্ত্রীকে বৈ দুই প্রকার সংস্কার যুক্তা স্ত্রীকে কদাচই বোধ করাইতে পারেনা তাহার কারণ আদ্যবিবাহ জন্য সংস্কার আর বিধবা বিবাহ জন্য সংস্কার এই উভয়বিধ সংস্কারের উপর মাত্র থাকে, এমন অখণ্ডধর্ম্ম এক খানি নাই। যাবদীয় সংস্কারের উপর থাকে যে সংস্কার নামক অখণ্ড ধর্ম্ম তাহাকে লইয়া সংস্কৃতা শব্দে যে কোন সংস্কার যুক্তা স্ত্রীকে যদ্যপি গ্রহণ কর, তাহা হইলে ঐ ত্রিবিধ সংস্কার যুক্তা স্ত্রীকেও একবার উচ্চরিত সংস্কৃতা শব্দে বোধ করাইতে পারে বটে কিন্তু উহাকে ও যেমন পারে তেমন অন্নপ্রাশন কি চূড়া করণ সংস্কার যুক্তা স্ত্রীকেও ঐ একবার উচ্চরিত সংস্কৃতা শব্দে বোধ করাইতে পারে তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট এই যে স্বয়ং কর্ত্তৃক চূড়াকরণ কি অন্নপ্রাশনাদি সংস্কৃতা স্ত্রীতে স্বয়ং কর্ত্তৃক উৎপন্ন যে পুত্র যাহা সর্ব্ব তন্ত্রবিরুদ্ধ চণ্ডাল তুল্য পুত্র সেও ঔরস পুত্র হইতে পারে অতএব সমুদায় সংস্কার বৃত্তি সাধারণ ধর্ম্ম যে সংস্কারত্ব তাহাকে কদাচই গ্রহণ করা যাইবে না। কেবল আদ্য বিবাহ জন্য সংস্কার মাত্রে থাকে যে বিবাহ সংস্কারত্ব নামক বিশেষ ধর্ম্ম তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে তাহা হইলেই আদ্য বিবাহ জন্য সংস্কার যুক্ত স্ত্রীকেই একোচ্চরিত সংস্কৃতা শব্দে বোধ করাইবে পুনর্ব্বিবাহ জন্য সংস্কার যুক্তা স্ত্রীকে বোধ করাইবে না, যদ্যপি বল যে আদ্য বিবাহ জন্য সংস্কার এবং দ্বিতীয় বিবাহ জন্য সংস্কার এই দুইটিই বিবাহ জন্য সংস্কার অতএব ঐ উভয় বিধ সংস্কারের উপরই বিবাহ সংস্কারত্ব নামক অখণ্ড ধর্ম্ম এক খানি আছে তাহাকে লইয়াই একবার উচ্চরিত সংস্কৃতা শব্দে দুই প্রকার বিবাহ সংস্কৃতা স্ত্রীকে বোধ করাইবে তাহা

ভ্রম নিরাকরণ।

প্রাথমিক বিবাহ সংস্কৃতা এবং দ্বিতীয় বিবাহ সংস্কৃতা স্ত্রীতে স্বয়ং কর্তৃক উৎপন্ন পুত্র, ঔরস পুত্র হইল।

এই কথা কতদূর অযোগ্য হয় তাহা বিবেচনা করুন বিবাহ সংস্কৃত কিম্বা বিবাহিতা কি ঊঢ়া এই সকল শব্দে আদ্য বিবাহ জন্য যে নিত্য সংস্কার তদ্‌যুক্তা স্ত্রীকে বৈ দ্বিতীয় বার বিবাহ সংস্কৃতা স্ত্রীকে কদাচই বোধ করাইবে না। অতএব দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রীগণের স্বতন্ত্র নাম শাস্ত্রে বলিয়াছেন যথা পুনর্ভূ, পুনরূঢ়া, দ্বিরূঢ়া, অতএব আদ্য বিবাহ জন্য যে সংস্কার তাহারই নাম বিবাহ সংস্কার. আর দ্বিতীয় বিবাহ জন্য যে সংস্কার তাহার নাম পুনর্বিবাহ সংস্কার, একথা আমার স্বকপোলকল্পিত নহে কুল্লূক ভট্টও কহিয়াছেন যথা।

সাচেদক্ষতযোনিঃস্যাৎ গত প্রত্যাগতাপিবা
পৌন র্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কার মর্হতি ;

কুল্লূক ভট্ট এই মনুবচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা

সাস্ত্রী যদ্যক্ষত যোনিঃ সত্যন্য মাশ্রয়েৎ তদা
পৌন র্ভবেন ভর্ত্রা পুনর্বিবাহাখ্যং সংস্কার মর্হতি

সেই স্ত্রী যদি অক্ষত যোনি হইয়া অন্য ব্যক্তিকে আশ্রয় করে তাহা হইলে পুনর্ব্বার বিবাহ কর্ত্তা যে পতি তৎকর্তৃক সেই স্ত্রী পুনর্বিবাহ নামক সংস্কারকে পান্‌ এই স্থানে কুল্লূক ভট্ট দ্বিতীয় বার বিবাহ জন্য সংস্কারকে পুনর্বিবাহাখ্যসংস্কার সুস্পষ্ট রূপেই কহিয়াছেন, দ্বিতীয় বিবাহ জন্য সংস্কারের নাম যদি পুনর্বিবাহ সংস্কার হইল এবং তাদৃশ বিবাহ জন্য সংস্কার যুক্তা স্ত্রীর নাম পুনর্ভূ, পুনরূঢ়া, দ্বিরূঢ়া, হইল তবেই দুই প্রকার বিবাহ জন্য সংস্কারের উপর এক খানি জাতি ধর্ম্ম নাই, তাহা হইলে উভয়ের একাকার নাম হইত এবং ঐ ঐ সংস্কার যুক্তা স্ত্রীগণেরও একাকার নাম হইত তা না হইয়া যখন আদ্য বিবাহ সংস্কারকে বিবাহ সংস্কার বলিয়াছেন আর দ্বিতীয় বার বিবাহ জন্য সংস্কারকে পুনর্ব্বিবাহ সংস্কার বলিয়াছেন তখন কদাচই উভয়ের উপর একধর্ম্ম নাই এই কথ, তর্ক শাস্ত্রের গ্রন্থকর্তা রঘুনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্যও ব্যাপ্তিবাদে লিখিয়াছেন।

যথা—বিষয়ান্ন গমং বিনা
অনুগতাকার প্রত্যয়াযোগাচ্চ।

জাতিগত বিষয় না থাকিলে অর্থাৎ পদার্থের ঐক্য না থাকিলে ঐক্য ব্যবহার কদাচই হয়না অর্থাৎ একনাম হয়না অশ্বত্ব নামক একটি ধ সকল অশ্বের উপর আছে এই নিমিত্ত সকল অশ্বকেই অশ্ব, অশ্ব, অশ্ব এইরূপ একাকার নাম দ্বারায় বোধ করাযায় কিন্তু অশ্ব এবং ছাগ এই দুই জাতির উপর, মাত্র এক খানি ধর্ম্ম নাই বলিয়া ঐ উভয়কে এক নাম দ্বারায় বোধ করা যায়না নামের ভেদ থাকিলে অবশ্যই পদার্থ ভেদ স্বীকার করিতে হইবে শাস্ত্র কর্ত্তারা ত্রিকালজ্ঞ বিধাতা স্বরূপ, তাঁহারা যে যেমন পাত্র তাহার তেমনিই নাম রাখিয়াছেন অতএব বৈধব্য অবস্থায় স্বেচ্ছাক্রমে বিবাহ করে যে নারীগণ তাহাদিগকে স্বেচ্ছা চারিণী জানিয়া উহাদের দ্বিরূঢ়া পুনরূঢ়া পুনর্ভূ, এই সকল নাম রাখিয়াছেন ঐ ঐ নামের উচ্চারণ মাত্রেই বোধহয় যে পতি প্রাণাসাধ্বীদের ইহারা দ্বিচারিণী ঐ দ্বিচারিণী কামকিঙ্করী কামিনীদিগের সঙ্গে সাধ্বী সধবারা যদি একরূপ শব্দে একাকার নামে পরিগণিয়মানা হইতেন তাহা হইলে সাধ্বীরা অভিমানে প্রায় উদ্বন্ধনেই প্রাণত্যাগ করিতেন অতএব আদ্য বিবাহ জন্য সংস্কার এবং দ্বিতীয় বিবাহ জন্য সংস্কার এই দ্বিবিধ সংস্কারের উপর এক ধর্ম্ম নাই এই জন্য একবার উচ্চারিত সংস্কার শব্দে ঐ দ্বিবিধ সংস্কারকে বোধ করাইবেনা এবং ঐ দ্বিবিধ সংস্কার যুক্তা স্ত্রীকেও একবার উচ্চারিত সংস্কৃতা শব্দে বোধ করাইতে পারিবেনা তবে মনুবচনস্থ সংস্কৃতা শব্দে আদ্য বিবাহ জন্য যে নিত্য সংস্কার সেই সংস্কার যুক্তা স্ত্রীতে স্বয়ং কর্ত্তৃক উৎপন্ন পুত্রকেই কেবল ঔরস পুত্র বলা মনুর অভি প্রায় সিদ্ধ সুতরাং হইল ইহাতে অণুমাত্র সংশয় রহিলনা অতএব বিদ্যা সাগর মহাশয় মনুবচনকে অবলম্বন করিয়া বিধবার পুত্রকে যে ঔরস পুত্র বলিয়াছেন ইহানিতান্তই ভ্রম। তবে যদি এমন কথা বলেন যে বিধবার পুত্র মনুমতে ঔরস পুত্রনয় কিন্তু পরাশরের মতে হইবে কারণ পরাশর যখন বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করিতেছেন এবং কলিযুগে ঔরস, দত্তক, কৃত্রিম, এই তিন প্রকার পুত্রই মাত্র বিহিত, বলিয়াছেন এভিন্ন ক্ষেত্রজ প্রভৃতি নয় প্রকার পুত্র বিহিত নয় ঔরস দত্তক কৃত্রিম এই তিন প্রকারের মধ্যে বিধবার পুত্র দত্তক হইবে না এবং কৃত্রিম হইবেনা তবে সুতরাং বিধবার পুত্রকে ঔরস পুত্রই বলিতে হইল।

এই মীমাংসাটি সমাদৃত হইতে পারিত যদ্যপি পরাশর কোনস্থানে ঔরস পদের অর্থ কীর্ত্তন করিতেন, পরাশর সংহিতায় কোন স্থানেই ঔরস শব্দের অর্থ কথন নাই তবে যে স্থানে ঔরস শব্দের প্রয়োগ দৃ-

কাছেন পরাশর সংহিতার সেই অংশ পূর্ব্বাপর কিঞ্চিৎ ভাগের সহিত উদ্ধৃত হইতেছে, তাহা দর্শন করিলেও আপনারা জানিতে পারিবেন যে মনু, ঔরস শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন তাহাতেই পরাশরের নির্ভর কিনা।

পরাশর সংহিতা যথা

ওঘ বাতাহৃতং বীজং যস্য ক্ষেত্রে প্ররোহতি
ক্ষেত্রী তল্লভতে বীজং নবীজী ভাগম র্হতি
তদ্বৎপর স্ত্রিয়াঃ পুত্রৌ দ্বৌ সুতৌ কুণ্ডগোলকৌ
পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্যাৎ মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ ॥ ২ ॥
* ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ
দদ্যান্মাতা পিতাবা যং স পুত্রো দত্তকোভবেৎ ॥ ৩ ॥
পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যয়াচ পরিবিদ্যতে ইত্যাদি—

বায়ুতে উড্ডীন হইয়া এক জনের বীজ যদি অন্য জনের ক্ষেত্রে প্ররোহিত হয় তবে সেই বীজ শস্যকে ক্ষেত্র স্বামী পায় বীজ স্বামী পায় না। সেই প্রকারে পরস্ত্রীতে উৎপন্ন জারজ পুত্র দুই প্রকার, স্বামি জীবিত থাকিতে যে জারজ তাহার কুণ্ড নাম স্বামীর মরণোত্তর হইলে গোলক নাম হয় ॥ ২ ॥ ঔরস, দত্তক, আর কৃত্রিম, এই তিন প্রকার পুত্র মাতা কিম্বা পিতা যে পুত্রকে দান করেন সেই পুত্রই দত্তক পুত্র হয় ॥ ৩ ॥ ইহার পর পরিবিত্তি ইত্যাদি করিয়া যে বচনার্দ্ধ লিখিলাম ইহাতে অন্য কথা, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইতে কনিষ্ঠের বিবাহে যে পাপ হয় তাহার কথা এই নিমিত্ত ও বচনের অর্দ্ধ মাত্র লিখিলাম এখন বিবেচনা করুন পরাশর এক বচনের প্রথমার্দ্ধে ঔরস, দত্তক, এবং কৃত্রিম এ তিন প্রকার পুত্রের বিধান করিলেন শেষার্দ্ধে কাহাকে দত্তক পুত্র বলা যাইবে তাহার লক্ষণ করিলেন কিন্তু ঔরস এবং কৃত্রিম শব্দে কাহাকে বুঝাইবে, কিম্বা লক্ষণ কিছুই বলিলেন না আপাততঃ এইটি অসঙ্গত বোধহয় কিন্তু মনুসংহিতা দেখিলে আর কিছুই অসঙ্গত বোধ

---

* এই বচন দেখিলেই বোধহয় ক্ষেত্রজ পুত্র কলিতে আছে ফলত তাঁহারা দত্তক মীমাংসা গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে কলিতে নিয়োগ নাই অতএব ক্ষেত্রজ পুত্রও নাই তবে পরাশর বচনে যে ক্ষেত্রজ পদ আছে ঔরসের বিশেষণ মাত্র।

হইবেনা তাহার কারণ মনু ঔরস পুত্র প্রভৃতি ক্রমাগত দ্বাদশ পুত্রের লক্ষণ বলিয়াছেন পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে তন্মধ্যে মনুর দত্তক লক্ষণ যথা

মাতা পিতা বা দদ্যাতাংয মদ্ভিঃ পুত্র মাপদি
সদৃশং প্রীতি সংযুক্তং সজ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সুতঃ

আপদ্ কালে মাতা পিতা উভয়ে যে পুত্রকে জল দ্বারা দান করেন সেই দত্তক পুত্র হয়।

পরাশর কৃত দত্তক লক্ষণ যথা

দদ্যান্মাত্রা পিতাবা যংসপুত্রো দত্তকোভবেৎ।

মাতা কিম্বা পিতা যে পুত্রকে দান করেন সেই দত্তক পুত্র হয় এখন বিবেচনা করুণ মনুর লক্ষণে দ্বিবচনান্ত ক্রিয়া, কর্ত্তৃ বিশেষণ হওয়াতে মাতা পিতা উভয়ে দান করিলেই দত্তক হইবে আর পরাশরের লক্ষণে এক বচনান্ত ক্রিয়া, কর্ত্তৃ বিশেষণ হওয়াতে পিতা অথবা পিতার অবর্ত্ত-মানে কেবল মাতা দান করিলেও দত্তক পুত্র হইবে হিতকর দত্তক ধর্ম্মকে কলিযুগে ততোধিক হিতকর করিবার জন্য মনুর দত্তক লক্ষণে নির্ভর না করিয়া পরাশর স্বতন্ত্র দত্তকের লক্ষণ করিলেন কিন্তু প্রথমোক্ত ঔরস পুত্র এবং শেষোক্ত কৃত্রিম পুত্র এদুয়ের কিছুই লক্ষণ করিলেন্ না ইহাতে, সুস্পষ্ট রূপে পরাশরের এই অভিপ্রায় বোধ হইল যে মনু যে যে লক্ষণ করিয়া ঔরস শব্দের এবং কৃত্রিম শব্দের অর্থ নিশ্চয় করিয়াছেন তাহাই আমার সম্মত কিন্তু দত্তক পদার্থে কলিযুগে স্বতন্ত্রমত আছে অতএব স্বতন্ত্র লক্ষণ করিলাম। লোকে ব্যবহারও এই যে একজন বক্তা কার্-বার সময়ে যে সকল শব্দ প্রয়োগ করেন তন্মধ্যে যদ্যপি কোন শব্দের নূতন অর্থ করিতে হয় তবেই তাহা স্বতন্ত্র করিয়া প্রকাশ করেন আর যে সকল শব্দের কোন অর্থ প্রকাশ করিলেন্ না তাহার প্রচলিত অর্থেই শ্রোতৃ গণের অর্থ নিশ্চয় হয়। একটা শব্দের দুই তিন প্রকার অর্থ দুই তিন জন কহিতে বলিলে তন্মধ্যে কোন অর্থ সর্ব্ব সাধারণের গ্রাহ্য হইবে এবিষয়ে শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ যথা

দার্ঢ়ার্থং দৃশ্যতে কচে র্মানবং লিঙ্গ মেবচ

বৃহৎ পরাশর সংহিতা।

ঔত শব্দের অর্থের দৃঢ়ীকরণ বিষয়ে মনুর বাক্যই অবলম্বনীয় দৃশ্য হইতেছে বৃহৎ পরাশর সংহিতার এই বচনাংশকেই অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বকৃত বিধবা বিবাহ পুস্তকে শব্দার্থের সন্দেহ স্থলে মনুর নিরূপিত অর্থকেই গ্রহণ করিতে কহিয়াছেন। বিশেষতঃ ঔরস শব্দের মনু যে প্রকার অর্থ কহিয়াছেন বৌধায়ন সূত্রেও এই প্রকার কথিত হইয়াছে যথা।

স্ববর্ণায়াং সংস্কৃতায়াং স্বয়মুৎপাদিত মৌরসং বিদ্যাৎ ॥ ৪ ॥

স্বয়ং কর্ত্তৃক সংস্কৃতা স্বজাতীয় স্ত্রীতে স্বয়ং কর্ত্তৃক উৎপন্ন যে পুত্র তিনি ঔরস পুত্র অতএব ঔরস শব্দে সন্দেহই নাই এই জন্য পরাশর যে ঔরস শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ইহার অর্থ মনুর মতেই নিশ্চয় করিতে হইল তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবার পুত্রকে যে ঔরস পুত্র বলিয়াছেন ইহা নিতান্তই ভ্রান্তি মূলক হইয়াছে কিম্বা চতুরতা করিয়াছেন ইহার সংশয় নাই উক্ত উক্ত প্রকারে পদার্থের তত্ত্ব বিবেচনা করাতে পরাশরের তাৎপর্য্য নিশ্চয় বোধ হইল ইহাতে সুচতুর বিদ্যাসাগর মহাশয় কতকগুলি বাগাড়ম্বর যাহা করিয়াছিলেন তাহাও নিরস্ত হইবার উপক্রম হইল। সেই বাগাড়ম্বর যথা।

* মনু প্রভৃতির মতে দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীকে পুনর্ভূ তদগর্ভজাত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিত পরাশরের মতানুসারে কলি যুগে তাদৃশ স্ত্রীকে পুনর্ভূ ও তাদৃশ পুত্রকে পৌনর্ভব বলিয়া গণনা করা যাইবেনা এই মাত্র বিশেষ কলিযুগে তাদৃশ স্ত্রীকে পুনর্ভূ বলা অভিমত হইলে পরাশর অবশ্যই পুনর্ভূ সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেন এবং তাদৃশ পুত্রকে পৌনর্ভব বলা অভিমত হইলে অবশ্যই পুত্র গণনাস্থলে পৌনর্ভবের উল্লেখ করিতেন তাদৃশ স্ত্রীকে পুনর্ভূ বলিয়া পরিগণিত হইবেনা এবং তাদৃশ পুত্রকে যে পৌনর্ভব না বলিয়া ঔরস বলিয়া গণনা করিতে হইবেক তাহা ইদানীন্তন কালের লৌকিক ব্যবহার দ্বারাও বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। দেখ যদি বাগদান করিলেপর বিবাহ সংস্কার নির্ব্বাহ হইবার পূর্ব্বে বরের মৃত্যু হয় অথবা কোন কারণে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে ঐ কন্যার পুনরায় অন্য বরের সহিত বিবাহ হইয়াথাকে যুগান্তরে এরূপে বিবাহিতা কন্যাকে পুনর্ভূ ও তদগর্ভজাত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিত যথা।

সপ্ত পৌনর্ভবা কন্যা বর্জ্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ
বাচাদত্তা মনোদত্তা কৃত কৌতুক মঙ্গলা
উদকস্পর্শিতাযাচ যাচ পাণি গৃহীতিকা
অগ্নিং পরিগতা যাচ পুনর্ভূ প্রভবাচ যা
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ।

বাচা দত্তা বাক্যের দ্বারা যাহাকে দানকরা গিয়াছে মনোদত্তা মনেমনে যাহাকে দান করাগিয়াছে কৃতকৌতুক মঙ্গলা যাহার হস্তে বিবাহের সূত্রবন্ধন করাহইয়াছে উদকস্পর্শিতা যাহাকে যথাবিধি দানকরা গিয়াছে আর পাণি গৃহীতিকা যাহার পাণি গ্রহণ নির্ব্বাহ হইয়াছে অগ্নিং পরিগতা যাহার কুশণ্ডিকা হইয়াছে পুনর্ভূ প্রভবা পুনর্ভূর গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে কুলের অধম এই সাত পুনর্ভূ কন্যাকে বর্জ্জন করিবেক এই কাশ্যপোক্ত কন্যা বিবাহিতা হইলে অগ্নির ন্যায় পতিকুলকে ভস্ম সাৎ করে

এক্ষণে বাগ্দত্তা মনোদত্তা, কৃতকৌতুক মঙ্গলা, পুনর্ভূ প্রভবা এই চারি প্রকার পুনর্ভূর বিবাহ সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে অর্থাৎ বাগ্দত্তা মনে মনে দান ও হস্তে বিবাহ সূত্র বন্ধনের পর বর মরিলে অথবা কোন কারণে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেলে সেই কন্যার পুনর্ব্বার অন্য বরের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ঐ রূপে বিবাহিতা কন্যাদিগকে পুনর্ভূ ও তদ্গর্ভ জাত পুত্রদিগকে পৌনর্ভব বলিত কিন্তু এক্ষণে তাদৃশ স্ত্রীদিগকে পুনর্ভূ বলা যায় না ও তদ্গর্ভ জাত পুত্রদিগকে পৌনর্ভব বলা যায় না সকলেই তাদৃশী স্ত্রীকে সর্ব্বাংশে প্রথম বিবাহিতা স্ত্রীর তুল্য ও তাদৃশ পুত্রকে সর্ব্বাংশে ঔরস তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন *।

বিদ্যাসাগর মহাশয় চমৎকার চতুর লেখক, তাঁহার লিখিবার ভঙ্গিক্রমে হঠাৎ যানাযায় না যে চতুরতা করিয়াছেন। কিন্তু কতদূর চতুরতা তাহা দেখুন। বাগ্দত্তা প্রভৃতি সাত প্রকার কন্যাকে ঋষিবচনে পৌনর্ভব শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন অতএব পৌনর্ভব সংজ্ঞাতেই প্রাগুক্ত কাশ্যপ বচন প্রমাণ হইতে পারে কিন্তু পুনর্ভূ সংজ্ঞাতে ও বচন প্রমাণ হইতে পারে না তবেই বিদ্যাসাগর মহাশয় সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা ইত্যাদি কাশ্যপ বচনকে প্রমাণ করিয়া যে, বাগ্দত্তা প্রভৃতি সাত প্রকার কন্যাকে পুনর্ভূ বলিয়াছেন ইহা চতুরতা কি ভ্রম, তাহা বুঝিতে পারি না পৌনর্ভব আর পুনর্ভূ এই পদ দ্বয়ের যে কতদূর অর্থের ভিন্নতা পদ সাধন করিয়া তাহা জানাইতেতেছি সকলে মনোযোগ করুন।

পুনর্ভূ। ভবতি পৌনর্ভব ভবার্থে
তদ্ধিত প্রত্যয়ঃ যথা পুত্রাৎ ভবতি পৌত্রঃ।

পৌনর্ভূ হইতে জন্মে এই অর্থে পুনর্ভূ শব্দের উত্তর তদ্ধিতের অ প্রত্যয় করিয়া পৌনর্ভব এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে যেমন পুত্র হইতে জন্মে যে তাহাকে পৌত্র বলে

কাশ্যপের বচন মধ্যে এই অর্থের প্রকাশ করাও রহিয়াছে পুনর্ভূ প্রভবাঃ যাঃ। পুনর্ভূ হইতে যে কন্যা জন্মিয়াছে। এই কন্যা পৌনর্ভব শব্দের মুখ্যার্থ আর ইহার পূর্ব্বে পঠিতা যে বাক্‌দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুক মঙ্গলা, উদকস্পর্শিতা, পাণিগৃহীতিকা, অগ্নি পরিগতা, এই ছয় প্রকার কন্যা পৌনর্ভব শব্দের গৌণার্থ, মুখ্যার্থের সদৃশ যে অর্থ সেই গৌণার্থ। যেমন গৌর্বাহিকঃ। গোশব্দের মুখ্যার্থ হইল গো। আর গো সকলের যেমন ভার বহনে শক্তি আছে বাহিক মনুষ্যও তেমনি ভার বহন করে এই নিমিত্ত বাহক মনুষ্য গোর সদৃশ হইল যেবস্তু যাহাহইতে ভিন্ন হইয়া অথচ তাহার কার্য্যকারিকি, তদ্‌গুণ যুক্ত হয় সেই বস্তু তাহার সদৃশ হয়। কাশ্যপ বচনেও সেই প্রকার, পুনর্ভূর গর্ভ জাত কন্যা পৌনর্ভব শব্দের মুখ্যার্থ হইল আর এই কন্যাকে বিবাহ করিলে পতিকুলে যাদৃশ অনিষ্ট হয় পূর্ব্বে কথিত বাগ্‌দত্তা প্রভৃতি ছয় প্রকার কন্যাকে বিবাহ করিলেও পতিকুলে সেই রূপ অনিষ্ট ঘটনা হয় এই নিমিত্ত মুখ্যার্থ পৌনর্ভবের সদৃশ হইল এই জন্যে ঐ ছয় প্রকার কন্যা পৌনর্ভব শব্দের গৌণার্থ হইল সর্ব্বশুদ্ধ সাত প্রকার কন্যার নাম, পৌনর্ভব রাহল কিন্তু পুনর্ভূ শব্দে ইহার কোনও কন্যাকেই কাশ্যপ বলিলেন না কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বলিতেছেন

এবং পুনর্ভূ শব্দের অর্থ যে যে মহর্ষি যাহা বলিয়াছেন তাহাও ক্রমশঃ উদ্ধৃত হইতেছে বশিষ্ঠ সংহিতার সপ্তদশাধ্যায়ে যথা

যাচ ক্লীবং পতিতং মুন্মত্তং ভর্ত্তার মুৎসৃজ্য
অন্যং পতিং বিন্দতে মৃতে বা সা পুনর্ভূ র্ভবতি

যেস্ত্রী ক্লীব অথবা পতিত কি উন্মত্ত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া কিম্বা পতি মরিলে অন্যব্যক্তিকে বিবাহ করে সেই স্ত্রী পুনর্ভূ হয়

বিষ্ণু সংহিতার পঞ্চদশাধ্যায়ে যথা
অক্ষতা ভূয়ঃ সংস্কৃতা পুনর্ভূঃ॥

অক্ষত যোনি অর্থাৎ ঋতুমতী হয় না এমন স্ত্রীর পুনর্ব্বার যদি বিবাহ সংস্কার হয় তবে সে স্ত্রী পুনর্ভূ হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রথমাধ্যায়ে যথা

অক্ষতাচ ক্ষতাচৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতাপুনঃ

কি অক্ষত যোনি কি ক্ষত যোনি যে স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার হয় তাহারে পুনর্ভূ শব্দে বলে।

এই সকল প্রমাণ আলোচনা না করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় পৌনর্ভব শব্দের যে পুনর্ভূ অর্থ করিয়াছেন ইহা নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক হইয়াছে অতএব হে বেদ পরায়ণ হিন্দুগণ। পুনর্ভূ হইতে জাত যে পোত্র তাহাকেও পুত্র বলাযায় এরূপ ব্যবস্থা যদ্যপি আপনাদের সুব্যবস্থা বোধহয় তবে পৌনর্ভবকে পুনর্ভূ বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও আদৃত করিবেন পুনর্ভূ শব্দের অর্থ, বিশেষ করিয়া কেহই যদি না বলিতেন তাহইলেও বা উক্ত মহাশয় গোলমাল পাইয়া যথেচ্ছাহয় বলিতে পারিতেন কিন্তু বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, এই মহর্ষি ত্রয় যখন পুনর্ভূ শব্দের অর্থাবধারণ করিয়াছেন এবং সকলেই বলিয়াছেন যে দ্বিতীয় বার বিবাহ সংস্কার যুক্তা স্ত্রীই পুনর্ভূ হইবে তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বাগ্দত্তা মনোদত্তা প্রভৃতি অসংস্কৃতা স্ত্রীকে যে পুনর্ভূ বলিয়াছেন এবং পৌনর্ভব শব্দের সুলভ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোল কল্পিত অর্থে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয়।

বিধবার পুত্রকে ঔরস পুত্র বলিবার জন্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় আর এক প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাই অতঃপর নিরস্ত হইতেছে সেই চেষ্টা যথা

* অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমান্ ইরাবান্ নাম বীর্য্যবান্
সুতায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেনধীমতা
ঐরাবতেন সাদত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা
পত্যৌহতে সুপর্ণেন কৃপনা দীন চেতনা
ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাং ॥ ৩ ॥

নাগরাজের কন্যাতে অর্জ্জুনের ইরাবান্ নামে শ্রীমান্ বীর্য্যবান একপুত্র জন্মে গরুড় কর্ত্তৃক ঐ কন্যার পতি নিহত হইলে নাগরাজ মহাত্মা ঐরাবত সেই দুঃখিতা পুত্র হীনা কন্যাকে লইয়া অর্জ্জুনকে দান করেন অর্জ্জুন সেই বিবাহার্থিনী কন্যার পানি গ্রহণ করিলেন

অজানন্নর্জ্জুনশ্চাপি নিহতং পুত্রমৌরসং

---

* ভীষ্ম পর্ব্বের ॥ ৯১ ॥ অধ্যায়ঃ

অধন সমরে শূরান্ রাজ্ঞ স্তাম্ ভীষ্মরক্ষিণঃ,* ॥
অর্জুন ঐ ঔরসপুত্রকে হতপ্রাণিতে না পারিয়া ভীষ্মরক্ষক শূরা
ক্রান্ত রাজাদিগকে যুদ্ধে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥

ইহার দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে পূর্ব্ব পূর্ব্বযুগের পৌনর্ভব কলি যুগের প্রথমাবধিই ঔরস বলিয়া পরিগণিত ও পরিগৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে* এই কথাতে আমার বক্তব্য এই যে উক্ত লিখনের অভিপ্রায় যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে ঔরস শব্দে কেবল সধবারপুত্রকেই বুঝাইত কলিযুগের আরম্ভ অবধি বিধবার পুত্রকেও বুঝাইবে। এরূপ নূতন অভিপ্রায় কোন ও ঋষিবাক্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথায় হয় না কারণ শব্দের যে অর্থ ব্যবহার সিদ্ধ আছে সে শব্দ [illegible] চিরকালই সেই অর্থকে বোধ করায়, কোন ও শব্দ কিছুকাল একপ্রকার অর্থকে বোধ করাইয়া আবার কিছুকাল পরে আর এক প্রকার অর্থকে বোধ করায় না এ কথা আর কেহই বলিতে পারিবেন না কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনী হইতেই বহির্গতা হইয়াছে কিন্তু তাহাতেও অভিমত সিদ্ধ হইল না কারণ।

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা।

যেস্থলে বেদ, স্মৃতি, ও পুরাণ, এই তিনের বিরোধ উপস্থিত হইবে সে স্থলে বেদই প্রধান স্মৃতিতে আর পুরাণেতে বিরোধ হইলে স্মৃতিই প্রধান প্রধানের অনুগত হইয়াই ব্যবস্থা প্রচলিত হইবে।

অতএব মনুর স্মৃতি শাস্ত্রে যে দ্বিতীয়বার বিবাহিতার গর্ভজাত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিয়াছেন এবং একবার মাত্র বিবাহিতার গর্ভজাত পুত্রকে ঔরস পুত্র বলিয়াছেন ও তদনুসারে শ্রাদ্ধাধিকার ধনাধিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাকে লইয়াই স্মৃতি শাস্ত্রের সর্ব্বদা মীমাংসা করিতে হইবে স্মৃতি বিরুদ্ধ পুরাণের অনুসারে স্মৃতি শাস্ত্রের মীমাংসা কদাচই করা যাইবেক। এ বিষয়ে পূর্ব্বে ও এক প্রমাণ কীর্ত্তিত হইয়াছে যথা।

দান্ত্যার্থং দৃশ্যতে রূঢ়ে মানবং লিঙ্গমেবচ
রূঢ় শব্দের অর্থের দৃঢ়ী করণ বিষয়ে মনুবাক্যই অবলম্বনীয়।

---

* ভীষ্ম পর্ব্বের ॥ ১১ অধ্যায়॥

দৃশ্যহইতেছে ইহার দ্বারা সুস্পষ্ট বোধ হইল যে স্মৃতিশাস্ত্রে কোন স্থলে যদি ঔরস শব্দের অন্যবিধ অর্থ প্রকাশ থাকিত তাহাকে ও পরিত্যাগ করিয়া মনুর নিরূপিত অর্থই গ্রহণ করিতে হইত তাহাতে মহাভারত যখন স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে নয় এবং তাহাতে ও যে ঔরস শব্দের প্রয়োগ দেখাইতেছে সেও অন্য কথা প্রসঙ্গে হইয়াছে ঔরস শব্দের অর্থ নিশ্চয় করিবার উদ্দেশে ঔরস শব্দের প্রয়োগ হয় না অতএব মহাভারতে বিধবার পুত্র যে ঔরস পদের প্রতিপাদ্য হইয়াছে তাহাকে ঔরস পদের লক্ষণা বলিতে হইবে প্রকৃত ঔরস পুত্র স্বয়ং কর্ত্তৃক উৎপন্ন বলিয়া যেমন অধিক তর স্নেহ ভাগি হয় বিধবার পুত্রও তেমনি আত্মজাত বলিয়া অধিক স্নেহ ভাগি অতএব ঔরস পুত্রের গুণযুক্ত বলিয়া গৌণ ঔরস হইল কিন্তু মনুর নিরূপিত যে সবর্ণা পুত্র রূপ ঔরস সেই মুখ্য ঔরস তাহাকে লইয়াই সমুদয় স্মৃতি শাস্ত্রে ঔরস পুত্রের ব্যবস্থা করিতে হইবে ইহাতে আর অনুমাত্রই সংশয় রহিলনা।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল আত্ম বুদ্ধি বলে পৌনর্ভব শব্দের পুনর্ভূ এই অর্থ স্থির করিয়া বলিয়াছেন যে বাগ্দত্তা প্রভৃতি কএক প্রকার পুনর্ভূর বিবাহ সচরাচর চলিতেছে তাদৃশ স্ত্রীকে পুনর্ভূ বলিয়া কেহ বলেন না এবং তাদৃশ স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিয়া ও কেহ বলেন না সকলেই সেই পুত্রকে ঔরস ঔরস পুত্র বলিয়াই ব্যবহার করিতেছেন কেহ ভুলিয়াও পৌনর্ভব বলেন না *

এই কথার উত্তর করাই হইয়াছে পৌনর্ভব শব্দের পুনর্ভূ অর্থ করাটিই কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রম প্রযুক্ত, পূর্ব্বে ইহা স্থির করিয়াছি, বাগ্দানের পর মনে মনে দানের পর এবং হস্তে সূত্র বন্ধনের পর বরের মৃত্যু হইলে কিম্বা কোন কারণে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেলে অন্য বরে বিবাহ দেওয়া হিন্দুসমাজে ব্যবহার আছে তাহাতে সেই সেই কন্যাকে পুনর্ভূ এবং তদ্গর্ভজাত পুত্রকে পৌনর্ভব উক্ত মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা প্রমাণাভাবে পূর্ব্বে খণ্ডিত হইয়াছে তবে প্রাগুক্ত কাশ্যপ বচনে যে বাগ্দত্তা, মনোদত্তা, কৃতকৌতুক মঙ্গলা, উদকস্পর্শিতা, পাণিগৃহীতিকা, অগ্নি পরিগতা, এবং পুনর্ভূ প্রভবা, এই সাত প্রকার কন্যাকে বিবাহ করিলে পিতৃকুলে দোষ হয় বলিয়া বিবাহে বর্জ্জনীয়া বলিয়াছে— তন্মধ্যে বাগ্দত্তা মনোদত্তা কৃত কৌতুক মঙ্গলা এবং উদক স্পর্শিতা এই

চারি প্রকার কন্যাকে মহর্ষি বশিষ্ঠ স্বীয় সংহিতাতে বিবাহ বিষয়ে নিষিদ্ধা করিয়াছেন যথা।

অদ্ভির্বাচাচ দত্তায়াং ম্রিয়েতাথো বরো যদি
নচ মন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারী পিতুরেব সা
যাবচ্চে দাহৃতা কন্যা মন্ত্রৈর্যদি নসংস্কৃতা
* অন্যস্মৈ বিধিবদ্দেয়া যথা কন্যা তথৈব সা॥ ৫॥

জল দ্বারায় দত্তা কি বাক্য দ্বারায় অথবা মনে মনে দত্তা হইলে পর মন্ত্র দ্বারায় সংস্কৃতা হইবার পূর্ব্বে যদি বরের মৃত্যু হয় তবে সে কন্যা পিতারই কুমারী থাকে অর্থাৎ পিতা পাত্রান্তরকে দান করিতে পারেন বিবাহার্থে আহৃতা কন্যা যে পর্য্যন্ত মন্ত্রদ্বারা বিবাহ সংস্কৃতা না হয় তবে অন্যবরে বিধি পূর্ব্বক দান করা যাইবে সে কন্যা পূর্ব্বেও যে প্রকার ছিল তখনও সেই প্রকার।

এই বচন দ্বয়ের তাৎপর্য্যানুসারে বোধহইল পিতা কুশবারি সংযোগে কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার পরও যদি সংস্কার না করিয়া বরের অন্যথা হয় তাহাতেও সে কন্যাকে পাত্রান্তরে দেওয়া যায় কিন্তু হিন্দু সমাজ এতদূর ধর্ম্ম ভীরু যে পাত্রস্থ মাত্র করাহইলেও স্বামি মরণে সে কন্যাকে পাত্রান্তরে কেহ প্রদান করেন না তদবধিই সে কন্যাকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তবে বাগ্দান কিম্বা মনে মনে দান অথবা বিবাহার্থে সূত্রবন্ধন এই পর্য্যন্ত হইয়া বরের অন্যথা হইলে সেই সেই কন্যার সচরাচর বিবাহ হইয়া থাকে অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যথার্থ তথ্য না জানিয়া যে যে কন্যা কোন মতেই পুনর্ভূ হইতে পারেনা তাহাকে পুনর্ভূ বলিয়া যে আন্তরিক হিন্দুদিগের শাস্ত্র বিরুদ্ধ আচার করা প্রচার করিয়াছেন ইহাও সাধু বিগর্হিত কার্য্য হইয়াছে।

ঔরসঃ ক্ষেত্র জশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ
দদ্যান্মাতা পিতাবা যং সপুত্রো দত্তকোভবেৎ

ঔরস দত্তক কৃত্রিম, কলিতে এই তিন প্রকার পুত্র বিহিত। মাতা কিম্বা পিতা যে পুত্রকে দান করেন সেই দত্তক পুত্র হয়।

এই পরাশর বচনে প্রথমার্দ্ধে কলিযুগের পুত্র বিধান শেষার্দ্ধে দত্তক পুত্রের লক্ষণ। প্রথমার্দ্ধে যে তিন প্রকার পুত্র বিধান করিলেন তাহার

* ॥ ১৭ ॥ অধ্যায়

বিধবার পুত্রকে ঔরস পুত্র বলিবার প্রধান যুক্তি করিয়াছেন যে পরাশর সংহিতা কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম শাস্ত্র, উহাতে অন্য যুগের ধর্ম্ম কিঞ্চিন্মাত্রও নাই; এই কথা। বলিয়াছেন যে হেতু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেই ভ্রম নিবারণের জন্যে তাঁহার পুস্তকের সেই অংশ উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইতেছে যথা:—

[পরাশর কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন পরাশর সংহিতা যে রূপে আরম্ভ হইতেছে তাহা দেখিলে কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই যে পরাশর সংহিতার উদ্দেশ্য সে বিষয়ে সংশয় মাত্র থাকিবেক না।

অথাতো হিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনালয়ে
ব্যাসমেকাগ্রমাসীনং অপৃচ্ছন্ ঋষয়ঃ পুরা
মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌ যুগে
শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতী সুত।
তংশ্রুত্বা ঋষিবাক্যন্তু সমিদ্ধাগ্ন্যর্ক সন্নিভঃ
প্রত্যুবাচ মহাতেজা শ্রুতি স্মৃতি বিশারদঃ
নচাহং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ কথং ধর্ম্মং বদাম্যহম্।
অস্মৎ পিতৈব প্রষ্টব্য ইতি ব্যাসঃ সুতোবদৎ॥
ততস্তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্বার্থ কাঙ্ক্ষিণঃ
মুনিং ব্যাসং পুরস্কৃত্য গতা বদরিকাশ্রমং॥
তস্মিন্ ঋষি সভামধ্যে শক্তিপুত্রং পরাশরম্।
সুখাসীনং মহাত্মানং মুনিমুখ্য গণাবৃতং॥
কৃতাঞ্জলি পুটোভূত্বা ব্যাসস্তু ঋষিভিঃ সহ।
প্রদক্ষিণা ভিবাদৈশ্চ স্তুতিভিঃ সমপূজয়ৎ॥
অথসন্তুষ্ট মনসা পরাশর মহামুনিঃ।
আহ সুস্বাগতম্ ব্রুহীত্যাসীনো মুনি পুংগবঃ
ব্যাসঃ সুস্বাগতং যেচ ঋষয়শ্চ সমন্ততঃ।
কুশলম্ কুশলেত্যুক্ত্বা ব্যাসঃ পৃচ্ছত্যতঃ পরং॥

যদি জানাসি মে ভক্তিং স্নেহাদ্বা ভক্তবৎসল

ধর্ম্মং কথয় মেতাত অনুগ্রাহ্যোহ্যহং তব।

শ্রুতামে মানবাধর্ম্মা বশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা

শাতাতপাশ্চ হারীতা যাজ্ঞবল্ক্য কৃতাশ্চযে

কাত্যায়ন কৃতাশ্চৈব প্রাচেত সকৃতাশ্চযে

আপস্তম্ব কৃতাধর্ম্মা শঙ্খসালিখিতস্যচ

শ্রুতাহ্যেতে ভবৎ প্রোক্তা শ্রৌতার্থাস্তে নবিস্মৃতাঃ

অস্মিন্ মন্বন্তরে ধর্ম্মা কৃতত্রেতাদিকে যুগে

সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতেজাতা সর্ব্বেনষ্টাকলৌ যুগে॥

চাতুর্বর্ণ্য সমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ॥

পূর্ব্বকালে কতগুলি ঋষি ব্যাস দেবকে জিজ্ঞাসা করেন হে সত্যবতী নন্দন কলিযুগে কোন ধর্ম্ম, কোন্ আচার মনুষ্যের হিতকর আপনি তাহা বলুন ব্যাস দেব ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন আমি সকল বিষয়ের তত্বজ্ঞ নহি আমি কি রূপে ধর্ম্ম বলিব এবিষয়ে আমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য তখন ঋষিরা ব্যাস দেবের সমভিব্যাহারে পরাশরের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ব্যাস দেব ও ঋষিগণ কৃতাঞ্জলি পুটে পরাশরকে প্রদক্ষিণ প্রণাম ও স্তব করিলেন মহর্ষি পরাশর প্রসন্ন মনে তাঁহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা আত্ম কুশল নিবেদন করিলেন অনন্তর ব্যাসদেব কহিলেন পিতঃ আমি আপনকার নিকটে মনুপ্রভৃতি নিরূপিত সত্য ত্রেতা দ্বাপর ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি যাহা শ্রবণ করিয়াছি বিস্মৃত হইনাহি সত্যযুগে সকল ধর্ম্ম জন্মিয়াছিল কলিযুগে সকল ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে অতএব চারি বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কিছু বলুন॥

পরাশর সংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের আরম্ভে ও কলি ধর্ম্ম কথনের প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যথা

অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌ যুগে

ধর্ম্মং সাধারণং শক্যং চাতুর্বর্ণ্যাশ্রমাগতং

সংপ্রবক্ষ্যাম্যহং পূর্ব্ব পরাশর বচো যথা

অতঃপর গৃহস্থের কলিযুগে অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম ও আচার কীর্ত্তন করিব পূর্ব্ব পরাশর যে রূপ কহিয়াছিলেন তদনুসারে চারিবর্ণের ও আশ্রমের অনুষ্ঠানক্ষম সাধারণ ধর্ম্ম বলিব।

বিদ্যাসাগর মহাশয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এতন্মধ্যে তিনটি বচন মাত্র তাঁহার মতে প্রমাণ দেখিতেছি অতএব সেই তিনটি বচন বিদ্যাসাগর কৃত ব্যাখ্যার সহিত স্বতন্ত্র উদ্ধার করিয়া আলোচনা করিতেছি যথা

প্রথম — মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌযুগে
শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্য বতীসুত।

পূর্ব্বকালে ব্যাস দেবকে ঋষিরা জিজ্ঞাসা করেন হে সত্যবতী নন্দন কলিযুগে কোন ধর্ম্ম ও কোন আচার মনুষ্যের হিতকর তাহা বলুন।

দ্বিতীয় — সর্ব্বেধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌযুগে
চাতুর্বর্ণ্য সমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ

সত্যযুগে সকল ধর্ম্ম জন্মিয়াছিল কলিযুগে সকল ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে অতএব চারিবর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কিছু বলুন।

তৃতীয় — অতঃ পরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌযুগে
ধর্ম্মং সাধারণং শক্যং চাতুর্বর্ণ্যাশ্রমাগতং
সংপ্রবক্ষ্যাম্যহং পূর্ব্ব পরাশর বচো যথা।

অতঃপর গৃহস্থের কলিযুগে অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম ও আচার কীর্ত্তন করিব পূর্ব্বে পরাশর যে রূপ কহিয়াছিলেন তদনুসারে চারিবর্ণের ও আশ্রমের অনুষ্ঠান ক্ষম সাধারণ ধর্ম্ম কহিব।

এতন্মধ্যে দ্বিতীয় বচনের বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা অর্থ করিয়াছেন এইটি কতদূর অসঙ্গত হইয়াছে বিবেচনা করুন। কিঞ্চিৎ এবং সাধারণং এই দুই পদকে চাতুর্বর্ণ্য সমাচার পদের বিশেষণ করিয়াছেন ইহাতেই চারিবর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ বলুন এই অর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে কিন্তু সাধারণ ধর্ম্ম এই শব্দে সর্ব্ব জাতির সমান রূপে ব্যবহর্ত্তব্য যে ধর্ম্ম তাহাকেই বুঝায় আর যে যে ধর্ম্মকে কোন কোন জাতি ব্যবহার করিবে সকল জাতির ব্যবহর্ত্তব্য নয় তাহারা অসাধারণ যথা জলাশয় দান সেতুদান উদ্যান দান অতিথি সেবা ইত্যাদি ধর্ম্মকে সাধারণ ধর্ম্ম বলে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনা যাজন অধ্যাপনা। ক্ষত্রিয়দিগের ব্রাহ্মণকে রক্ষাকরা শূরকার্য্য যুদ্ধাদিকরা বৈশ্যের পশুপালনাদি শূদ্রের দ্বিজসেবাদি এই সকল অসাধারণ ধর্ম্ম, ইহাদিকে সাধারণ ধর্ম্ম শব্দে বুঝায়না অর্থাৎ দুই এক জাতির ব্যবহার্য্য হইলেই অসাধারণ ধর্ম্ম হইবে আর সর্ব্ব জাতির ব্যবহার্য্য হইলেই সাধারণ ধর্ম্ম হইবে ইহাই স্থির

করিতে হইবে তবে। কলিযুগের চতুর্বর্ণের সাধারণ ধর্ম কিছু বলুন এরূপ জিজ্ঞাসা পরাশর নিকটে উপস্থিত করিলে বেদব্যাসের সমুদায় কলিধর্ম্মের জিজ্ঞাসা হইলনা কেবল সাধারণ ধর্ম্ম মধ্যে কিঞ্চিতের জিজ্ঞাসা হইল অসাধারণ ধর্ম্মের উল্লেখও হইলনা ; কিন্তু পূর্ব্বে ঋষিরা যখন ব্যাস নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে

মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌযুগে
শৌচাচারঞ্চ যথাবচ্চ বদ সত্যবতী সুত।

হে সত্যবতী নন্দন বর্ত্তমান কলিযুগে মনুষ্যের হিতকর ধর্ম্ম এবং শৌচাচার যে যে; তাহা বলুন।

এই বচন মধ্যে যে ধর্ম্ম এবং শৌচাচার এই দুই পদ আছে তাহাতে সাধারণ কিম্বা অসাধারণ কোন বিশেষণ না থাকাতে ধর্ম্ম এবং শৌচাচার এই দুই শব্দ দ্বারা কলিযুগের যাবদীয় ধর্ম্ম এবং যাবদীয় শৌচাচার সকলেরই বোধ হইয়াছে শব্দের স্বভাব সিদ্ধই এই প্রকার বোধ ; ইহা আমার স্বকপোল কল্পিত নহে শব্দ শাস্ত্রে ইহার সুপ্রসিদ্ধ প্রমাণ রহিয়াছে যথা।

অসতি বাধকে অবচ্ছেদাবচ্ছেদে নৈবান্বয়ঃ।

যদ্যপি প্রতিবন্ধক না থাকে তবে অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অন্বয় হয় অর্থাৎ সেই পদের প্রতিপাদ্য সমুদায় পদার্থেই অন্বয় পায়

যেমন দেবঃ পূজ্যঃ এই বাক্য দ্বারায় সমুদায় দেবই পূজনীয় হয় ব্রাহ্মণোনহন্যাৎ এই বাক্য দ্বারায় ব্রাহ্মণ মাত্রই নমস্য বলিয়া বোধ হয় এই রূপ কলিযুগের ধর্ম্ম এবং শৌচাচার বলুন এই বাক্যেতে যাবদীয় কলি ধর্ম্ম যাবদীয় শৌচাচারের অবশ্যই বোধ হয় বিশেষতঃ এই বচনে যথাবৎ একটি বিশেষণ পদ রহিয়াছে এইটি যে যে বিধাঃ যথাবৎ এই অব্যয়ীভাব সমাস করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ব্যাপন অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস সিদ্ধ যথাবৎপদ ধর্ম্ম এবং শৌচাচার পদের বিশেষণ হওয়াতে উক্ত প্রকার অর্থের বিশেষ পোষক হইয়াছে ঋষি গণের এই জিজ্ঞাসাতে বেদব্যাস যে প্রকার উত্তর করিলেন সেই উত্তর বচন দর্শন করিলেও সুস্পষ্ট বোধ হইবে যে ঋষিগণ বেদ ব্যাসকে সমুদায় কলি ধর্ম্মের কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন উত্তর বচন যথা।

নচাহং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ কথং ধর্ম্মং বদাম্যহং
অস্মৎ পিতৈব প্রষ্টব্য ইতি ব্যাসঃ সুতোবদৎ

ঋষিগণের, প্রশ্নে ব্যাসদেব উত্তর করিতেছেন। আমি সর্ব্ব তত্ত্বের অভিজ্ঞ নহি কি প্রকারে ধর্ম্ম বলিব আমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য।

নচাহং এই বচনের ভাব প্রকাশ মাধবাচার্য্য যাহা করিয়াছেন তদ্দর্শনেও স্পষ্ট বোধ হইবে যে ঋষিরা সমুদায় কলি ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যথা

নচাহং ইতি বদতো ব্যাসস্য অয়মাশয়ঃ
সম্প্রতি কলি ধর্ম্মাঃ পৃচ্ছন্তে তত্র নতাবদহং
স্বতঃ কলি ধর্ম্ম তত্ত্বং জানামি অস্মৎ পিতুরেব তত্র
প্রাবীণ্যাৎ অতএব কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতা ইতি বক্ষ্যতে

আমি সকল বিষয়ের অভিজ্ঞ নহি ব্যাসের এই কথা বলিবার আশয় এই যে সম্প্রতি ইহারা ; সকল কলি ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কিন্তু আমি নিজ বুদ্ধি বলে কলি ধর্ম্মের অভিজ্ঞ নহি আমার পিতারই এ বিষয়ে প্রবীণতা এই নিমিত্তই কলিতে পরাশর প্রণীত ধর্ম্ম এই কথা পরে বলিবেন ।

এখন বিবেচনা করুণ ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাতেও কলি ধর্ম্মাঃ পৃচ্ছন্তে বহুবচনান্ত থাকায় সমুদায় কলিধর্ম্মের জিজ্ঞাসায় সুস্পষ্ট বোধ হইল কিনা ! এবং সমুদায় কলিধর্ম্মের কথা পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য এই পরামর্শই বেদব্যাস ঋষিগণের সহিত সুস্থির করিলেন কিনা ; অবশ্যই করিলেন বলিতে হইবে যদি সমুদায় কলি ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার এব পরামর্শ সুস্থির করিয়াই বেদব্যাস ঋষি গণের সহিত পরাশর নিকটে যাত্রা করিলেন তবে পরাশরাশ্রমে উপস্থিত হইয়া সমুদায় কলি ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা না করিয়া কলিযুগের সাধারণ ধর্ম্ম কিছু বলুন এরূপ জিজ্ঞাসা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে পিতার নিকটে গমন করিতে করিতেই কি পরামর্শিত বিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলেন ইহা কদাচই সম্ভব হইতে পারেনা অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় ! চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ । এই বচনার্দ্ধের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে সমুদায় কলিধর্ম্মের জিজ্ঞাসা দূরে থাকুক অর্দ্ধেক কলি ধর্ম্মের ও জিজ্ঞাসা হইলনা, যে হেতুক সমস্ত কলি ধর্ম্মের বোধক যে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাচার এই পদ ইহাতে উপর্য্যুপরি দুইটি বিশেষণের অন্বয় হইল । চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাচার এই পদের দ্বারায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারিবর্ণের সাধারণ এবং অসাধারণ সমুদায় ধর্ম্মেরই বোধ করাইতে পারিত কিন্তু তদুপরি সাধারণ এই পদটি বিশেষণ হইয়া । সাধারণ অসাধারণ এই দুই প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে এক প্রকার যে অসাধারণ ধর্ম্ম তাহাকে আর বোধ করাইতে পারিলনা ও তদুপরি আবার কিঞ্চিৎ এই পদটি বিশেষণ হইয়া সাধারণ ধর্ম্মের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ বলুন

জিজ্ঞাসা করেন যে হাঁগো মহাশয় আপনি সম্প্রতি আসিয়াছেন
অতএব গ্রামের সংবাদ বলুন কিঞ্চিৎ সাধারণ সংবাদ বলুন তখন সেই
জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি অনায়াসেই সেই জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবেন যে
এতদুক্ত গ্রামের সমুদায় সংবাদই জিজ্ঞাসা করিল এবং অন্যান্য
গ্রামের ও কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিল অতএব ঐ গ্রামের সমুদায় সংবাদই
এক্ষণে বলিতে হইবে, পার্শ্বস্থ গ্রামের যাহা হউক কিছু বলিতে হইবে
পরাশর সংহিতাতে ব্যাসদেব যে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন
তাহারও তাৎপর্য্য ঐরূপ বলিতে হইবে লৌকিক বাক্যে শাস্ত্রীয়
বাক্যে তাহার মাত্র বিভিন্নতা ভাবগ্রহণের সর্ব্বত্রই একপ্রকার
অতএব এবিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই বিদ্যাসাগর
মহাশয়ের ব্যাখ্যানুসারে যে কিঞ্চিৎপদ পঞ্জোপরি বিস্ফোটকের
ন্যায় দোষে পরিদোষ জনক হইয়াছিল সেই কিঞ্চিৎ পদ এই মন্দ
মতিদের ব্যাখ্যাতে এক্ষণে মুকুটের উপরি ভাগে মণিমালার শোভা
বিশেষ প্রাপ্ত হইতেছে কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

পরাশর সংহিতার যে বচনকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়
পরাশরসংহিতাকে কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়াছেন বিশিষ্ট
বিবেচনা করাতে সেই বচন তাঁহার মতের পোষক না হইয়া পরাশর যে
চতুর্যুগের ধর্ম্ম বলিয়াছেন এই পক্ষেই পোষক হইতেছে এবং এই জিজ্ঞা-
সাবচনের পরেই পরাশর যাহা উত্তর দান করিতেছেন সেই উত্তর
বাক্যের অনেক স্থানেই চতুর্যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ হওয়াতে ঐ পোষকতা
বলবতী হইয়াছে কি না ইহা জানাইবার নিমিত্তে সংহিতার সেই অংশ
উদ্ধৃত হইতেছে।

যথা — ব্যাস বাক্যাবসানেতু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ
ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ বিস্তরাৎ

ব্যাসের বাক্যাবসান হইলে মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর স্থূল এবং
সূক্ষ্ম ধর্ম্ম বিস্তররূপে বলিয়াছিলেন।

এই বচনের পর শৃণুপুত্র। ইত্যাদি বচন দ্বারায় পরাশর, ধর্ম্ম নিরূ-
পণের প্রতিজ্ঞা করিলেন তদনন্তর এক বচন, যথা

নকশ্চিৎ বেদ কর্ত্তাচ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ
তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে॥

বেদের কর্ত্তা কেহ নয় চতুর্ম্মুখ বিধাতা বেদকে স্মরণ করেন তিনি যেমন
স্মরণ করেন মনু ও তেমনি কল্পেকল্পে ধর্ম্মকে স্মরণ করেন।

ইহার দ্বারায় সুস্পষ্ট বোধ হইল যে কল্পাদি সময়ে সমুদায় ধর্ম্মকেই মনু

যুগরূপানুসারে মনুষ্যের সত্য যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য ত্রেতা যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য কলি যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য।

পরাশর এই রূপে যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তিহ্রাস হেতুক প্রত্যেক যুগের ধর্ম্ম সকল ভিন্ন ভিন্ন এই ব্যবস্থা করিয়া যুগে যুগে মনুষ্যের শক্তি হ্রাসের প্রবৃত্তি ভেদের উদাহরণ প্রদর্শন করিবার নিমিত্তে পরবর্ত্তি কতিপয় বচনে সত্যত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগের ধর্ম্ম কথা লিখিয়াছেন *

এই ব্যাখ্যা কতদূর অসঙ্গত তাহাবিবেচনা করুন। তপঃ পরং কৃত যুগে ইত্যাদি নয়টি বচনেই চারি চরণে চারি যুগের ধর্ম্ম যাহা কথিত হইয়াছে বিদ্যাসাগর মহাশয় তন্মধ্যে সত্যত্রেতা দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম প্রকাশক তিন তিন চরণকে কেবল উদাহরণ প্রদর্শনার্থে বলিয়াছেন আর কলি শব্দ ঘটিত এক একটি চরণকে মাত্র ধর্ম্ম নিরূপণার্থ বলিয়াছেন। ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে স্মৃতি শাস্ত্র বেদের ছায়া মাত্র বেদে আর স্মৃতিতে ভাষা মাত্রে বৈলক্ষণ্য আছে ফল তারতম্য কিছুই নাই অতএব ঐ উভয়ই সমান বিশ্বাস ভূমী বেদশাস্ত্র প্রভুসম্মিত অর্থাৎ প্রভু যেমন ভৃত্যকে ইহাকর ইহা করিবে না এই মাত্র বলেন সেই কর্ম্ম না করার প্রতি কোন যুক্তি কিম্বা কোন হেতু প্রদর্শন করান না বেদশাস্ত্র ও সেই প্রকার, ইহাতে সুপ্রসিদ্ধ প্রমাণ যথা

নিরপেক্ষরবা শ্রুতিঃ

বেদশাস্ত্র কোন রবকে অপেক্ষা করেন না অর্থাৎ যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা-এই বেদবলেন যুক্তি বা, হেতু কিঞ্চিন্মাত্রেও বলেন না।

ঐ বেদার্থের স্মরণ জন্য অত্যজ্ঞ, ঋষি দিগের বাক্যময় যে স্মৃতি তাহাতেও ঐ রূপ ব্যবহার হেতুক যুক্তি প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন বিশেষত পরাশর সংহিতা বিস্তৃত পুস্তক নয় অল্পের মধ্যেই পরাশরকে বিস্তর ধর্ম্ম বলিতে হইবে এবং তাঁহার বাক্যে কোন ব্যক্তির অবিশ্বাস ও নাই তবে তিনি কি জন্যকেবল ঐ সকল বচনের তিন তিন চরণ অকারণে কীর্ত্তন করিলেন, উদাহরণ প্রদর্শন করা না কেবল মাত্র বিশ্বাস বৃদ্ধির নিমিত্তে অতএব

ঐ সকল বচনে চতুর্যুগেরই, ধর্ম্ম কীর্ত্তন হইয়াছে উক্ত মহাশয় যে কেবল কলি যুগের ধর্ম্ম কীর্ত্তণ বলিয়াছেন তাহা কদাচই সম্ভব হইতে পারে না; এবং এই চতুর্যুগ ধর্ম্ম প্রকাশকবচনের পর দুই বচন ব্যবধানে যে দুই বচন

আছে তাহাদর্শণ করিলেও পাঠকবর্গনিঃ সংশয়ে জানিবেন যে পরাশর সংহিতায় চারি যুগেরই ধর্ম্ম কথা আছে সেই বচন যথা।

যুগে যুগেচ যে ধর্ম্মাস্তত্রতত্রচ যেদ্বিজাঃ
তেষাং নিন্দান কর্ত্তব্যা যুগরূপাহিতেম্মৃতাঃ

যুগেযুগে যে যে প্রকার ধর্ম্ম উপস্থিত হইবে এবং দ্বিজগণও যে যে প্রকার হইবেন তাঁহাদের নিন্দাকথা কর্ত্তব্যনয় যে হেতুক তাঁহারাই যুগ রূপ।

যুগে যুগেচ সামর্থ্যাং শেষং মুনিভি ভাষিতং
পরাশরেণ চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।

প্রতি যুগের মনুষ্যগণের যেমন সামর্থ্য তদনুসারে অন্যান্য ঋষি-কর্ত্তৃক এবং পরাশর কর্ত্তৃক উক্ত—যে প্রায়শ্চিত্ত তাহা বিধান করিবে। গৃহে গৃহে গীতং এই রূপ শব্দ থাকিলে যেমন সমুদায় গৃহেতেগীত হওয়াবোধহয় তেমনি যুগেযুগে এই রূপ শব্দ থাকাতে চারি যুগের ধর্ম্মের এবং চারিযুগের দ্বিজগণের নিন্দাকরিবেকনা এইরূপ অর্থবোধ হইল দ্বিতীয় বচনেও চারিযুগের মনুষ্যের সামর্থ্যের অনুসারে অন্যান্য ঋষিকর্ত্তৃক এবং পরাশর কর্ত্তৃক উক্ত যে প্রায়শ্চিত্ত তাহারবিধান করিবে এই অর্থবোধহইয়াছে এই বচনে যুগেযুগে এই পদের সহিত পরাশরেন এই পদের অন্বয় থাকা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে তাহা হইলেই পরাশর চারি যুগের ধর্ম্ম বলিয়াছেন ইহা পরাশর বচনেই স্পষ্ট হইল তবে ঋষিভির্ভাষিতং। অর্থাৎ ঋষিগণকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে এই কথাবলিলেই পরাশর কেও প্রাপ্তহওয়া যাইত তথাপি পরাশর শব্দ দেওয়াতে পরাশর শব্দটি উদ্ধৃত হইল।

উদ্ধৃতোহি গ্রন্থঃ সমধিক ফলমাচষ্টে।

গ্রন্থ উদ্ধৃত হইলেই অর্থাৎ যে শব্দ নাদিলেওহয় সেই শব্দ দেওয়া হইলে উদ্ধৃত বলাযায় তাহাতে অধিক কোন ফলকে বুঝায়। এই নিমিত্ত পরাশর সংহিতার ভাষ্যকার অর্থাৎটীকাকারয়ে। মাধবা-চার্য্য তিনি কিঞ্চিৎ অধিক ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা।

পরাশর গ্রহনং কলিযুগাভি প্রায়কং
সর্ব্বে ষেব কল্পেষু পরাশর স্মৃতেঃ
কলিযুগ ধর্ম্ম পক্ষপাতিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তেষপি
কলিবিষ যে স্বপরাশরঃপ্রাধান্যে নাদরনীয়ঃ

পরাশরের নাম গ্রহণ কলিযুগাতি প্রায়ে
সকল কল্পেই পরাশর স্মৃতি কলি ধর্ম্মের
পক্ষপাতি অর্থাৎ অন্যান্য যুগের ধর্ম্মও কথিত
হয় কিন্তু কলিধর্ম্মই বিশেষ রূপে কন তান্নি
মিত্ত কলিযুগের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়েও
পরাশরকে প্রধান করিয়া মান্য করিতে হইবে

ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য যে ভাবব্যাখ্যা করিলেন এত মধ্যে বলিলেন যে পরাশরের স্মৃতি কলিধর্ম্মের পক্ষপাতি। আর একটি শব্দ প্রয়োগ করিলেন যে কলিযুগের প্রায়শ্চিত্ত—বিষয়েও পরাশরকে প্রধান করিয়া আদর করিতে হইবে। এই দুই বাক্যের দ্বারায় সুস্পষ্টই বোধ হইল যে পরাশর চারি যুগের ধর্ম্মই নিরূপণ করিয়াছেন তাহার পাঠক ক্রমশ বিবেচনা করুণ।

এই পক্ষপাতি শব্দের এমন স্থলেই সকলকে প্রয়োগ করিতে দেখাযায় যে স্থলে কোন ব্যক্তি কিম্বা কোন কথা দুই তিন পক্ষ অবলম্বন করিয়া আছে তন্মধ্যে একপক্ষের উপর যদি অধিক আগ্রহ দৃষ্ট হয় তবেই সে ব্যক্তিকে পক্ষপাতি ব্যক্তি কি সেকথাকে পক্ষপাতিনী কথা বলাযায় মধ্যস্থ কিম্বা বিচার পতির একপক্ষে আগ্রহ দেখিলেই ভ্রান্তের প্রান্ত, পক্ষ পাতি শব্দের প্রয়োগ হয় নতুবা এক পক্ষ মাত্রকে অবলম্বন করিয়া যে থাকে তাহাতে কদাচই কেহ পক্ষ পাতি শব্দের প্রয়োগ করেন না অতএব ভাষ্যকার পরাশর স্মৃতিকে কলিধর্ম্মের পক্ষ পাতি বলিয়াই জানাইলেন যে পরাশর, সকল যুগের ধর্ম্মই কহিয়াছেন কিন্তু কলি ধর্ম্মই বিস্তররূপে কন এবং কলিযুগের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়েও প্রাধান্যরূপে পরাশর আদরণীয়। একথা বলিয়াও জানাইলেন যে অন্য যুগের প্রায়শ্চিত্তও পরাশর কহিয়াছেন কিন্তু তাতে প্রাধান্য রূপে আদরণীয় নন্ কলি যুগের প্রাশ্চিত্ত বিষয়েই প্রাধান্যরূপে আদরণীয়। এখন সকলে বিবেচনা করুণ উক্ত বচনস্থ যুগেযুগে এই পদের সহিত পরাসরের এই পদের অবশ্য স্থাবি অন্বয়দ্বারায় এবং ভাষ্যকারের পক্ষপাতি ও প্রাধান্যেনাদরণীয় এই দুই বাক্যের দ্বারায় পরাশর স্মৃতিতে যে সর্ব্ব যুগেরই ধর্ম্ম কথিত আছে ইহা সুস্পষ্ট বোধ হইয়াছে কি না।

কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় পক্ষপাতি শব্দের সুগম অর্থকে গোপন করিয়া অথবা বুঝিতে নাপারিয়া কলিধর্ম্ম পক্ষপাতি। এই শব্দের অর্থ করিয়াছেন যে, কলিধর্ম্ম মাত্রই বলিয়াছেন এই অর্থ নিশ্চয় করিয়া অপার সাহসে অম্লান বদনেই, মহামহোপাধ্যায় যে মাধবাচার্য্য তাঁহার লিখিত

ব্যবস্থার উপরও দোষ প্রদান করিয়াছেন একথা পণ্ডিত গণে বলিতে হইলে আমার বোধহয় তাঁহারা হাস্যার্ণবেই কিছুকাল মগ্ন থাকিবেন। পরাশর সংহিতার ভাষ্যকার মাধবাচার্য্যের উপর বিদ্যাসাগর মহাশয় যেদোষ দিয়াছেন তাহা যেপর্য্যন্ত ভ্রান্তি মূলক হইয়াছে কতক বলিলাম, বিশেষ জানাইবার নিমিত্তে উক্ত মহাশয়ের লিপি অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে যথা—

মাধবাচার্য্য পরাশর সংহিতার বিধবাদিস্ত্রীর বিবাহবিধায়ক বচনের ব্যাখ্যাকালে এরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন।

অয়ঞ্চ পুনরুদ্বাহো যুগান্তরবিষয়ঃ তথাচাদি
পুরাণং ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং
তথা কলৌপঞ্চ নকুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুং

পরাশরের এই পুনরুদ্বাহের বিধি যুগান্তর বিষয়ে বলিতে হইবে যে হেতুক আদি পুরাণে বলিয়াছেন যে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহ জ্যেষ্ঠাংশ গোবধ ভ্রাতৃ জায়ায় পুত্রোৎপাদন। কমণ্ডলু ধারণ কলিতে এই পাঁচ কর্ম্ম করিবেক না।

এক্ষণে বিবেচনাকরা আবশ্যক মাধবাচার্য্য এই যে ব্যবস্থাকরিয়াছেন ইহাসঙ্গতকিনা এস্থলে পরাশর সংহিতার উদ্দেশ্য কি তাহাই সংহিতার অভিপ্রায় এবং মাধবাচার্য্যের আভাস ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাদ্বারায় নিরূপণ সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক বোধহইতেছে।

সংহিতা।

অথাতোহিম শৈলাগ্রে দেবদারু বনালয়ে
ব্যাসমেকাগ্রমাসীনমপৃচ্ছন্ ঋষয়ঃপুরা
মানুষাণাং হিতংধর্ম্মং বর্ত্তমানেকলৌযুগে
শৌচাচারং যথাবচ্চ বদসত্যবতীসুত ॥ ১ ॥

অনন্তর এই হেতু ঋষিরা পূর্ব্বকালে হিমালয় পর্ব্বতেরশিখরে দেবদারু-বনস্থিত আশ্রমে একাগ্রমনে উপবিষ্ট ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসাকরিলেন হে সত্যবতী নন্দন এক্ষণে কলিযুগবর্ত্তমান এই যুগে কোনধর্ম কোনশৌচ ও কোন আচার মনুষ্যের হিতকর তাহা আপনি যথাবৎবর্ণন করুন।

ভাষ্য।

বর্ত্তমানে কলাবিতি বিশেষনাৎ
যুগান্তর ধর্ম্মজ্ঞানানন্তর্য্যং ॥ ২ ॥

অনন্তর এই শব্দের অর্থ এই যে সত্য ত্রেতাদ্বাপর যুগের ধর্ম অবগত হইয়া ঋষিরা কলিধর্ম জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভাষ্য।

অতঃ শব্দো হেত্বর্থঃ যস্মাদে কদেশাধ্যায়িনো
না শেষ ধর্ম্ম জ্ঞানং যস্মাচ্চ যুগান্তর
ধর্ম্মং অবগত্য নকলি ধর্ম্মাবগতিস্তস্মাদিতি ॥ ৩ ॥

এই হেতু ইহার অর্থ এই যে যেহেতু এক দেশ অধ্যয়ন করিলে অশেষ ধর্ম্মেরজ্ঞান হয় না এবং অন্যান্য ধর্ম্ম জানিলে কলিধর্ম্ম জানাহয় না এই হেতু ঋষিরা জিজ্ঞাসাকরিলেন।

ইহার দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে কলিযুগের আরম্ভ হইলে পর ঋষিরা সত্যত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগের ধর্ম্ম অবগত হইয়া পরিশেষে কলিযুগের ধর্ম্ম অবগত হইবার বাসনায় ব্যাসদেব নিকটে আসিয়া কলি ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥ ৪ ॥

সংহিতা

তৎশ্রুত্বা ঋষি বাক্যন্তু সশিষ্যোহগ্ন্যর্কসন্নিভঃ
প্রত্যুবাচ মাহাতেজা শ্রুতিস্মৃতি বিশারদঃ
নচাহং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ কথং ধর্ম্মং বদাম্যহং
অস্মৎ পিতৈব প্রষ্টব্যঃ ইতিব্যাসঃ সুতোহব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

শিষ্য মণ্ডলী বেষ্টিত অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী শ্রুতি স্মৃতি বিশারদ মহাতেজা ব্যাস, ঋষিদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন আমি সকল বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ নহি কি রূপে ধর্ম্ম বলিব এ বিষয়ে আমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য পুত্র ব্যাস এই কথা বলিলেন।

ভাষ্য

নচাহমিতি বদতো ব্যাসস্যায় মাশয়ঃ
সম্প্রতি কলি ধর্ম্মাঃ পৃচ্ছ্যন্তে তত্র
নতাবদহং স্বতঃ কলি ধর্ম্ম তত্ত্বং জানামি
অস্মৎ পিতুরেব তত্র প্রাবীণ্যাৎ অতএব কলৌ
পারাশরাঃ স্মৃতা ইতি বক্ষ্যতে যদি পিতৃপ্র
দাশ্রম তদপি জ্ঞানং তর্হি সএব পিতাপ্রষ্টব্যঃ
নহি মূল বক্তরি বিদ্যমানে প্রনাডিকাযুজ্যতে ইতি ॥ ৬ ॥

আমি সকল বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ নহি ব্যাস দেবের এই কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে সম্প্রতি তোমরা কলিধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছ কিন্তু আমি পিতার নিকট কলি ধর্ম্মের তত্ব জানিয়াছি এ বিষয়ে আমার পিতাই প্রবীণ এই নিমিত্তে কলিতে পরাশর প্রণীত ধর্ম্ম, ইহা পরে বুঝিবেন যখন আমিও পিতার প্রসাদেই কলি ধর্ম্ম জানিয়াছি তখন সেই পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য মূলবক্তা বিদ্যমান থাকিতে পরম্পরা স্বীকার করা উপযুক্ত নয়।

ভাষ্য

এবকারেনান্য স্মর্ত্তারো ব্যাবর্ত্ত্যন্তে যদ্যপি মন্বাদয়ঃ
কলি ধর্ম্মাভিজ্ঞাঃ তথাপি পরাশর স্যাস্মিন্ বিষয়ে
তপো বিশেষ বলাৎ অসাধারণঃ কশ্চিদতিশয়ো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৭ ॥

আমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য এরূপ কহাতে অন্য স্মৃতি কর্ত্তাদিগের নিরাকরণ হইতেছে যদিও মনু প্রভৃতি কলি ধর্ম্মজ্ঞ বটেন তথাপি তপস্যা বিশেষ প্রভাবে পরাশর কলিধর্ম্মে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবীণ

ইহার দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে পরাশর কলি ধর্ম্ম বিষয়ে মনু প্রভৃতি সকল স্মৃতি কর্ত্তা অপেক্ষা অধিক প্রবীণ এবং পরাশর স্মৃতি কলি ধর্ম্ম নিরূপণের প্রধান শাস্ত্র ॥ ৮ ॥

সংহিতা

যদি জানাসি মেভক্তিং স্নেহং বা ভক্ত বৎসল
ধর্ম্মং কথয় মেতাত অনুগ্রাহ্যোহ্যহং তব ॥ ৯ ॥

হে ভক্ত বৎসল পিতঃ যদি আপনি আমাকে ভক্ত বলিয়া জানেন এবং আমার উপর স্নেহ থাকে তবে আমাকে ধর্ম্ম উপদেশ দেন আমি আপনকার অনুগ্রহ পাত্র। এই রূপে ব্যাসদেব ধর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন

ভাষ্য

ননু সন্তি বহবো মন্বাদিভিঃ প্রোক্তা ধর্ম্মাঃ তত্র
কোধর্ম্মো ত্বয়া বুভুৎসিত ইত্যাশঙ্ক্য বুভুৎসিত
তং পরিশেষ য়িতুমুপন্যস্যতি ॥ ১০ ॥

সংহিতা

শ্রুতামে মানবাধর্ম্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা

গার্গেয়া গৌতমীয়াশ্চ তথা চৌশন সাস্মৃতাঃ
অত্রের্বিষ্ণোশ্চ সংবর্ত্তাদ্দক্ষা দঙ্গির সস্তথা
শাতাতপাশ্চ হারীতা জাজ্ঞবল্ক্যাস্তথৈবচ
আপস্তম্ভ কৃতা ধর্ম্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্যচ
কাত্যায়ন কৃতাশ্চৈব তথা প্রাচেত সাস্মনেঃ
শ্রুতাহ্যেতে ভবৎ প্রোক্তা শ্রুতার্থামেন বিস্মৃতাঃ
অস্মিন মন্বন্তরে ধর্ম্মাঃ কৃতত্রেতাদিকে যুগে ॥ ১১ ॥

মনু প্রভৃতি নিরূপিত অনেক ধর্ম্ম আছে তন্মধ্যে তুমি কোন ধর্ম্ম জানিতে চাও যেন পরাশর ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন এই আশঙ্কা করিয়া ব্যাস জিজ্ঞাসিত ধর্ম্মের কথা পরিশেষে কহিবার নিমিত্ত প্রথমত অবগত ধর্ম্মের কথা প্রস্তাব করিতেছেন

আমি আপনকার নিকট মনু বশিষ্ঠ কাশ্যপ গর্গ গৌতম উশনা অত্রি বিষ্ণু সংবর্ত্ত দক্ষ অঙ্গিরা শাতাতপ হারীত যাজ্ঞবল্ক্য আপস্তম্ব শঙ্খ লিখিত কাত্যায়ন ও প্রাচেতস নিরূপিত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি যাহা শ্রবণ করিয়াছি বিস্মৃত হই নাই যে সকল সত্যত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগের ধর্ম্ম।

ভাষ্য

ইদানীং পরিশিষ্টং বুভুৎসিতং পৃচ্ছতি ॥ ১২ ॥

সংহিতা

সর্ব্বেধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃকলৌ যুগে
চাতুর্বর্ণ্য সমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥ ১৩ ॥

এক্ষণে ব্যাসদেব যে ধর্ম্মের বিষয় জানিতে চান তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন সকল ধর্ম্ম সত্যযুগে জন্মিয়াছিল কলিযুগে সকলধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে অতএব আপনি চারিবর্ণের সাধারণধর্ম্ম কহুন।

ভাষ্য।

বিষ্ণু পুরাণে বর্ণাশ্রমাচার বতী প্রবৃত্তির্নকলৌ নৃণাম্
আদি পুরাণেপি যস্তুকার্ত্ত যুগে ধর্ম্মো নকর্ত্তব্যঃ
কলৌযুগে পাপ প্রক্তাস্তুযতঃ কলৌনার্য্যোনরাস্তথা।
অতঃ কলৌ প্রাণিনাং প্রযত্নে সাধ্যে ধর্ম্মে
প্রবৃত্যা সম্ভবাৎ সুকরো ধর্ম্মো ২ বুভুৎসিতঃ ॥ ১৪ ॥

কিন্তু পুরাণে কহিয়াছেন কলিযুগেমনুষ্যের চারি বর্ণের ও চারি আশ্রমের বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয় না আদি পুরাণেও কহিয়াছেন সত্যযুগে যে ধর্ম্ম বিহিত কলিযুগে সেধর্ম্মের অনুষ্ঠানকরিতে পারাযায় না যে হেতুক স্ত্রী পুরুষ সকলেই পাপে আসক্ত হইয়াছে কলিযুগে কষ্ট সাধ্য ধর্ম্মে মনুষ্যের প্রবৃত্তিহওয়া অসম্ভব এই নিমিত্ত পরাশর সংহিতা তে অনায়াসে সাধ্য ধর্ম্ম নিরূপণই অভিপ্রেত।

ইহাদ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে মনুপ্রভৃতির নিরূপিত ধর্ম্ম, সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম কলিযুগে ঐ সমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করাযায়না এই নিমিত্ত ব্যাসদেব পরাশরকে মনুষ্যেরা কলিযুগে অনায়াসে অনুষ্ঠান করিতে পারে এরূপধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৫ ॥

ব্যাস বাক্যাবসানেতু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ

ধর্ম্মস্যনির্ণয়ং প্রাহ সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চবিস্তরাৎ ॥ ১৬ ॥

ব্যাস বাক্য সমাপ্ত হইলে মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর ধর্ম্মের সূক্ষ্মওস্থূল নির্ণয় বিস্তারিত কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ইহারদ্বারাস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে ব্যাসদেবের প্রার্থনাশুনিয়া পুত্রবৎসল পরাশর কলিযুগের ধর্ম্ম কহিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৭ ॥

সংহিতা।

পরাশরেণ চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ ১৮ ॥

পরাশরের উক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয়।

ভাষ্য।

পরাশর গ্রহনন্তু কলিযুগাভি প্রায়ং সর্ব্বে যপি
কল্পেষু পরাশরস্মৃতেঃ কলিযুগধর্ম্ম পক্ষপাতিত্বাৎ
প্রায়শ্চিত্তেষপি কলিবিষয়েষু পরাশরঃ প্রাধান্যে নাদরনীয়ঃ ॥ ১৯ ॥

কলিযুগের অভি প্রায়ে পরাশরের নাম গ্রহণ করা হইয়াছে যে হেতু সকল কল্পেই কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশর সংহিতার উদ্দেশ্য কলিযুগের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়েও পরাশর কে প্রধানরূপে মান্য করিতে হইবেক ॥

ইহাদ্বারানিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে কলিযুগেরধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরের উদ্দেশ্য এবং কলিযুগেরধর্ম্ম বিষয়ে অন্যান্য মুনির অপেক্ষা পরাশরের মতে প্রধান ॥ ২০ ॥

এক্ষণে সকলে স্থির চিত্তে বিবেচনা করুণ পরাশরের যে কএকটি বচন ও ভাষ্যকার মাধবাচার্য্যের যে কএটি আভাস ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল তদনুসারে কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই যে পরাশর সংহিতার উদ্দেশ্য ইহা নিসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে কিনা॥ ২১॥

এইরূপে যখন কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশর সংহিতার উদ্দেশ্য স্থির হইতেছে তখন ঐ সংহিতার আদ্যোপান্ত গ্রন্থই যে কলি ধর্ম্ম নির্ণায়ক তাহা সুতরাং স্বীকার করিতে হইবেক আর সমুদায় গ্রন্থ কলি ধর্ম্ম নির্ণায়ক স্বীকার করিয়া কেবল বিধবাদি স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ বিধায়ক বচনটিকে অন্য যুগের বিষয়ে বলা কোনও মতেই সঙ্গত হইতে পারেনা। ✝

পূর্ব্বের চিহ্ন অবধি এই শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর কৃত পুস্তক যাহা লিখিলাম এতন্মধ্যে ক্রমাগত যে যে সংহিতা যে যে ভাষ্য এবং বিদ্যাসাগর কৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা যাহা আছে তাহাতে॥ ১॥ ২॥ ইত্যাদি ক্রমে অঙ্কে সঙ্কেত করিলাম অতঃপর যে ভাগের উপর যাহা কিছু বক্তব্য হইবে তাহা ঐ ঐ সঙ্কেত অবলম্বন করিয়া লিখিব পুনর্ব্বার সমগ্র ঐ সকল ভাগ লিখিয়া আয়াস বৃদ্ধি করা প্রয়োজন না।

পরাশর সংহিতায় বিধবাদি স্ত্রীদিগের যে পুনর্ব্বার বিবাহ বিধি দৃষ্ট হইতেছে। পরাশর সংহিতার ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য ঐ বিবাহ বিধায়ক বচনের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে এই পুনর্ব্বিবাহ যুগান্তর বিষয়, কলি যুগের নয়। তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন যে পরাশর সংহিতাতে কেবল মাত্র কলি যুগের ধর্ম্মই নিরূপিত হইয়াছে অন্য যুগের ধর্ম্ম ইহাতে নাই অতএব মাধবাচার্য্যের ব্যবস্থা কোন ও মতেই সঙ্গত হইতে পারেনা।

ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে ইতঃ পূর্ব্বে যত গুলি সংহিতাংশ, কি ভাষ্যাংশ, উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার কোন স্থানেই তাদৃশ প্রমাণ নাই যদ্দারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐ সংকল্প সিদ্ধ হইতে পারে যথা

১ সংহিতা

এই সংহিতার ফলিতার্থ এই যে কতগুলি ঋষি ব্যাস নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন হে সত্যবতী নন্দন এক্ষণে কলিযুগ উপস্থিত, মনুষ্যের হিত কর ধর্ম্ম এবং শৌচাচার বলুন। এই অংশ উদ্ধৃত করায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বৃথা পরিশ্রম হইয়াছে কারণ ঋষিগণের জিজ্ঞাসায় ব্যাস দেব বলিলেন চল, পিতাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি তবেই পরে ব্যাসদেব

পিতাকে যে, জিজ্ঞাসা করিবেন সেই জিজ্ঞাসার অনুসারেই পরাশর প্রণীত ধর্ম্মের প্রকাশ হইবে, অতএব সেই জিজ্ঞাসাই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ছিল তাহা যদি কেবল কলিধর্ম্মের জিজ্ঞাসা হয় তবে পরাশরের উত্তরেও কেবল কলি ধর্ম্ম থাকিবে আর ব্যাস কৃত জিজ্ঞাসাতে যদি কলিধর্ম্ম এবং অন্যান্য যুগের ধর্ম্মও থাকে তবে পরাশরের উত্তরের মধ্যেও অন্যান্য যুগেরধর্ম্ম থাকিবে। ঋষিগণ বেদব্যাসকে কেবল কলিধর্ম্মই জিজ্ঞাসা করিলেনবটে. কিন্তু বেদব্যাস তাহাতে স্বয়ং উত্তর না করিয়া ঐ সকল ঋষিদিকে লইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে চলিলেন এবং পিতৃ নিকটে ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে না দিয়া আপনিই যখন বিনয় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তাঁহার মনে যদি অন্যযুগেরও ধর্ম্ম শ্রবণের ইচ্ছা হয় তবে কি কলিধর্ম্মের জিজ্ঞাসা সময়ে যুগান্তরীয় ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না অবশ্যই পারেন যদিস্যাৎ যে যুগান্তরীয় ধর্ম্ম বেদব্যাস জানেন এবং ঋষিগণ ও শুনিয়া থাকেন তবে আর জানাকথার কি জন্য জিজ্ঞাসা করিবেন ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে অভিজ্ঞ লোকের সঙ্গলাভ হইলে জানাকথা ও জানিতে ইচ্ছাহয় ইহা লোকব্যবহারেই দেখা যাইতেছে এবং জানা হইলেই যদি জিজ্ঞাসা করা না হয় তবে ব্যাসদেব কলিধর্ম্মের কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না যে হেতুক বেদব্যাস পিতার নিকটে পূর্ব্বেই কলিধর্ম্ম জানিয়াছেন পূর্ব্বে লিখিত ও হস্ত সংখ্যার তাহা মধ্যে প্রকাশ করিয়াছে তবে বিবেচনা করুন ব্যাস জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে পরাশর সংহিতার যে সকল কথা তাহার কোনটিই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যোপযোগী হইল না অর্থাৎ সে সকল কথাকে লইয়া পরাশর সংহিতার কোনধর্ম্ম থাকিবে কোন যুগধর্ম্ম না থাকিবে ইহার নিশ্চয় করা যাইবেনা ইহা হইলেই ১ এক অধ্যায়ের দ্বাদশসংখ্যা পর্য্যন্ত উপস্থিত বিচারে অনুপযোগী হইল।

১৩ সংহিতা।

এই সংহিতা ভাগের বিদ্যাসাগর মহাশয় অর্থ করিয়াছেন যে, সমস্ত ধর্ম্ম সত্য যুগে জন্মিয়াছিল সকলধর্ম্মই কলিযুগেনষ্ট হইয়াছে অতএব চারিবর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কিছুবলুন, এই অর্থে যতগুলি দোষ যে প্রকারে ঘটিয়াছে তাহা পূর্ব্বে * কথিত হইয়াছে। কিন্তু চতুর্ব্বর্ণের কলিতে ধর্ম্মাচারবলুন. অন্যান্য যুগসাধারণ ধর্ম্ম ও কিছুবলুন, এই অর্থই নির্দোষ হইয়াছে ব্যাসকৃত জিজ্ঞাসার এই অর্থই যদি স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং ঐ ব্যাসকৃত জিজ্ঞাসার অনুসারেই যদি পরাশরকে ধর্ম্ম নিরূপণ

---

* এই পুস্তকের ২৭ পৃষ্ঠার অবধি ৩২ পৃষ্ঠার ১৫ পংক্তি পর্য্যন্ত দেখ।

করিতে হইয়াছে তবে পরাশর কলিযুগের ধর্ম্ম এবং অন্যান্য যুগের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ধর্ম্ম অবশ্যই স্বীয়সংহিতাতে বলিয়াছেন তাহা না বলিলে ঐরূপ জিজ্ঞাসার উত্তর দানই হইতে পারেনা অতএব পরাশর সংহিতাতে সত্য ত্রেতাদি যুগের ধর্ম্মও যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিরূপিত হইয়াছে এবিষয়ে আর অণুমাত্রই সংশয় রহিল না তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়।

এই ভাষ্যাংশকে উদ্ধৃত করিয়া অনর্থক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন যেহেতুক যুগান্তরের ধর্ম্ম নিরূপণ হয় না এপ্রকারে কথার গন্ধবাষ্পও ঐভাষ্যে নাই।

১৪ ভাষ্য।

এই ভাষ্য ভাগে বিষ্ণু পুরাণ এবং আদি পুরাণ উদ্ধৃত হইয়াছে ঐ ঐ পুরাণের ফলিতার্থযে সত্যাদিযুগের মনু প্রভৃতির প্রনীত যে সকল সদাচার ছিল তাদৃশ আচারে কলিযুগেরলোকে প্রবৃত্ত হইবেনা এবং সত্য যুগে যে সকল ধর্ম্ম জন্মিয়াছিল তাহা সুকঠিন অতএব সে সকল ধর্ম্ম কে ব্যবহার করিতে পাপাসক্ত এই কলি যুগেরলোকের সাধ্য নাই এই পুরাণদ্বয় প্রমাণ করিয়া ভাষ্যকার তাৎপর্য্য লিখিলেন যে।

অতঃ কলৌ প্রানিনাং প্রয়াস সাধ্যে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত্যসম্ভবাৎ সুকরো ধর্ম্মোহত্র বুভুৎসিতঃ॥

এই হেতুক কলিতে প্রয়াস সাধ্য ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব অতএব সুখসাধ্য কলি ধর্ম্ম কে জানিতেইচ্ছা।

ইহারদ্বারা পরাশর সংহিতাতে কেবল কলিধর্ম্মই নিরূপিত হইয়াছে অন্যযুগের ধর্ম্ম নাই এমন ভাব কিছুতেই অবগত হইল না তবে এইমাত্র ব্যক্ত হইল যে কলিতে কর্ত্তব্য যে সকল ধর্ম্ম বলিবেন তাহা যাহা সুকর হয় এই প্রকার কলিধর্ম্মাংশে সুখসাধ্য পক্ষে ব্যাসদেবের বিশেষ ইচ্ছা ছিল ভাষ্যকার প্রকাশকরিলেন এ ভিন্ন অন্যান্য যুগসাধারণ কিঞ্চিৎধর্ম্মের যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহা সুকরবলুন বা দুষ্কর বলুন তাহাতে পক্ষ পাতি ইচ্ছা ব্যাসেরছিল না ভাষ্যকার ও প্রকাশকরেন না অতএব এই ভাষ্যাংশকেও উদ্ধৃত করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অনর্থক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

১৫ তাৎপর্য্য বর্ণন

ইহার ফলিতার্থ যে, মনু প্রভৃতির নিরূপিত ধর্ম্ম কলির ধর্ম্ম নয় কেবল সত্যত্রেতা দ্বাপরের, কলিতে ঐ সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়না অতএব অনায়াস সাধ্য ধর্ম্ম বলিতে বলিলেন।

*ইহাতে তাঁহার অভিমত সাধনের কিছুই হইলনা কারণ অনায়াস সাধ্য কলি ধর্ম্ম বলিতে বলিলেন অথচ হৃদয় বিনোদনের নিমিত্তে যুগান্তর সাধারণ ধর্ম্মও কিছু বলিতে বলিলেন ইহাহইলেই পরাশর সংহিতাতে যুগান্তরের ধর্ম্ম নিরূপণ নাই কেবল কলি ধর্ম্মই আছে এমন ভাব ঐ ভাষ্যাংশ হইতে প্রকাশ হইলনা এবং তাৎপর্য্য বর্ণনাতেও হইলনা পরাশর সংহিতাতে যুগান্তরের ধর্ম্ম নাই কেবল কলিধর্ম্মই আছে এমন ভাব কোন সংহিতাংশ বা ভাষ্যাংশ হইতে যতক্ষণ বহির্গত নাহয় ততক্ষণ মাধবাচার্য্যের ব্যবস্থাকে দুষ্ট ব্যবস্থা কেহই বলিতে পারেননা।

১৬ সংহিতা

১৭ তাৎপর্য্যবর্ণন।

এই উত্তরের ফলিতার্থ বেদব্যাসের জিজ্ঞাসাতে পরাশর স্থূলধর্ম্ম এবং সূক্ষ্মধর্ম্ম বিস্তররূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন, ইহাতে ও অভিমত সাধনের উপকার হইল না বরং অপকার হইল এই যে পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ, সাধারণং, এই দুই পদকে কলিধর্ম্মের বিশেষণ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তথেই তাঁহার মতে কিঞ্চিৎ কলি ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা, ব্যাস করিয়াছিলেন যদি কিঞ্চিৎ কলিধর্ম্মের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তবে কিঞ্চিৎ কলিধর্ম্মই পরাশর বলিবেন বিস্তর স্থূলধর্ম্মনিরূপণ কিরূপে করিলেন এক প্রকার জিজ্ঞাসাতে অন্যপ্রকার উত্তরকরা উপযুক্ত হইতে পারে না তবেই পরাশরের উত্তরারম্ভ দেখিয়াও বিদ্যা সাগর কৃত পূর্ব্ব ব্যাখ্যা অর্থাৎ সাধারণ কলি ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ বলুন এই যে, ব্যাখ্যা তাহা সদোষ হইতেছে।

---

* ইহাও উল্লেখকরা আবশ্যক যে প্রভাতে মানবাধর্ম্মাব্যাশিষ্টাঃ কাশ্যপাস্তথা ইত্যাদি সংহিতা এবং সুকরোধর্ম্মোত্রবুভু-সিতঃ।

এই ভাষ্যের তাৎপর্য্যবর্ণন করিলেন যে মনু প্রভৃতির নিরূপিত ধর্ম্ম যাহাশুনিয়াছি সে কলিরধর্ম্মনয় সে কেবল সত্য ত্রেতাদ্বাপর এই তিন-যুগের ধর্ম্ম, কলিতে সে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায় না অতএব ব্যাস দেব পিতাকে অনায়াসসাধ্য ধর্ম্ম বলিতে বলিলেন। এখন সকলে বিবেচনাকরুন মনুপ্রভৃতির নিরূপিত ধর্ম্ম সকল যদি কলির নাহইয়া সত্য ত্রেতাদ্বাপর এই তিনযুগের মাত্র হইত তবে মহাপ্রাজ্ঞ ব্যাসদেব মনুপ্রভৃতি ঊনবিংশতি জন ঋষির ক্রমস নাম করিয়া এঁদের ধর্ম্ম শুনিয়াছি এরূপ কেন বলিলেন গতযুগ ত্রয়ের ধর্ম্ম শুনিয়াছি অথবা সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম শুনিয়াছি এরূপ বলিলেইত পরম লাঘবে বলাহইত কল্পাদি সময়ে ব্রহ্মা যেমন সমুদয় বেদের স্মর্ত্তা অতএব

১৮ সংহিত

এই বচনের শেষার্দ্ধ মাত্র লিখিয়াছেন কেবল স্বাভিমত বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিবার নিমিত্তে তাহাই জানাইবার জন্যে সমগ্র বচন লিখিতেছি যথা।

যুগেযুগেচ সামর্থ্যং শেষং মুনিভির্ভাষিতং
পরাশরেন চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে

যুগে যুগে শক্ত্যানুসারে মুনিগণকর্ত্তৃক উক্ত এবং পরাশর কর্ত্তৃক উক্ত যে প্রায়শ্চিত্ত তাহার বিধান করিবে ॥

যেমন গৃহেগৃহে আনন্দ এইকথা বলিলে সকল গৃহে আনন্দের বোধ হয় তেমন যুগে যুগে এই শব্দে সকল যুগ বোধ হইয়াছে এবং ঐ যুগে যুগে শব্দের সঙ্গে পরাশরেণ এই পদের অন্বয় অবশ্যই বলিতে হইবে তাহাহইলেই সকল যুগের প্রায়শ্চিত্ত পরাশর বলিয়াছেন নিশ্চয় হইল ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে সম্পূর্ণই অনিষ্টহইল কলিযুগের ধর্ম্ম বৈ অন্যযুগের সম্পর্কেও পরাশর থাকেন না ইহাই প্রকাশকরিতেছিলেন কিন্তু তিনি এই বচনের সমুদায় কি প্রকারেই বা লিখিবেন ঐ বচনের সমুদায় অংশদর্শন করিলে সকলেই জানিতে পারেন যে সকল যুগধর্ম্মই পরাশর বলিয়াছেন অতএব এক বচনের অর্দ্ধাংশকে অপ্রকাশ করিয়া হিন্দুগনকে মুগ্ধ করা তাঁহার উপযুক্ত কার্য্য হয় না।

তেমনি ধর্ম্মের মর্য্যাদা এই কথা কিসে পরেন পরাশর বলিতেছেন সেই মহামান্য মনু কলিধর্ম্ম জানেন না এবং বলেন না ইহাও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অতি শ্রেষ্ঠহইল হায় জিগীষাভূমি সকলই করিতে পারে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বকৃত বিধবা বিবাহ পুস্তকের ৩৭ পৃষ্ঠায় যেভাষ্য লিখিয়াছেন তন্মধ্যে আছে।

যদ্যপিমন্বাদয়ঃ কলিধর্ম্মাভিজ্ঞা

যদ্যপি মনুপ্রভৃতি কালধর্ম্মে অভিজ্ঞ আছেন।

এই ভাষা ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়া আবার ৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিলেন যে মনুপ্রভৃতির ধর্ম্ম কলিরনহ। এবং ভাষ্য মধ্যে সুকরধর্ম্ম এই শব্দ আছে ইহার অর্থ সুখে করাযায় পরাশরোক্ত ধর্ম্ম কে সুকর বলাতেই মন্বাদির ধর্ম্ম দুষ্করহইল যাহাকে দুঃখেকরা যায় তাহারই নাম দুষ্কর তবেই বোধ হইল যে মনুপ্রভৃতি যে কলিধর্ম্ম বলিয়াছেন সে সকল দুষ্কর অতএব দুষ্করধর্ম্ম বলুন তবেই বিদ্যাসাগর মহাশয় মনুপ্রভৃতির ধর্ম্ম কে যে

* এক্ষণে স্থির চিত্তে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন পরাশরের যে কএকটি বচন ও ভাষ্যকার মাধব চার্য্যের যে কএকটি আভাষ ও তাৎ পর্য্য ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল তদনুসারে কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাইয়ে পরাশর সংহিতার উদ্দেশ্য ইহা,নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইল কিনা * বিদ্যাসাগর মহাশয় এই যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ইহাতে আমি এখন এই উত্তর দিতে পারি কিনা যে ! না ? না ; না ? আর এমন যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, ভাষ্যকার যে সকল আভাষও তাৎ পর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন তদর্শনে কলিধর্ম্ম এবং অন্যান্য যুগের ও ধর্ম্ম পরাশর বলিয়াছেন, ইহা কি স্থির হইল ! তাহাতেই বলিতে পারি যে, হাঁ ! হাঁ ! হাঁ ! পরাশর সংহিতাতে কলিযুগের ধর্ম্মই সবিস্তর কথিত হইয়াছে আর সত্যাদি যুগের ধর্ম্ম স্বল্পই কথিত হইয়াছে ইহাই যদি পূর্ব্ব কথিত বিচার দ্বারায় সুস্থির করিতে হইল তবে।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।

পতির অনুদ্দেশ মরণ প্রব্রজ্যা ক্লীবত্ব পাতিত্য এই পাঁচ প্রকার আপদ ঘটিলে নারীদিগের অন্য পতি শাস্ত্র বিহিত।

এই পরাশর বচনকে ব্যাখ্যা করিয়া ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন যে, পরাশরোক্ত এই পুনর্ব্বিবাহ যুগান্তর বিষয়ে কলিযুগে নহে মাধবাচার্য্যের এই ব্যবস্থাকে অসঙ্গত বলা কদাচই বক্তব্য নয়। কলিযুগে পুনর্ব্বিবাহ নিষেধ করিতে যে আদি পুরাণের প্রমাণ দিয়াছেন ইহা অধিক আগ্রহ যথাক্রমে পরাশর সংহিতা দেখিলেও বোধহয় যে, সকল যুগেরধর্ম্মই ইহাতে আছে এবং বিধবাদির পুনর্ব্বিবাহ বোধক বাক্যের পূর্ব্বে পরাশর কলিযুগের স্বত্র বিধান করিয়াছে যথা।

স্পষ্টই আছে আদি পদে দ্বাপর যুগমাত্রকে লইয়াছেন কিন্তু অধীন স্থলে আদি পদদ্বারা একটি লওয়া কোন ক্রমেরই অনুভবসিদ্ধ হয় না আদি পদ দেওয়ার ফলকেবল লাঘব অর্থাৎ অনেকের নাম না করিয়া একটি আদিপদে সকলকে গ্রহণ করা যাইবে, যে স্থানে আদি পদে একটীকেমাত্র গ্রহণ করিতে হইবে সে স্থানে অস্পষ্ট আদি পদ দেওয়ার প্রয়োজনাভাব, স্পষ্ট তাহার নাম দেওয়াই কর্ত্তব্য হয় এবং সত্য ত্রেতাদি যুগে একথা বলিলে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি ইহাই সকলের বোধ হইয়া থাকে।

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ
দদ্যান্মাতা পিতাবা যংসপুত্রোদত্তকোভবেৎ

ঔরস, দত্তক, কৃত্রিম, এই তিনপ্রকার পুত্র কলিতে বিহিত মাতা কি পিতা যে পুত্রকে দান করিবে সেই দত্তক পুত্র হইবে।

এই বচন মধ্যে যে ক্ষেত্রজ শব্দ আছে দত্তকমীমাংসাগ্রন্থে ঐ ক্ষেত্রজ পদ ঔরসের বিশেষণ করিয়াছেন তবেই ঔরস, দত্তক, কৃত্রিম, এই তিন প্রকার পুত্রই কলিযুগে বিহিত পুত্র তাহাতে বিধবাগর্ভ জাত পুত্র ঐ তিন প্রকারের মধ্যে ঔরস কোন মতেই হইতে পারে না পূর্ব্বে বলাগিয়াছে এবং পরজাত পুত্রকে লইয়া করিতে হয় যে দত্তক এবং কৃত্রিম তাহাত নয়ই তবেই এক্ষণে বিবেচনা করুণ পরাশর কলি যুগের পুত্র বিধান স্থলে বিধবার পুত্রকে যদি বিহিত পুত্র এই বলিলেন না তবে সেই পরাশর বিধবার বিবাহকে কলিযুগের বিহিত কর্ম্ম কি প্রকারে বলিবেন। বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্যই হইল পুত্র. বিহিত পুত্রের উৎপত্তি করিয়া পিতৃঋণ হইতে বিমুক্ত হইবার জন্যেই শাস্ত্র বিধানে দারা পরিগ্রহ করিতে হয়, অতএব বিধবার পুত্রকে কলিযুগে অব্যবহার্য্য করিয়া অনন্তর তাহারি চারিটি বচনের পরেই যে বিধবার পুনর্ব্বিবাহবোধক বচন দিয়াছেন এই বচনকে কলিযুগে বিধবাদিগের বিবাহার্থে পরাশর বলিয়াছেন, পরাশরের এই রূপ তাৎপর্য্য নিশ্চয় করা অপেক্ষা পরাশরকে উন্মত্ত বলিলেও আমার বোধহয় কটূক্তি হইত না, অতএব প্রথমাবধি সংহিতার ব্যাখ্যা করিতেছেন যে মাধবাচার্য্য যিনি শত অতীত কালে মৃত হইয়াও পাণ্ডিত্য প্রভাবে অদ্যাপিও যেন জীবিত রহিয়াছেন যাঁহার কৃত ভূরি ভূরি গ্রন্থ পণ্ডিত সমাজে বেদবৎ মাননীয় হইতেছে তাঁহার কেনইবা বোধ হইবেনা যে এই পুনরুদ্বাহ কলি-যুগের নয় যুগান্তর ধর্ম্মই পরাশর বলিয়াছেন অতএব মুক্ত কণ্ঠেই মাধবা-চার্য্য বলিয়াছেন যে

"অয়ঞ্চ পুনরুদ্বাহো যুগান্তর বিষয়ঃ তথা চাদি পুরাণং—
উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌপঞ্চ নকুর্ব্বীত ভ্রাতৃ জায়াং কমণ্ডলুং"

অর্থাৎ এই পুনর্বিবাহ যুগান্তর বিষয় কলিযুগের নয়। সেই প্রকার আদি পুরাণে বিবাহিতার পুনর্বিবাহ, জ্যেষ্ঠাংশ, গোবধ, ভ্রাতৃ ভার্য্যায় পুত্রোৎপাদন, কমণ্ডলুধারণ, কলিতে এই পাঁচ কর্ম্ম করিবেক না এই প্রমাণ দিয়াছেন অল্প বোদ্ধারও বোধের নিমিত্তে পুনর্বিবাহ বোধক

বচন কে যুগান্তর বিষয় বলেন যে মাধবাচার্য্য তাঁহার উপর বিদ্যাসাগর মহাশয় আর একটিদোষ দিয়াছেন যথা।

* মাধবাচার্য্য বিবাহ, ব্রহ্মচর্য্য, সহমরণ বিষয়ক বচনত্রয়ের যে আভাস দিয়াছেন বিবাহ বিষয়ক বচন কে যুগান্তরবিষয় বলিলে ঐ তিন আভাস কোন ক্রমেই সংলগ্ন হয় না যথা।

পরি বেদন পর্য্যাধান যোরিব স্ত্রীণাংপুনরুদ্বাহ
স্যাপি প্রসঙ্গাৎ ক্বচিদভ্যনুজ্ঞাং দর্শয়তি নষ্টে
মৃতে ইত্যাদি।

জ্যেষ্ঠ সত্তে কনিষ্ঠের বিবাহ এবং অগ্নিহোত্রযাগেরন্যায় স্ত্রীগণের পুনর্বিবাহেরও প্রসঙ্গ ক্রমে কোন কোন স্থলে অনুমতি দেখাইতেছেন, স্বামির অনুদ্দেশ মরণাদি পাঁচ প্রকার আপদে স্ত্রীগণ পুনর্ব্বার অন্য পতিকে বিবাহ করিবেক।

পুনরুদ্বাহম কৃত্বা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানে
শ্রেয়োতিশয়ং দর্শয়তি—মৃতে ভর্ত্তরি
যানারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা সামৃতা লভতে
স্বর্গং যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ।

পুনর্ব্বার বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠানে অধিক ফল দেখাইতেছেন যে নারী স্বামিমৃতা হইলে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠান করে সে দেহান্তে স্বর্গলাভ করে যেমন কুমার ব্রহ্মচারিগণ করেন।

ব্রহ্মচর্য্যাদপ্যধিকং ফলং অনুগমনে দর্শয়তি তিস্রঃ
কোট্যোহর্দ্ধকোটীচ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎকালংবসেৎ স্বর্গে ভর্ত্তারংযানুগচ্ছতি।

সহমরণে ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষাও অধিক ফল দেখাইতেছেন মনুষ্য শরীরে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটিরোম আছে যে নারী স্বামির অনুমৃতাহয় সে এ সম-কাল স্বর্গবাস করে, মাধবাচার্য্য যেরূপব্যবস্থাকরিয়াছেন তদনুসারে বি-বাহ অন্যান্য যুগেরধর্ম্ম কেবল ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ কলিযুগেরধর্ম্ম সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ বিধায়ক বচনের সহিত বিবাহবিধায়ক বচনের কোন সংস্রব থাকিতেছে না যদি মাধবাচার্য্য কলিযুগেরবিধবাদিগের পক্ষে পুন-র্বিবাহের কোন প্রশক্তিই রাখিলেন না তবে পুনর্ব্বার বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিলে অধিকফল ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ক বচনের এই আভাস কিরূপে সংলগ্ন হইতে পারে *—

ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে মাধবাচার্য্য "নষ্টেমৃতে" ইত্যাদি বচনের

যে আভাসদিয়াছেন তন্মধ্যে প্রনঙ্গাৎ এই যে শব্দ আছে ইহার অর্থ বিদ্যাসাগর মহাশয় কিছুই অনুধাবন করেন না তাহাহইলে পুনর্ব্বিবাহকে কলিযুগের বিষয় কদাচই বলিতে বাঞ্ছা করিতেন না অতএব প্রসঙ্গশব্দের অর্থ অগ্রে বিবেচনা করিয়া তৎপরে আভাসের অসংলগ্নদোষ নিরাকরণ করিব প্রসঙ্গ শব্দের অর্থ স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে লিখিয়াছেন যথা।

> অন্যোদ্দেশেন প্রবৃত্তাবন্যস্যাপি সিদ্ধিঃ প্রসঙ্গঃ।
> যথা পশ্বর্থ মনুষ্ঠিতেন প্রয়াজাদিনা পশুতন্ত্র মধ্যপাতিনঃ
> পুরোডাসস্যাপ্যপকারঃ সিধ্যতি যথা বা [illegible]
> দধ্যানয়তি সা বৈশ্বদেবী আমিক্ষা ভবতি বাজি ভ্যোবাজিনং
> ইত্যত্র আমিক্ষার্থং প্রবৃত্তাবনুদ্দেশ্যস্য বাজিনস্য সিদ্ধিঃ।
> অতএব কুতশ্চিদপচারে আমিক্ষাপুনঃ প্রয়োগবন্নতু বা
> জিনং তস্য প্রসঙ্গ সিদ্ধত্বাৎ ইত্যুক্তং

অন্যের উদ্দেশে প্রবৃত্তি হইলে অন্যের সিদ্ধিহওয়ার নাম প্রসঙ্গ। পশু যাগার্থে অনুষ্ঠিত যে প্রয়াজাদি তদ্দ্বারায় পশুযাগের অন্তর্গত পুরোডাশ যাগ তাহারও উপকার সিদ্ধহয়। আরও যে প্রকার তপ্তদুগ্ধে দধি যোগ-করিলে আমিক্ষা হয় অর্থাৎছেনক হয় সেই ছেনকের দ্বারা বৈশ্বদেবতার হোমকরিতে হয় আর সেই ছেনক নির্গলিত যে জল তাহার নাম বাজি সেই বাজি দ্বারা বাজি দেবতার হোম করিতে হয় এই স্থলে আমিক্ষার নিমিত্তে প্রবৃত্তিহয় তাহাতেই অনুদ্দেশ্য যে বাজি তাহারও নিস্পত্তি হয় অতএব কথঞ্চিৎ আমিক্ষা নষ্ট হইলে পুনর্ব্বার করিতে হয় কিন্তু বাজি মাত্র নষ্ট হইলে পুনর্ব্বার বাজি করিতে হয় না যে হেতু সেই বাজির প্রসঙ্গ সিদ্ধত্ব আছে।

অর্থাৎ সে যজ্ঞে ছেনক দ্বারা বৈশ্ব দেবতার হোম অবশ্যই করিতে হইবে আর ছেনক নির্গলিত জল যদ্যপি থাকে তবে বাজি দেবতার হোম করিতে হইবে, না থাকে বাজি দেবতার হোম করিতে হইবে না।

তাহা হইলেই পর্য্যবসিত হইল যে একের উদ্দেশে অন্যের সিদ্ধি হওয়ার নাম প্রসঙ্গ, অনুদ্দেশ্য হইয়া যাহার সিদ্ধি হয় তাহাকেই প্রসঙ্গ সিদ্ধ বলা যাইবে এবং প্রসঙ্গ সিদ্ধ যাহা তাহাকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলা যাইবে না প্রসঙ্গ শব্দের এই প্রকার অর্থ লোকেও ব্যবহার করেন যথা।

বাণিজ্য কার্য্যের উদ্দেশে গমন করিয়াছিলাম প্রসঙ্গ ক্রমে গঙ্গাস্নানও হইল কাশী দর্শন উদ্দেশে গমন করিয়াছিলাম প্রসঙ্গ ক্রমে তৎস্থানীয়

অনাদি লিঙ্গেরও দর্শন হইল। তবেই যে কার্য্য গুলি প্রসঙ্গ ক্রমে হয় সে সকলের উদ্দেশ থাকে না ইহা সুস্থির হইল এখন সকলে বিবেচনা করুন মাধবাচার্য্য আভাস দিতেছেন যথা।

"প্রসঙ্গাৎ স্ত্রীণাং পুনরুদ্বাহস্যাপি
ক্বচিদভ্যনুজ্ঞাং দর্শয়তি নষ্টেমৃতে ইত্যাদি"

প্রসঙ্গ ক্রমে স্ত্রীদিগের দ্বিতীয়বার বিবাহেরও কোন স্থানে অনুজ্ঞা দর্শন করাইতেছেন পতির অনুদ্দেশ, মরণ, সন্যাস, পাতিত্য, ক্লীবতা, এই পাঁচ প্রকার আপদে অন্য পতি শাস্ত্রবিহিত।

মাধবাচার্য্য পরাশরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে প্রসঙ্গ ক্রমে এই দ্বিতীয় বিবাহের অনুজ্ঞা কোন স্থানে দেখাইতেছেন যদি প্রসঙ্গ ক্রমে দেখান হইল তবে ইহা উদ্দেশ্য নয় এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয়ও নয় যাহার উদ্দেশ না থাকে সেই প্রসঙ্গ সিদ্ধ হয়। যদি ইহার উদ্দেশ না থাকিল তবে ইহাকে কলি ধর্ম্ম কোন ক্রমেই বলা হইল না কলি ধর্ম্ম হইলে সমুদায় কলি ধর্ম্ম নিরূপণের প্রতিজ্ঞা করাতে এই দ্বিতীয় বিবাহও প্রতিজ্ঞাত হইত এবং প্রতিজ্ঞাত বিষয় অবশ্যই নিরূপণের উদ্দেশ্য হয় উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রসঙ্গাৎ এ আভাস কদাচই সংলগ্ন হইতে পারে না। অতএব মাধবাচার্য্যের লিখিত আভাস দ্বারা সুস্পষ্টই বোধ হইল যে পরাশর কলিভিন্ন যুগত্রয়ের ধর্ম্মই "নষ্টেমৃতে" ইত্যাদি বচন দ্বারা বলিয়াছেন তাহার পরে যে ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ বলিয়াছেন এই দুইটি চতুর্যুগেরই ধর্ম্ম, যদি চতুর্যুগের ধর্ম্ম হইল এবং পুনর্ব্বিবাহ দ্বাপর ত্রেতা সত্য এই তিন যুগের ধর্ম্ম হইল তবে ঐ তিন যুগান্তর্ভাবে বিবাহ বিধায়ক বচনের সহিত ব্রহ্মচর্য্য বিধায়ক বচনের বিলক্ষণ সংশ্রব থাকিল অতএব ভাষ্যকার আভাস দিলেন যথা।

পুনর্ব্বিবাহমকৃত্বা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানে
শ্রেয়োতিশয়ং দর্শয়তি -মৃতেভর্ত্তরি যানারী ব্রহ্মচর্য্যে
ব্যবস্থিতা সামৃতা। লভতে স্বর্গং যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ।

পুনর্ব্বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠান করাতে অধিক ফল দেখাইতেছেন, যে নারী পতির মরণ হইলে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারণে কালযাপন করেন তিনি দেহান্তে স্বর্গলাভ করেন যেমন কুমার ব্রহ্মচারিগণ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ কে মাত্র কলিযুগের ধর্ম্ম বলিয়াই ঐ আভাসকে অসংলগ্ন করিয়াছেন এরূপ হইলে অসংলগ্ন হইতেও পারে কিন্তু ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে ব্রহ্মচর্য্য সহমরণ সত্যত্রেতা

দ্বাপর যুগের স্ত্রীগণের ধর্ম্মনয় এই কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবেচনা সিদ্ধ হইল কেবল পুনর্ব্বিবাহকেই কি পূর্ব্ব যুগের স্ত্রীগণেরধর্ম্ম বলিত ব্রহ্মচর্য্য সহমরণকে ধর্ম্ম বলিয়া জানিতনা সত্যত্রেতা দ্বাপর কলিতে ক্রমশঃ ধর্ম্মের হানি হইবে তা না হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতানুসারে ক্রমশঃ ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইল অর্থাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বযুগে কেবল পুনর্ব্বিবাহছিল কলিতে ব্রহ্মচর্য্য ও সহ মরণ এই দুইটি অধিক হইল অতএব এ সমস্তই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রম, ব্রহ্মচর্য্যাদি সত্যযুগ অবধিই স্ত্রীধর্ম্ম হইয়া আসিতেছে অতএব এই সকল মনুপ্রমাণ ও সঙ্গত হইল যথা।

"মৃতেভর্ত্তরি সাধ্বীস্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা
স্বর্গংগচ্ছত্যপুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ।"

ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে সাধ্বীস্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে তাহাতে অপুত্রা হইয়াও স্বর্গে গমন করিবে যেমন সেই ব্রহ্মচারীরা গমন করেণ—

উক্ত উক্ত প্রকার যুক্তি এবং শাস্ত্র সঙ্গতবিচার দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্নহইল যে দ্বিতীয় বিবাহ কলিযুগের নয়, এবং মনুসংহিতার অনুযায়ীস্বরূপ যে নারদ সংহিতা তন্মধ্যে "নষ্টেমৃতে" ইত্যাদিবচন যেরূপ প্রণালীতে উক্ত হইয়াছে তাহা দর্শন করিলে অনায়াসেই বোধহইবে যে সত্যাদি যুগেরই এই ব্যবস্থা কলিযুগেরনয় নারদ সংহিতা যথা।

নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে
অষ্টৌবর্ষাণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতংপতিং
অপ্রসূতাতু চত্বারি পরতোহন্যংসমাশ্রয়েৎ
ক্ষত্রিয়াষট্ সমাস্তিষ্ঠেৎ অপ্রসূতা সমাত্রয়ং
বৈশ্যা প্রসূতা চত্বারি দ্বেবর্ষে ত্বিতরা বসেৎ
নশূদ্রায়া স্মৃতঃ কালঃ এবপ্রোষিতযোষিতাং
জীবতি শ্রূয়মানেতু স্যাদেষ দ্বিগুণোবিধিঃ
অপ্রবৃত্তৌতু ভূতানাং দৃষ্টিরেষ প্রজাপতেঃ
অতোঽন্যগমনে স্ত্রীণাং এবদোষো ন বিদ্যতে।

স্বামি অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্মত্যাগ করিলে, ক্লীব অথবা পতিতহইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রে বিহিতআছে স্বামির অনুদ্দেশ হইলে ব্রাহ্মণ জাতীয়াস্ত্রী আট বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক যদি

সন্তান না হইয়া থাকে তবে চারি বৎসর তাহার পর অন্যপতিকে আশ্রয় করিবেক ক্ষত্রিয় জাতীয়া স্ত্রী ছয় বৎসর অপেক্ষা করিবেক যদি সন্তান না হইয়া থাকে তবে তিন বৎসর, বৈশ্য জাতীয়া স্ত্রী চারি বৎসর অপ্রসূতা হইলে দুই বৎসর, শূদ্র জাতীয়া স্ত্রীর প্রতীক্ষার কাল নিয়ম নাই উদ্দেশ না থাকিলেও যদি জীবিত আছে বলিয়া শুনতে পাওয়া যায় তবে পূর্ব্বোক্ত দ্বিগুণ কাল প্রতীক্ষা করিবে ব্রহ্মার এই মত এই হেতুক স্ত্রীদিগের অন্য পতিকে বিবাহ করায় দোষ নাই।

এই নারদ সংহিতাতে অনুদ্দেশাদি পঞ্চস্থলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বিবাহের বিধি বলিয়াই অনুদ্দেশ স্থলে পতির আগমন সম্ভাবনায় কোন স্ত্রী কত কাল প্রতীক্ষা করিবেক তাহাও ব্যবস্থা করিলেন নারদ সংহিতা মনু-সংহিতার অন্তর্গত বলিয়া নারদ সংহিতার ব্যবস্থাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে কেবল সত্য যুগের ব্যবস্থাই বলিতে হইবে যে হেতুক

কৃতেতু মানবাধর্ম্মাঃ ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ
দ্বাপরে শাংখ লিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ

এই বচনের তিনি এই অর্থ করিয়াছেন যে, মনুর নিরূপিত ধর্ম্মই সত্য-যুগের ধর্ম্ম গোতমের নিরূপিত ধর্ম্মই ত্রেতা যুগের ধর্ম্ম শংখ লিখিতের নিরূপিত ধর্ম্মই দ্বাপর যুগ ধর্ম্ম পরাশর নিরূপিত ধর্ম্মই কলির ধর্ম্ম।

এই অর্থানুসারে মনুর ব্যবস্থাকে কেবল সত্য যুগের ব্যবস্থা বলিতে, সত্যযুগে পৌনর্ভব সন্তান বিহিত ছিল দ্বিতীয়বার বিবাহও বিহিত ছিল অতএব অনুদ্দেশে কোন স্ত্রী কতকাল প্রতীক্ষা করিবে তাহার নিয়মও করিয়াছেন কিন্তু পরাশর নিজসংহিতায় সেই বচনটি মাত্র বলিলেন কাল নিয়ম কিছুই করিলেন না ইহাতে নারদোক্ত কাল নিয়মই আছে একথা কোন মতেই বলা যায় না যে হেতুক সে সত্য যুগের ধর্ম্ম কলিযুগের মনুষ্যের সত্য যুগাপেক্ষায় অনেক অংশে ন্যূন ধর্ম্ম হওয়াই উচিত হয় মাধবাচার্য্যও পূর্ব্বে লিখিয়াছেন যথা

বিষ্ণু পুরাণে

বর্ণাশ্রমাচার বর্ত্তী প্রবৃত্তির্ণ কলৌ নৃণাম

আদি পুরাণেপি

যস্তু কার্ত্তযুগে ধর্ম্মোন কর্ত্তব্যঃ কলৌনৃণাম্
পাপ প্রশক্তস্তু যতঃ কলৌ নার্য্যোনরাস্তথা

বিষ্ণুপুরাণে কহিয়াছেন কলিযুগে চারি বর্ণের ও চারি আশ্রমের বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয় না আদি পুরাণেও কহিয়াছেন সত্য যুগে যে ধর্ম্ম বিহিত, কলিযুগে সে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় না যে হেতুক কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই পাপে আসক্ত হইয়াছে

ইহার দ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় যে সত্য যুগে যে কাল নিয়ম কলিযুগে কদাচই তাহা অভিপ্রেত নয় যদি পরাশর মতে কাল নিয়ম নাই একথা বলা হয়। তাহাহইলে এক দিন কিম্বা এক প্রহর পতির অনুদ্দেশহইলেও হিন্দু পত্নীরা অন্যপতিকে বিবাহ করিতে পারিবেন তবেই হিন্দু সমাজের সর্ব্ব নাশ উপস্থিত হইল কলিযুগে মনুষ্যের হিতকর ধর্ম্ম বলিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া পরাশর কর্ত্তৃক একান্ত অহিতকর ধর্ম্মই নিরূপিত হইয়া উঠিল অতএব পুনর্বিবাহ বোধক বচন কলিযুগের বিধবাদের পক্ষে নয় ইহাই পরাশরের অভিপ্রেত, কলিযুগের হইলে অনুদ্দেশস্থলে কাল বিশেষ বোধক বচন বিন্যাস অবশ্যই করিতেন।

নারদ সংহিতা যে মনুসংহিতার অন্তর্গত তাহা নারদসংহিতার আরম্ভে প্রকাশ আছে তাহার ফলিতার্থ এই মনু লক্ষ শ্লোকময় সংহিতাকরিয়া নারদকে অধ্যয়ন করান, নারদ সেই বিস্তৃত গ্রন্থ হইতে দ্বাদশ সহস্র শ্লোকে সারসংগ্রহ করিয়া ভৃগুবংশীয় সুমতিকে দেন, সুমতি মনুষ্যদিগের ক্রমশ পরমায়ুর অল্পতা প্রযুক্ত শক্তিহ্রাস দেখিয়া মনুষ্যের শক্ত্যনুরূপ ঐ চারি সহস্র শ্লোকে সংগ্রহ করেন সেই সুমতিকৃত মনু সংহিতাই মনুষ্যেরা অধ্যয়ন করেন লক্ষ শ্লোক মনুকে দেবগন্ধর্ব্বেরা অধ্যয়ন করেন।

মনুষ্যলোকে প্রচলিত মনুসংহিতাতে "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন না থাকিলেও ঐ নারদসংহিতা দৃষ্টি করিয়াই পরাশর ভাষ্যে মাধবাচার্য্য ঐ বচন কে মনু বচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা।

মনুরপি—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতেপতৌ—পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতি রন্যো বিধীয়তে" ইহার অর্থ পূর্ব্বে উক্ত আছে।

বিদ্যা সাগর মহাশয় যে তিনবচন কে অবলম্বন করিয়া পরাশর সংহিতাকে মাত্র কলিযুগের ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়াছিলেন তন্মধ্যে দুই বচনের পূর্ব্বেই আলোচনা হইয়া নিঃসংশয়ে বোধ হইয়াছে যে কলিযুগের সমুদায় ধর্ম্মই বলিবেন অন্যান্যযুগেরও কিছু কিছু বলিবেন অতঃপর তৃতীয় বচন

আলোড়িত হইতেছে তাহাতেও ঐ প্রকার বোধহয় কিনা বিবেচনাকরুন যথা।

অতঃ পরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌযুগে
ধর্ম্মং সাধারণং শক্যং চাতুর্বর্ণ্যাশ্রমাগতং
সং প্রবক্ষ্যাম্যহং পূর্ব্ব পরাশর বচো যথা।

ইহারবিদ্যাসাগরকৃত অর্থ—অতঃপরগৃহস্থের কলিযুগে অনুষ্ঠেয়ধর্ম্ম ও আচার কীর্ত্তন করিব পূর্ব্বে পরাশর যেরূপ কহিয়াছেন তদনুসারে চারিবর্ণের ও চারি আশ্রমের অনুষ্ঠান ক্ষম সাধারণ ধর্ম্ম বলিব। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই যাহা অর্থ করিয়াছেন ইহাতে প্রথমত এক মহান দোষ হইতেছে যে কলিযুগে চারি আশ্রম নাই ব্রহ্মচারি, গৃহী, বান-প্রস্থ, ভিক্ষু এই চারি আশ্রমের মধ্যে তৃতীয় যে বানপ্রস্থ তাহাই কলিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে যথা বৃহন্নারদীয় পুরাণে।

মাংসাদনং তথাশ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্যচ
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ
মহা প্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চতথা মখং
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যান্ আহু র্মনীষিণঃ
বৃহন্নারদীয় পুরাণে কহিয়াছেন

শ্রাদ্ধে মাংসভোজন, বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন দত্তাকন্যাকে পুনর্ব্বার অন্যবরে দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, নরমেধ এবং অশ্বমেধযজ্ঞ, মহাপ্রস্থান গমন, গোমেধযজ্ঞ, কলিযুগে এই সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পণ্ডিতেরা নিষেধ করিয়াছেন এখন সকলে বিবেচনা করুন কলিতে বান-প্রস্থ আশ্রম যদি নিষিদ্ধ হইল তবে কলিতে চারিবর্ণের ও চারি আশ্রমের অনুষ্ঠানক্ষম সাধারণ ধর্ম্ম বলিব একথা কতদূর অশুদ্ধ হইতেছে এবং "সাধারণং" এই পদটিরও ব্যর্থ প্রয়োগ হইতেছে অতএব বিদ্যাসাগর কৃত অর্থ সম্যক প্রকারেই অশুদ্ধ কিন্তু এই করিলেই নির্দোষ হয় যথা।

অতঃ পর কলিতে গৃহস্থের ধর্ম্মাচার বলিব পূর্ব্ব পরাশর যে প্রকার বলিয়াছেন তদনুসারে চতুর্বর্ণের ও চতুরাশ্রমের শক্য সাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ চতুর্যুগসাধারণ ধর্ম্ম বলিব—

এই অর্থ করাতে কলিযুগে বানপ্রস্থ আশ্রম নিষিদ্ধ হইলেও চতুর্যুগ সাধারণ চতুরাশ্রমের ধর্ম্ম বলিবার ক্ষতি নাই এবং সাধারণ পদেরও

ব্যর্থ প্রয়োগ হইল না তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বচনকে অবলম্বন করিয়া পরাশরকে কেবল কলিধর্ম্ম বক্তা বলিয়াছিলেন তাহা তাঁর নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক হইয়াছে ইহাতে আর সংশয় মাত্রই রহিল না পরাশরকে মাত্র কলিধর্ম্ম বক্তা বলিবার জন্যে ঐ মহাশয় আরও একটি বচন যাহা স্থির করিয়াছেন সেই বচন তৎকৃত অর্থের সহিত উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে যথা।

* কৃতেতু মানবাধর্ম্মাঃ ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ

মনুর নিরূপিত ধর্ম্ম সত্যযুগের ধর্ম্ম গৌতমের নিরূপিত ধর্ম্ম ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম শংখলিখিতের নিরূপিত ধর্ম্ম দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম পরাশর নিরূপিতধর্ম্ম কলিযুগের ধর্ম্ম।

অতএব ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে ভগবান পরাশর কেবল কলিযুগের ধর্ম্মই নিরূপণ করিয়াছেন *

ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে তবে মনু কেবল সত্যের ধর্ম্মই নিরূপণ করিয়াছেন গৌতম কেবল ত্রেতার এবং শংখলিখিত কেবল দ্বাপর যুগের ধর্ম্মই নিরূপণ করিয়াছেন এ এ যদি এ ঐ যুগের ভিন্ন অন্যযুগের নিরূপণ করেন না তাহা হইলে বৃহস্পতির এই লিখন কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারেনা যথা।

(*) উক্তো নিয়োগো মনুনা নিষিদ্ধঃ স্বয়মেবহি
যুগহ্রাসা দশক্যোহয়ং কর্ত্তুমন্যৈ র্বিধানতঃ
তপো জ্ঞান সমাযুক্তাঃ কৃতত্রেতাযুগে নরাঃ
দ্বাপরে চ কলৌনৃণাং শক্তিহানি র্হিনির্ম্মিতাঃ

মনু স্বয়ং নিয়োগের বিধি দিয়াছেন স্বয়ংই নিষেধ করিয়াছেন যুগহ্রাস প্রযুক্ত অন্যেরা যথা বিধানে নিয়োগ নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, সত্যত্রেতা দ্বাপর যুগে মনুষ্যের তপস্যা জ্ঞান সম্পন্ন ছিল কিন্তু কলিতে মনুষ্যের শক্তি হানির নিশ্চয় আছে—

অর্থাৎ মনু নিয়োগ প্রকরণের পাঁচ বচনে ক্রমশঃ নিয়োগের বিধি দিয়াছেন তাহার পরস্থিত পাঁচ বচনের দ্বারা নিয়োগের নিষেধ করিয়াছেন এক বিষয়ে একজন কর্ত্তৃক বিধি ও নিষেধ কোনও মতেই সঙ্গত হইতে পারেনা অতএব ভগবান্ বৃহস্পতি মীমাংসা করিলেন যে সত্য ত্রেতা

---

* কুল্লুক ভট্টধৃত।

দ্বাপর যুগের পক্ষে নিয়োগের বিধি আর কলিযুগের পক্ষে নিয়োগের নিষেধ এই রূপে বৃহস্পতি কৃত মীমাংসা দ্বারা বোধ হইল মনু চতুর্যুগেরই ধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন ভগবান পরাশরও যে চতুর্যুগের ধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন তাহাও পূর্বে "যুগে যুগে চ সামর্থ্যং" ইত্যাদি পরাশর বচন ব্যাখ্যানুসারে কহিয়াছি এবং ভাষ্যকারও লিখিয়াছেন যে (সন্তিযদ্যপি মন্বাদয়ঃ কলিধর্মাভিজ্ঞাঃ) অর্থাৎ আছেন যদ্যপি মনু প্রভৃতি কলি ধর্মের অভিজ্ঞ— ইহার দ্বারা সমুদায় ঋষিরই কলিধর্ম বক্তৃত্বে নিশ্চয় হইল অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় (কলৌতু মানবা ধর্ম্মা) ইত্যাদি বচনের যে রূপ অর্থ স্থির করিয়াছেন তাহা নিতান্তই ভ্রান্তি মূলক তবে ঐ বচনের অর্থ এই যে ঐ ঐ ঋষি ঐ ঐ যুগের পক্ষ পাতী অর্থাৎ ঐ ঐ যুগের ধর্ম অধিক করিয়া বলিয়াছেন এবং অন্যান্য যুগধর্ম অল্প অল্প বলিয়াছেন ইহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হইল তবে পরাশরের প্রণীত হইলেই যে কলি ধর্ম হইবে ইহা স্থির হইলনা কিন্তু প্রকরণ দর্শন করিয়া জানিতে হইবে কোথায় কোন যুগের ধর্ম বলিতেছেন তাহাতে "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন কোন প্রকরণে উক্ত হইয়াছে ইহা জানিবার জন্যে ঐ বচনের পূর্বের পরের কতক গুলি বচন উদ্ধৃত করিতে হইল যথা

পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যয়াচ পরিবিদ্যতে
সর্ব্বেতে নরকং যান্তি দাতৃযাজক পঞ্চমাঃ ॥—১ ॥
দারাগ্নিহোত্র সংযোগং যঃ কুর্য্যাদগ্রজে সতি
পরিবেত্তা সবিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্ব্বজঃ ॥—২ ॥
দ্বৌকৃচ্ছ্রৌ পরি বিত্তেস্তু কন্যায়াঃ কৃচ্ছ্র এবচ
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রৌ দাতুশ্চ হোতা চান্দ্রায়ণংচরেৎ—৩
কুব্জ বামন ষণ্ডেষু গদ্গদেষু জড়েষুচ
জাত্যন্ধ বধিরেমূকে নদোষঃ পরিবেদনে—৪
পিতৃব্যপুত্রঃ সাপত্নঃ পরনারী সুতস্তথা
দারাগ্নি হোত্র সংযোগে ন দোষঃ পরিবেদনে—৫
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যদাতিষ্ঠেৎ আধানং নৈবচিন্তয়েৎ
অনুজ্ঞাতস্তুকুর্ব্বীত শংখস্য বচনং যথা—৬
নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতেপতৌ
পঞ্চস্বাপৎ সু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে—৭
মৃতে ভর্ত্তরি যানারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা

ধর্ম্মং সাধারণং শক্যং চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্র মাগতং
সংপ্রবক্ষ্যাম্যহংপূর্ব্ব পরাশর বচো যথা

ইহারপর কলিযুগে গৃহস্থের ধর্ম্মাচার এবং চতুর্ব্বর্ণের ও চতুরাশ্রমের সাধারণ অর্থাৎ সত্যযুগাদি সাধারণ শক্য ধর্ম্মাচার বলিব পূর্ব্ব কল্পের পরাশর যে প্রকার বলিয়াছেন।

সেই প্রতিজ্ঞাত সাধারণ ধর্ম্মই ঐ প্রকরণে বলিয়াছেন ঐ প্রকরণের ধর্ম্ম গুলির চতুর্যুগে ব্যবহার দেখিয়া ইহাই তাৎপর্য্য নিশ্চয় করিতে হইল তবেই ঐ প্রকরণের অন্তর্গত "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন সর্ব্ব-যুগের পক্ষে হইল এবং সত্যাদিযুগে বিধবাবিবাহ ব্যবহার থাকাতে ও সর্ব্ব যুগের পক্ষে হইল অতএব "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচনকে অবশ্যই সামান্য বচন বলিতে হইবে আর কলিযুগমাত্রে দ্বিতীয় বিবাহের নিষেধ বোধক যে সকল বচন তাহারাই বিশেষ বচন. অধিক-স্থানকে অধিকার করিয়াথাকে যে বচন সে সামান্য হয় আর সেই অধি কের মধ্যে অল্পস্থানকে অধিকার করিয়া থাকে যে বচন সেই বিশেষ বচন হয় এভিন্ন সামান্য বিশেষের অন্যকোন লক্ষণ নাই তবে যাহে-তাহেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারিযুগকে অধিকার করিয়া আছে যে "নষ্টেমৃতে" ইত্যাদি বচন তাহারাই অধিকস্থানে অধিকারে হইল আর মাত্র কলিযুগকে অধিকার করিয়া আছে যে সকল নিষেধ-বোধক বচন ইহাদের অল্পস্থানে অধিকার আছে অতএব ইহারাই বিশেষ বচন হইল সামান্য বিশেষের নিয়ম এই যে বিশেষই প্রবল হন আর সামান্য দুর্ব্বল হন অর্থাৎ বিশেষের অধিকারে সামান্য আসিতে পারেন না তাহা হইলেই মাত্র কলিযুগ ধরিয়া দ্বিতীয় বিবাহের নিষেধ হইয়াছে যে সকল বচনে তাহারা বিশেষ, কলিযুগ মাত্রে তাহা-দের অধিকার থাকিল আর "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন সামান্য, একারণ কলিযুগ ভিন্নে তাহার অধিকার হইল তবেই ফলিতার্থ হইল এই যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে দ্বিতীয় বার বিবাহ হইবে কলিযুগে হইবে না ইহাই যদি সুস্থির হইল তবে সকলে বিবেচনা করুণ বিদ্যাসাগর মহাশয় যে একটি মীমাংসা করিয়াছেন তাহা কতদূর অসঙ্গত হইতেছে যথা

* দেখপ্রথমতঃ —সতু যদ্যন্য জাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এববা
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রোবা দাসো দীর্ঘা ময়োপিবা—
ঊঢ়াপি দেয়া চান্যস্মৈ সহাভরণ ভূষণা—(১)

---

* পরাশর ভাষ্য ও নির্ণয় সিন্ধু ধৃত কাত্যায়ন বচন।

দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্যচ
কলিযুগে দত্তাকন্যাকে পুনরায় অন্য পাত্রকে দান করিবেক না।
দত্তাকন্যা প্রদীয়তে।
কলিযুগে দত্তাকন্যার পুনর্দান নিষিদ্ধ,

এই রূপে আদি পুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যত কলিযুগের পক্ষে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ নিষেধ করিতেছেন তদনন্তর পরাশর,

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতেপতৌ
পঞ্চ স্বাপৎ সু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে

স্বামি অনুদ্দেশ হলে, মরিলে, সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে, ক্লীবস্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্র বিহিত। পাঁচটি স্থল ধরিয়া আদি পুরাণ প্রভৃতি কৃত সামান্য নিষেধের প্রতি প্রসব করিতেছেন অর্থাৎ পাঁচস্থলে কলিযুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের অনুজ্ঞা দিতেছেন

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন প্রথমতঃ কাত্যায়ন প্রভৃতি সংহিতা কর্ত্তা মুনির বচন কএক স্থলে সামান্যতঃ সকল যুগের পক্ষে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহের অনুজ্ঞা ছিল তৎপরে আদি পুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যাকারে কলিযুগের পক্ষে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ হইয়া ছিল তদনন্তর পরাশর সংহিতাতে অনুদ্দেশাদি পাঁচস্থল ধরিয়া কলিযুগের পক্ষে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের বিশেষ বিধি হইয়াছে সামান্য বিশেষ স্থলে বিশেষ বিধি নিষেধই বলবান্ হয় অর্থাৎ যে যে স্থলে বিশেষ বিধি অথবা বিশেষ নিষেধ থাকে তদতিরিক্ত স্থলে সামান্য বিধি অথবা সামান্য খাটে।*

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই মীমাংসা সঙ্গত হইতে পারিত যদি পরাশর সংহিতাতে যুগান্তরীয় কোনও ধর্ম্মের নিরূপণ না হইয়া মাত্র কলি ধর্ম্মই নিরূপিত হইত কিন্তু পরাশর যে সমুদায় যুগেরই ধর্ম্ম বক্তা পরাশর সংহিতাতে সত্যাদি যুগের ধর্ম্মও আছে পূর্ব্বে কহিয়াছি তবে কোন বচন কোন যুগের পক্ষে ইহা কেবল প্রকরণ দেখিয়া স্থির করিতে হইবে তবেই প্রকরণ দর্শনে " নষ্টে মৃতে " ইত্যাদি বচন চতুর্যুগের বলিয়াই স্থির হইয়াছে তাহাহইলেই পাঁচ স্থল ধরা থাকিলেও সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারি যুগের পক্ষে হওয়াতে মাত্র কলি যুগ ধরিয়া নিষেধ বোধক যে সকল বচন তাহাদের নিকটে দুর্ব্বল হইল যদি দুর্ব্বল হইল তবে আর " নষ্টে মৃতে " ইত্যাদি বচনের পুনর্বিবাহ বিধি কলি যুগে খাটিল না সত্য, ত্রেতা,

দ্বাপর এই তিন যুগেই খাটিল আর পুনর্বিবাহের নিষেধই কলিযুগে থাকিল. বিশেষতঃ " নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচনের ৪ চারিটি বচন পূর্ব্বে পরাশর কলি যুগের পুত্র বিধান করিয়াছেন তাহাতে বিধবার পুত্রকে গ্রহণ না করাতে এবং ভাষ্যকার প্রসঙ্গাৎ * এইরূপ আভাষ দেওয়াতে নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে ঐ দ্বিতীয় বিবাহ কলিযুগের নয় যুগান্তরের আরও একটি সূক্ষ্ম বিবেচনা করুণ যখন ব্যাস, পিতার নিকটে জ্ঞাত ধর্ম্মের পরিচয় দিতেছেন যে,

† শ্রুতামে মানবাধর্ম্মাঃ বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা
গার্গেয়া গৌতমীয়াশ্চ তথাচৌশনসাঃ স্মৃতাঃ
অত্রে র্বিষ্ণোশ্চ সংবর্ত্তা দক্ষাদঙ্গির সস্তথা
শাতাতপাশ্চ হারীতা যাজ্ঞবল্ক্যাস্তথৈবচ
আপস্তম্ভ কৃতাধর্ম্মা শঙ্খস্য লিখিতস্য চ
কাত্যায়ন কৃতাশ্চৈব তথা প্রাচেত সান্মুনেঃ
শ্রুতাহ্যেতে ভবৎ প্রোক্তা শ্রুতার্থামে ন বিস্মৃতাঃ
অস্মিন্ মন্বন্তরে ধর্ম্মাঃকৃত ত্রেতাদিকে যুগে।

আমি আপনকার নিকটে মনু, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গর্গ, গৌতম, উশনা, অত্রি, বিষ্ণু, সম্বর্ত্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শাতাতপ, হারিত, যাজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ব, শঙ্খ, লিখিত, কাত্যায়ন, ও প্রাচেতসনিরূপিত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি যাহা শ্রবণ করিয়াছি বিস্মৃত হই নাই সে সকল সত্য ত্রেতাদ্বাপর এই তিন যুগের ধর্ম্ম। ‡

এই বচনের বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন এই অর্থ করিয়াছেন তখন কাত্যায়ন বচনে এবং বশিষ্ঠ বচনে পতিত, ক্লীব, যথেচ্ছাচারি প্রভৃতি কান্ত-

---

* প্রসঙ্গ শব্দের অর্থ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে অন্যের উদ্দেশে অন্য ওয়ার নাম প্রসঙ্গ। যাহা প্রসঙ্গত হয় তাহাতে উদ্দেশ থাকেনা তবেই বিধবাদি স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ যখন প্রসঙ্গ ক্রমে পরাশর বলিয়াছেন তখন উহাতে পরাশরের উদ্দেশ ছিলনা স্থির হইল যদি উদ্দেশ না থাকিল তবে দ্বিতীয় বিবাহ কলি ধর্ম্মও হইতে পারিলনা কলিধর্ম্ম হইলে সমগ্র কলিধর্ম্ম বক্তা যে পরাশর তাঁহার অবশ্যই উহাতে উদ্দেশ থাকিত।

† পরাশর সংহিতা।

‡ বিদ্যাসাগর কৃত বিধবা বিবাহ পুস্তকের ॥ ৩৮ ॥ পৃষ্ঠাদেখ—

পূর্ব্ব পাত্রে কন্যা বিবাহিতা হইলে পুনরায় অন্য পাত্রে বিবাহ দেবার যে, বিধি আছে সেবিধি কলির পক্ষে হইলনা কেবল সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগেই হইল এবং নারদ কহিয়াছেন যে।

*নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ
পঞ্চ স্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে

পতির অনুদ্দেশ, মরণ, সংসার ত্যাগ, ক্লীবতা, পাতিত্য, এই পাঁচ প্রকার আপদ্ ঘটিলে নারীদের অন্যপতি শাস্ত্র বিহিত।

এই নারদ বচনে যে পুন র্বিবাহের বিধি আছে ইহাও কলিতে নয় তাহার কারণ নারদ সংহিতা যেহেতুক মনু সংহিতার অন্তর্গত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে মনু যখন কলিভিন্ন তিনযুগ মাত্রের ধর্ম্মবক্তা তখন মনু সংহিতার অন্তর্গত যে নারদ সংহিতা তাহাতেও কলির ধর্ম্ম নাই কেবল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এইতিনযুগের ধর্ম্মই আছে ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সুতরাং বলিতে হইবে নারদ সংহিতা যে মনু সংহিতার অন্তর্গত তাহাতে প্রমাণ দিতেছি যথা।

ভগবান্মনুঃপ্রজাপতিঃ সর্ব্বভুতানুগ্রহার্থ মাচারস্থিতি
হেতুভূতং শাস্ত্রং চকার তদেতৎ শ্লোক শত সহস্র
মথ মাসীৎ তেনাধ্যায় সহস্রেণ মনুঃ প্রজাপতি
রুপনিবধ্য দেবর্ষয়ে নারদায় প্রাযচ্ছৎ সচ
তস্মাদধীত্য মহত্বান্নায়ংগ্রন্থঃ সুকরো মনুষ্যাণাং
ধারযিতু মিতি দ্বাদশভিঃ সহস্রৈঃ সঞ্চিক্ষেপ তচ্চ
সুমতয়ে ভার্গবায় প্রাযচ্ছৎ সচ তস্মাদধীত্য
তথৈব আয়ুহ্রাসা দল্পীয়সী মনুষ্যাণাংশক্তিঃ
ইতিজ্ঞাত্বা চতুর্ভিঃ সহস্রৈঃ সঞ্চিক্ষেপ তদেতৎ সুমতি
কৃতং মনুষ্যা অধীয়স্তে বিস্তরেণ শত সাহস্রং দেবগ
ন্ধর্ব্বাদয়ঃ †

ভগবান্ মনুপ্রজাপতি সর্ব্বভূতের হিতার্থে আচার রক্ষার হেতুস্বরূপ শাস্ত্র কহিয়াছিলেন সেই শাস্ত্র লক্ষশ্লোকে রচিত মনুপ্রজাপতি সেই শাস্ত্র সহস্র অধ্যায়ে সংকলন করিয়া দেবর্ষি নারদকে দেন দেবর্ষি মনুর নিকটে সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বহুবিস্তৃতগ্রন্থ মনুষ্যের অভ্যাস করা দুষ্কর ভাবিয়া দ্বাদশ সহস্রশ্লোকে সংক্ষেপে সার সংগ্রহ করেন সেই সং-

---

* নারদ সংহিতা
† নারদ সংহিতা।

করিয়া এবং আয়ুর্হ্রাস সহকারে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস দেখিয়া শতসহস্র শ্লোকে সংক্ষেপে সারসংগ্রহ করিলেন মনুষ্যেরা সেই সংক্ষিপ্ত সংহিতা অধ্যয়ন করে।

নারদ সংহিতার আরম্ভেই এই গদ্য লিখিত হইয়াছে তবেই নারদোক্ত "নষ্টেমৃতে।" ইত্যাদিবচনও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে কলিযুগের পক্ষে হইল না যে হেতুক তিনি বলিয়াছেন মনুপ্রভৃতি নিরূপিত ধর্ম্ম কার্য্য কলিযুগের নয় কেবল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এইতিন যুগের ইহাই যদি সুস্থির হইল তবে আদিপুরাণ আদিত্যপুরাণ ও বৃহন্নারদীয় পুরাণে কলিযুগে যে পুনর্ব্বিবাহের নিষেধ হইয়াছে এ নিষেধ, ঐ কাত্যায়ন বশিষ্ঠ এবং নারদ এই ঁদের উক্ত পুনর্ব্বিবাহের উপর হইল না কিরূপেই বা হইবে ঐ ঋষি ত্রয়ের উক্ত পুনর্ব্বিবাহ বিধি যে হেতুক কলিতে নয় তবেই এক্ষণে অনুসন্ধান করিতে হইল এই যে কলিতে পুনর্ব্বিবাহের বিধি কোনস্থানে আছে কিম্বা তাহা হইলেই সেই বিধির উপর ঐ সকল পুরাণোক্ত নিষেধ খাটিতে পারিবে নতুবা পুরাণোক্ত নিষেধগুলি উন্মত্ত প্রলাপ হইয়াউঠিবে তাহাতে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম পরাশরসংহিতাই কলির ধর্ম্মশাস্ত্র ইহাতে কলিধর্ম্ম বৈ অন্যধর্ম্ম নাই বিদ্যাসাগর মহাশয় কহিয়াছেন তবে সেই পরাশর সংহিতাতে পুনর্ব্বিবাহের বিধি আছে যথা।

নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎ সু নারীণাম্ পতিরন্যোবিধীয়তে

পতির অনুদ্দেশ, মরণ, সন্ন্যাস, ক্লীবত্ব, পাতিত্য, এই পাঁচ প্রকার আপদ্ ঘটিলে নারীদিগের অন্য পতি শাস্ত্র বিহিত—

পরাশরোক্ত এই বচনে যদি কলিতে পুনর্ব্বিবাহ বিধি থাকিল তবে কাযে কাযেই পুরাণোক্ত নিষেধগুলি এই বিধিরই উপর হইল তাহা হইলেই একঋষি কলিতে বিধবাবিবাহদিতে বলিলেন আর কতকগুলি ঋষি কলিতেই বিধবাবিবাহের নিষেধ করিতেছেন এই মহাসুবিরোধই বিদ্যাসাগর মহোদয়ের ব্যাখ্যাতে হইয়া উঠিল ঋষিগণ সকলেই অত্যন্তচেতা সত্যবাদী এপ্রকার নাহলে ঋষিগণকে বুঝায়না কিন্তু বিদ্যাসাগর মহোদয়ের ব্যাখ্যাতে পরাশর এবং ব্যাস উভয়কেই অথবা এক জনকে বিভ্রান্তচেতা অর্থাৎ উন্মাদ বলিতে হইতেছে অতএব উক্ত মহোদয়ের গোড়াগুড়িই ভ্রম হইয়াছে মনুপ্রভৃতির নিরূপিতধর্ম্ম কলির নয় কেবল সত্যত্রেতা দ্বাপ-

মূল ইহাভ্রম পরাশর কেবল কলিধর্ম বক্তা ইহাভ্রম পরাশর সংহিতাতে অন্যযুগের ধর্ম নাই ইহাভ্রম এবংসামান্য বিশেষ ন্যায়ে যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহাও ভ্রম। নষ্টেমৃতে ইত্যাদি বচনের সত্যাদি যুগে অধিকার থাকাতে সে বচন অবশ্যই সামান্যবচন হইবে তাহাকে বিশেষ বচন বলিয়াছেন আর কলিযুগমাত্রে নিষেধ বোধক যে সকল পুরাণ বচন তাহারাই বিশেষ বচন হইবে তাহাদিকে উক্ত মহাশয় সামান্যবচন বলিলেন।

বাস্তবিক ইহার ফলিতার্থ এই সকল ঋষিই সকলযুগের ধর্মজ্ঞ তবে কেহ কেহ কোন কোন যুগের অধিক জানেন কেহ কেহবা অল্প জানেন অতএবশাস্ত্র অনেক স্থল বিশেষে পুনর্ব্বিবাহের বোধক হইয়াছে যে কাত্যায়ন বচন ও বশিষ্ঠ বচন নারদবচন এবং নারদবচনের একাকার "নষ্টেমৃতে" ইত্যাদি পরাশর বচন এই সকল বচনই সামান্য বচন হইল এবং ঐ সকল বাক্যের পরস্পর এক বাক্যতা (২) হইয়া। "নষ্টেমৃতে" ইত্যাদি বচনে পাঁচ স্থলআছে তাহা উপলক্ষণ হইল (৩) অর্থাৎ কাত্যায়ন প্রভৃতির বচনে বোধ হইয়াছিল যে পতিত, ক্লীব, ভিন্নজাতীয়, প্রভৃতিতে বিবাহ ঘটিলে সেকন্যার পুনর্ব্বার পাত্রান্তরে বিবাহ দেবে। "নষ্টেমৃতে।" ইত্যাদি বচনেও তাহাবোধ হইয়া বিলক্ষণরূপেই সামান্য হইল।

আর কলি যুগধরিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে যে সকল বচনে তাহারাই বিশেষ নিষেধ হইল বিশেষ নিষেধের অতিরিক্ত স্থানে অর্থাৎ কলিভিন্নে সামান্য বচনের অধিকার থাকিল অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা থাকিল ইহাতে সঙ্গত ব্যাখ্যা হইল, বিদ্যা সাগর মহাশয়। "নষ্টেমৃতে।" ইত্যাদি বচনকে

॥ ২ ॥ কাকেভ্যো দধিরক্ষ্যতাং। কাক হইতে দধি রক্ষাকর এই কথা বলিলে শ্রোতা বুঝিবে যে কাক শব্দ উপলক্ষণ অর্থাৎ কাকশব্দের অর্থ কেবল কাকনয় কিন্তু মার্জার কুকুরাদি যে যে দধি নষ্ট করিতে পারে সেই সকলই এস্থানে কাক শব্দের অর্থ ঐ সকল হইতেই দধিরক্ষা করিতে হইবে।

॥ ৩ ॥ অনেকপ্রকার বাক্যের একপ্রকার অর্থ হওয়ার নাম এক বাক্যতা যেমন সর্ব্বজ্ঞ পাঁচজন ঋষি কেহ বলিলেন কাশী মরণে মুক্তি হয় কেহ বলিলেন অযোধ্যা মরণে মুক্তি হয় কেহ বলিলেন পুরুষোত্তম দর্শনে মুক্তি হয় এই প্রকার পাঁচ জনে পাঁচপ্রকার বলিলেও প্রত্যেক ঋষির বাক্য হইতেই ঐ পাঁচ প্রকার অর্থের বোধ হইবা ঐ পাঁচ প্রকার বাক্যেরই এক [illegible] হইল।

কলির ধর্ম্ম বলাতে পরাশরের প্রতি একটি মহান্ অনুযোগ হইতে পারিত যে পতির অনুদ্দেশ হইলে নারীদিগে অন্যপতি করিতে বলিলেন কিন্তু পূর্ব্ব পতির অনুদ্দেশে কতকাল প্রতীক্ষা করিবে তাহা কিছুই বলিলেন না তাহাতে একদিন কিম্বা একপ্রহর মাত্র পতির অনুদ্দেশ হইলেও অন্য পতি করিতে পারে তাহাহইলেই কলির মনুষ্যদিগের হিতকর ধর্ম্মবলিতে সংকল্প করিয়া পরাশরকর্ত্তৃক নিতান্ত অহিতকর ধর্ম্ম বলা হইল এই অনুযোগ অস্মদাদির উক্ত ব্যাখ্যাতে ঘটিল না কারণ সেই সর্ব্বদর্শী পরাশর অবশ্যই জানেন যে সাধারণধর্ম্মকথনের প্রসঙ্গক্রমেই আমি দ্বিতীয় বার বিবাহের ব্যবস্থা বলিতেছি কিন্তু মৎকৃতপুত্র বিধান অনুসারে এবং কলিতে নিষেধ বোধক বিশেষ বচন দ্বারা এই দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা কলিযুগ হইতে নিরস্ত হইয়া সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিনযুগমাত্রেই অবস্থান করিবে তবে এক্ষণে উহার কালনিয়ম করা নিষ্প্রয়োজন হইতেছে এই জন্য অনুদ্দেশস্থলে প্রতীক্ষার কাল নিরূপণ বলিলেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় আর একটি মীমাংসাকরিয়াছেন যথা

* স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন, উদ্বাহতত্ত্বে বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন কেহকেহ উহাকেই কলিযুগে বিধবা বিবাহের নিষেধক বচন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাকরেন অতএব এক্ষণে উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের অর্থ ও তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইতেছে।

বৃহন্নারদীয় পুরাণং

সমুদ্র যাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু বিধারণং—
দ্বিজানা মসবর্ণাসু কন্যাসু পযমস্তথা।
দেবরেণ সুতোৎপত্তি র্মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ—
মাংসাদনং তথাশ্রাদ্ধে বান প্রস্থাশ্রমস্তথা।
দত্তায়াশ্চৈবকন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্যচ
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্ব মেধকৌ—
মহাপ্রস্থান গমনং গোমেধশ্চ তথামখং
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যান্ আহুর্মনীষিণঃ

সমুদ্র যাত্রা, কমণ্ডলুধারণ, দ্বিজাতির ভিন্নজাতীয়স্ত্রী বিবাহ, দেবরদ্বারা পুত্রোৎপাদন, মধুপর্কে পশুবধ, শ্রাদ্ধে মাংসভোজন, বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বন, এক জনকে কন্যাদান করিয়া সেই কন্যার পুনর্ব্বার অন্যবরে দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, নরমেধ যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, মহাপ্রস্থান গমন,

[illegible] উক্ত, এই সকল বর্ণের কলিতে অনুষ্ঠান করিতে পণ্ডিতেরা নিষেধ করিয়াছেন — এই সকল বচনের কোনও অংশেই বিধবা বিবাহের নিষেধ প্রতিপন্ন হইতেছেনা যাহারা এক জনকে কন্যা দান করিয়া পুনরায় অন্য বরে দান, এই ব্যবহারের নিষেধকে বিধবা বিবাহের নিষেধ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন তাঁহারা ঐ নিষেধের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন্না পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এই ব্যবহার ছিল, কোন ব্যক্তিকে বাগদান করিয়া পরে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর পাইলে তাহাকেই কন্যাদান করিত যথা—

সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ড ভাক্
দত্তামপিহরেৎ পূর্ব্বাৎ শ্রেয়াংশ্চেৎ বর আব্রজেৎ

কন্যাকে একবার মাত্র দান করা যায়, দান করিয়া হরণ করিলে চৌর দণ্ড প্রাপ্ত হয় কিন্তু পূর্ব্ববর অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠবর উপস্থিত হইলে দত্তা-কন্যাকেও পূর্ব্ব বর হইতে হরণ করিবে অর্থাৎ তাহার সহিত বিবাহ না দিয়া উপস্থিত শ্রেষ্ঠবরের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেক॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বযুগে অগ্রে একবরে কন্যা দান করিয়া পরে সেইবর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবর উপস্থিত হইলে তাঁহাকে কন্যাদান করার এই যে শাস্ত্রানুমত ব্যবহার ছিল বৃহন্নারদীয়ের বচনদ্বারা ঐ বচনের নিষেধ হইয়াছে, অতএব এই নিষেধকে কলিযুগের বিধবা বিবাহের নিষেধ বলিয়া বোধ করা কোন-ক্রমে বিচারসিদ্ধ হইতেছে না।*

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই মীমাংসা কতদূর অসঙ্গত তাহা সকলে বিবেচনা করুণ নিষেধ বোধক বৃহন্নারদীয় পুরাণ মধ্যে “দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্যচ” এই পাঠ আছে ইহার অর্থ হইল যে কলিতে দত্তা কন্যার পুনর্ব্বার দান করিবেনা কুশ বারি সংযোগ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যে কন্যাকে পাত্র হস্তে সমর্পণ করা গিয়াছে, সেইটিই দত্তা কন্যা শব্দের মুখ্যার্থ অর্থাৎপ্রধান অর্থ শব্দের প্রধান অর্থই সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হয় সেই প্রধান অর্থের অন্বয়ে যদি কোনও প্রতিবন্ধক ঘটে তবেই অপ্রধান অর্থের উপস্থিত হইয়া শাব্দ বোধ হয়, দত্তাকন্যা এশব্দের উক্ত প্রকার অর্থই প্রধান অর্থ আর বাগ্দত্তা এইটি অপ্রধান অর্থ ইহা বলাই বাহুল্য। দান, এই শব্দ প্রয়োগ করিলে আপামর সাধারণ সকল ব্যক্তিরই বোধ হয় যে প্রকৃত দান, নতুবা বাগ্দান কি মনে মনে দান, ইহা কদাচই বোধ হয় না তবে যদি পূর্ব্বে বাগ্দান কি মনে মনে দানের উল্লেখ করা হইয়া থাকে [illegible] তাৎপর্য্য বোধ হয় তবেই বাগ্দানকে কি মনে [illegible] [illegible] তাহা না থাকিলে দান শব্দে শেষ দানকেই বোধ করাইবে

অতএব দান শব্দের প্রধানার্থই শেষ দান আর শেষ দানের পূর্ব্ব কর্ত্তব্য যে বাগ্দান কি মনে মনে দান তাহারা দান শব্দের অপ্রধানার্থ ইহা অবশ্যই স্থির করিতে হইবে তাহা হইলে দত্তা কন্যাকে পুনর্দ্দান করিবে না এই প্রকার বাক্য পুরাণ মধ্যে থাকাতে সকল ব্যক্তিরই বোধ হইতে পারে কি না যে, কুশবারি সংযোগে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পাত্র হস্তে সমর্পিত হইয়াছে যে কন্যা সেই দত্তা কন্যা তাহাকেই পুনর্ব্বার পাত্রান্তরে দান করিবে না। নতুবা বাগ্দত্তা কি মনে মনে দত্তা কন্যাকে পুনর্ব্বার পাত্রান্তরে দান করিবে না ইহা কদাচই ঐ পুরাণ হইতে বোধ হইতে পারে না অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন যে

সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্‌
দত্তামপি হরেৎ কন্যাং শ্রেয়াংশ্চেৎ বর আব্রজেৎ'

কন্যাকে এক বার দান করিবে দান করিয়া হরণ করিলে চৌরদণ্ড প্রাপ্ত হয় কিন্তু পূর্ব্ববরের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবর উপস্থিত হইলে দত্তা কন্যাকেও হরণ করিবে অর্থাৎ পূর্ব্ববরে বাগ্দত্তাকে পূর্ব্ববরে না দিয়া শ্রেষ্ঠবরের সহিত বিবাহ দিবেক।

এই বচনে এক বরে বাগ্দত্তাকে যে শ্রেষ্ঠ অন্য বরে বিবাহ দেবার বিধি ছিল তাহাই ঐ বৃহন্নারদীয় পুরাণ বচন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে এই কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিতান্তই ভ্রান্তি মূলক। কারণ ঐ বিধি সমস্ত ব্যবহার বর্ত্তমান সময়েও চলিতেছে দেখ কোন বরে বিবাহ স্থির করিয়া সেই বরের অত্যন্ত পান দোষ কি অত্যন্ত লাম্পট্য দোষ কি অসাধ্য পীড়া শ্রবণ করিলে পূর্ব্ব বরে না দিয়া অনেকেই অন্যবরে কন্যা দান করিতেছে কিন্তু পুরাণ দ্বারা ঐ ব্যবহার নিষিদ্ধ হইলে এক বারেই উঠিয়া যাইত লোক সমাজে গন্ধ বাষ্পও থাকিত না আর ও এক চমৎকার দেখ দত্তা কন্যার দান করিবে না এই পুরাণ বাক্যের বিদ্যাসাগর মহাশয় তাৎপর্য্য নিশ্চয় করিলেন যে, বাগ্দত্তা কন্যার দান করিবে না, দত্তা কন্যাকে পুনর্ব্বার দান করিতে পারিবে কিন্তু ইহা দেখেন নাই যে দত্তা কন্যা মাত্রেই প্রায় বাগ্দত্তা হয় অগ্রে বাগ্দান করিয়া তাহার পর কন্যা দান করে ইহাই চির প্রসিদ্ধ ব্যবহার আছে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে

প্রয়াগে মুক্তিস্তং যেন তেন গঙ্গা বরাটিকা

অন্যত্র যে মুক্ত করিতে পারে গঙ্গাতে মুক্ত করা তার সামান্য, অর্থাৎ গঙ্গা যমুনা সরস্বতী এই পরিমিলিত তীর্থ প্রয়াগে যে মুক্ত করিতে পারে

সে কেবল গঙ্গাতে অনায়াসেই মূত্র করিতে পারে এই রূপ কথাই দৃষ্টান্ত বিষয়ে সকলে বলিয়া থাকে এভিন্ন কেহ বলে না যে প্রয়াগে মূত্র করিবে অর্থাৎ গঙ্গা যমুনা সরস্বতীতে মূত্র করিবে কিন্তু কেবল গঙ্গাতে মূত্র করিবে না এরূপ কথা কাহাকেও বলিতে দেখা যায় না কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত ব্যাখ্যাতে বলিলেন যে বাগ্দানাদি ও বরহস্তে সম্প্রদান হইয়াছিল যে কন্যার তাহাকে পুনর্দান করিবে কিন্তু কেবল বাগ্দত্তাকে পুনর্দান করিতে পারিবে না। ইহাই ঐ মহাশয়ের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল, অতএব বৃহন্নারদীয় পুরাণের উক্ত মহাশয় যে অর্থ করিয়াছিলেন তাহা নিতান্তই অসঙ্গত, এবিষয়ে আর অণুমাত্রও সংশয় রহিল না।

আদিত্য পুরাণে।

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তকন্যা প্রদীয়তে॥
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়ি দ্বিজাগ্র্যাণাং ধর্ম্ম্যযুদ্ধেন হিংসনং॥
বানপ্রস্থাশ্রমস্যাপি প্রবেশোবিধি দেশিতঃ।
বৃত্তস্বাধ্যায় সাপেক্ষ মঘসংকোচনং তথা॥
প্রায়শ্চিত্ত বিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকং।
সংসর্গ দোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ॥
দত্তৌরসেতরেষাঞ্চ পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাস গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাং॥
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থ সেবাতি দূরতঃ
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্কতাদি ক্রিয়াপিচ
ভৃগ্বগ্নি পতনঞ্চৈব বৃদ্ধাদি মরণং তথা
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ॥

দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, কমণ্ডলু ধারণ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, দত্তাকন্যার দান, দ্বিজাতির অসবর্ণা কন্যা বিবাহ, ধর্ম্ম যুদ্ধে আততায়ি ব্রাহ্মণের প্রাণবধ, বান প্রস্থাশ্রমাবলম্বন, চরিত্র ও বেদাধ্যয়ন অনুসারে অশৌচ সংকোচ, ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, পাতকির সংসর্গে দোষ, মধুপর্কে পশুবধ, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন পুত্র পরিগ্রহ, গৃহস্থ দ্বিজের শূদ্র মধ্যে দাস,

গোপাল, অর্দ্ধসারীর অন্ন ভোজন, অতিদূরতীর্থ যাত্রা, শূদ্রকর্তৃক ব্রাহ্মণের পাকাদি ক্রিয়া, উচ্চ স্থান হইতে পতন, অগ্নি প্রবেশ, বৃদ্ধাদি মরণ, পণ্ডিতেরা লোকরক্ষার নিমিত্ত কলির আদিতে ব্যবস্থা করিয়া এই সকল ধর্ম রহিত করিয়াছেন

এই আদিত্য পুরাণ বচনে যে "দত্তাকন্যা পুনীয়তে" বাক্য আছে অর্থাৎ দত্তাকন্যাকে দান করিতে কলিতে নিষেধ করিয়াছেন ইহারও পূর্ব্বমত তাৎপর্য্য নিশ্চয় করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন যে বাগ্দত্তা কন্যাকে দান করিবেনা তাহাতে আমার পূর্ব্বের উত্তরেই উত্তর দেওয়া হইয়াছে বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণের বিদ্যাসাগর মহাশয় যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি আপনিই বোধহয় জানিতে পারিয়াছিলেন যে এব্যাখ্যা আমার ভাল হইল না সেই জন্য পরেই আবার লিখিয়াছেন যে

* যদি নিষেধ বাদিরা ঐ ব্যাখ্যাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে বিবাদ করেন অথবা বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণের ঐ সকল বচনকে বিধবা বিবাহের নিষেধ বলিয়া আগ্রহ প্রদর্শন করেন তবে এক্ষণে এই কথা বিবেচ্য হইতেছে যে পরাশর সংহিতাতে বিধবা বিবাহের বিধি আছে আর বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণে বিধবা বিবাহের নিষেধ আছে ইহার মধ্যে কোন শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয় সংহিতাতে এবিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন

যথা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্রদৃশ্যতে
তত্রশ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥

যে স্থলে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইবেক সে স্থলে বেদই প্রমাণ আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে স্মৃতিই প্রমাণ। অর্থাৎ যে স্থলে কোন বিষয়ে বেদে এক প্রকার কহিতেছে স্মৃতিতে অন্য প্রকার পুরাণে আরএক প্রকার কহিয়াছে সে স্থলে কর্ত্তব্য কি অর্থাৎ কোন শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া চলা যাইবেক, ভগবান্ বেদব্যাস মীমাংসা করিতেছেন বেদ স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে বেদ অনুসারে চলিতে হইবেক আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে স্মৃতি অনুসারে চলিতে হইবেক। অতএব দেখ যদিই ঐ সমস্ত বচনকে বিধবা বিবাহের নিষেধক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পার তাহাহইলে পরাশর সংহিতার সহিত বৃহন্নারদীয় পুরাণের ও আদিত্য পুরাণের বিরোধ হইল অর্থাৎ পরাশর কলিযুগে বিধবাবিবাহের বিধি দিতেছেন বৃহন্নারদীয়

দীয় পুরাণ ও আদিত্য পুরাণে বিধবাবিবাহের নিষেধ করিতেছেন কিন্তু পরাশর সংহিতা স্মৃতি বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণ পুরাণ, স্বয়ং ব্যবস্থা দিতেছেন স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে পুরাণ অনুসারে না চলিয়া স্মৃতি অনুসারে চলিতে হইবেক সুতরাং বৃহন্নারদীয় পুরাণে ও আদিত্য পুরাণে যদিও বিধবা বিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হয় তথাপি তদনুসারে না চলিয়া পরাশর সংহিতাতে বিধবা বিবাহের যে বিধি আছে তদনুসারে চলাই কর্ত্তব্য স্থির হইতেছে। অতএব কলিযুগে বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্র বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা নির্ব্বিবাদে স্থির হইল॥ *

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই মীমাংসাটীও কতদূর অসঙ্গত তাহা বিবেচনা করুন বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণে কলিতে বিধবা বিবাহের নিষেধ হইয়াছে পরাশর স্মৃতিতে ও যদি কেবল কলিতেই বিধবা বিবাহের বিধি হইত তাহা হইলেই পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইয়া ঐ মীমাংসা সঙ্গত হইতে পারিত কিন্তু পরাশর স্মৃতিতে কোন যুগ বিশেষ নির্দ্ধারিত না করিয়া সামান্যতঃ বিধবা বিবাহের বিধি হইয়াছে এবং বিধবার বিবাহ বোধক বচনের পূর্ব্বের এবং পরের বচন গুলির সকল যুগের ধর্ম্ম বোধকত্ব দেখা যাইতেছে তাহা হইলেই মধ্যবর্ত্তি একটি যে বিধবা বিবাহের বিধি বচন সেটিও সুতরাং সকলযুগের পক্ষে হইয়া উঠিল পরাশরের উক্ত হইলেই যে কলি যুগের পক্ষে হইবে এভ্রম পূর্ব্বেই নিরাকৃত হইয়াছে কেবল প্রকরণ দেখিয়া কোন বচন কোন যুগের জানিতে হইবে তাহাতে বিধবা বিবাহের বিধিবচন যদি সকল যুগের পক্ষে হইল তবেই সামান্য বচন হইল আর কেবল কলিযুগে বিধবা বিবাহের নিষেধকে বোধকরাইতেছে যে বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণ তাহারাই বিশেষ বচন হইল বিশেষের অতিরিক্ত স্থানে সামান্যের অধিকার হইবে সামান্য বিশেষ স্থলে এই নিয়ম সিদ্ধই আছে তবেই বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণে বিধবা বিবাহের নিষেধ কলিতে থাকিল, পরাশরের সামান্য বচনের বিধবা বিবাহ বিধি কলি ভিন্নে কেবল সত্যত্রেতা দ্বাপরে এই তিন যুগে থাকিল ইহাতে স্মৃতির সহিত পুরাণের কিঞ্চিন্মাত্র বিরোধ ঘটিল না এবং স্মৃতি ও পুরাণ উভয়ই সার্থক হইল ইহা না করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় স্মৃতি পুরাণ দুই শাস্ত্রের বিরোধ ঘটাইয়া ব্যাখ্যা যাহা করিয়াছেন তাহাতে স্মৃতি এবং পুরাণ এই উভয়টির সার্থক্য হয় না পুরাণ বচন গুলি কিঙ্গুবাক্যের ন্যায় নিরর্থক হইতেছে অতএব তাদৃশ বাক্য কোনমতেই পণ্ডিত গ্রাহ্য হইতে পারে না॥

আরও কিঞ্চিৎ বিবেচনা করুন—পরাশর সংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমে প্রকাশ আছে যথা।

সংপ্রবক্ষ্যাম্যহং পূর্ব্ব পরাশর বচো যথা।

আমি সেই প্রকার বলিব পূর্ব্বকল্পীয় পরাশর যে প্রকার বলিয়াছেন ইহার দ্বারা সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে যে পরাশর সংহিতা পূর্ব্বকল্পীয় পরাশরের প্রণীত ছিল সেই সংহিতার স্মরণ করিয়া এ কল্পের পরাশর ধর্ম্ম কহিয়াছেন যদি পূর্ব্বকল্প অবধি পরাশর সংহিতা ছিল তবে "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচনটি ও সুতরাং পূর্ব্ব কল্প অবধি ছিল॥

কিন্তু কলিতে বিধবা বিবাহের নিষেধক বচন গুলি কলির আদিতেই হইয়াছে ইহা আদি পুরাণের উক্ত বচনের শেষাংশেই প্রকাশ রহিয়াছে যথা।

এতানি লোক গুপ্ত্যর্থং কলে রাদৌ মহাত্মভিঃ
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ—

এই সকল ধর্ম্মাচরণ লোক রক্ষার নিমিত্তে কলির আদিতে মহাত্মা পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা করিয়া অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিবারণ করিয়াছেন।

এই পুরাণাংশ দেখিলে অবশ্যই বোধহয় কিনা যে কলিযুগের আদিম অবস্থায় কোন সময়ে মহাত্মা ঋষিগণ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে স্মৃতি প্রণীত বিবাহিতার বিবাহ, দেবরদ্বারা পুত্রোৎপাদন, ভিন্নজাতিতে বিবাহ, নরমেধ, অশ্বমেধ, গোমেধ প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল, যথা নিয়মে চলিবে না যদি নিয়মের অন্যথা হয় তাহা হইলে ধর্ম্ম করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া পরিশেষে অধর্ম্মে অভিভূত হইয়া নষ্ট হইবে অতএব লোক রক্ষার নিমিত্তে এই সকল ধর্ম্মের অতঃপর নিবৃত্তি করা যাউক এই বিবেচনায় সকল ঋষি একত্র হইয়া ঐ সকল ধর্ম্মকে কলিতে ব্যবহার করিতে বারণ করিয়াছেন, যে সময়ে বারণ করিয়াছিলেন সে সময়ে তাঁহারা কি কলিধর্ম্ম জানেন না কি পরাশরসংহিতা শ্রবণ করেন না ইহা কদাচই হইতে পারে না তাহা হইলে নিবারণ করিয়াছেন এমন কথা সঙ্গত হইত না প্রবৃত্তি না হইলে নিবৃত্তি অসম্ভব অতএব দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, বিবাহিতার বিবাহ, নরমেধ, গোমেধ, অশ্বমেধ, প্রভৃতি যত গুলি ধর্ম্মের পুরাণ বাক্য দ্বারা কলিতে নিষেধ হইয়াছে এ সকল ধর্ম্মই স্মৃতি সংহিতাদ্বারায় সর্ব্ব যুগ সাধারণ অধিকার থাকাতে কলিতেও অধিকার ছিল কিন্তু ঋষিরা পাপময় কলিযুগে লোকের অসাধ্য হইবে বিবেচনা করিয়া নিষেধ করিয়াছেন অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন যে অগ্রে বৃহন্নারদীয় পুরাণ ও আদিত্যপুরাণে কলিযুগে সামান্যাকারে দ্বিতীয় বার বিবাহের নিষেধ হইয়াছিল

অনন্তর পরাশর সংহিতাতে পতির অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচস্থলে কলিতে দ্বিতীয় বিবাহের বিধি বিশেষ করিয়া দিতেছেন এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত কলিতে বিবাহিতার বিবাহপ্রভৃতি ঘটিলে লোকরক্ষা হইবে না এই কারণ দেখাইয়া যখন নিবারণ করিয়াছেন তখন পরাশর পাঁচস্থলে দ্বিতীয় বিবাহের অনুজ্ঞাদিয়া লোক বিনাশের উদ্যোগ করিলেন ইহা কদাচই সম্ভব নহে এবং ঐ আদিত্য পুরাণের মধ্যে আর একটি যে নিষেধ আছে তদ্দ্বারাও কলিতে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ হইতেছে যথা।

দত্তৌরসেতরেষাঞ্চ পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ ॥

কলিতে ঔরস, আর দত্তক এই দুইপ্রকার মাত্র পুত্র হইবে এ ভিন্ন ক্ষেত্রজ প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রচলিত যে দশবিধ পুত্রছিল কলিতে তাহাদের পুত্রস্বরূপে পরিগ্রহ নাই।

ইহার দ্বারা সুস্পষ্ট বোধ হইল যে বিধবার গর্ব্ভজাত যে পৌনর্ভব নামক পুত্র কলিযুগে তাহার পুত্রত্ব নাই যে হেতুক বিধবা পুত্র কোনমতেই ঔরসপুত্র হইবে না পূর্ব্বে বিচারসিদ্ধ হইয়াছে এবং পরজাত পুত্রকে দত্তক পুত্র করিতে হয় এই নিমিত্ত বিধবাপুত্র দত্তকপুত্র ও হইবে না যে হেতুক পরপুরুষ দ্বারা বিধবা গর্ব্ভে স্ববীর্য্য হইতেই জন্মিয়াছে তবে কাযে কাযেই কলিযুগে বিধবা গর্ব্ভের পুত্র অশাস্ত্রীয় হইল যদি তাহাই হইল তবে বিধবার বিবাহ ও কলিযুগে সুতরাং নিষিদ্ধ হইল, বিহিত পুত্রের নিমিত্তেই বিবাহ করিতে হয় যে বিবাহের পুত্র বিহিত হইতে পারে না সে বিবাহও বিহিত হইতে পারে না একথা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে তথাপিও যদি বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন যে পতির অনুদ্দেশ মরণ, সন্ন্যাস, ক্লীবত্ব, পাতিত্য, এই পাঁচ স্থলে পরাশর মতে বিধবার বিবাহ কলিতে হইবে তাহাহইলে পুরাণ বক্তা বেদব্যাসের বাক্যদ্বারা পরাশরকে উন্মাদ বলিতে হয় অথবা পরাশর বাক্য দ্বারা বেদব্যাস কেই উন্মাদ বলিতে হয় এ ভিন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবস্থাকে রক্ষাকরার আর কোন ও উপায় দেখিতেছি না।

প্রাগুক্ত বৃহন্নারদীয় পুরাণে নরমেধ, অশ্বমেধ, গোমেধ যজ্ঞের কলিযুগে নিষেধ হইয়াছে এবং কলিনিষিদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞও পরাশর সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে ইহাতেও সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে যে পরাশর যুগান্তরধর্ম্ম ও কহিয়াছেন কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় এ কথা কোন প্রকারেই স্বীকার করিতে পারেন না কারণ পরাশরের যুগান্তরীয় ধর্ম্মবলা প্রকাশ হইলেই। নষ্টেমৃতে। ইত্যাদি বচনও যুগান্তর ধর্ম্মের হইতে পারে তাহা হইলে তাঁহার প্রকাশিত ব্যবস্থাটিও ছিন্নমূল হইয়া যায় এই নিমিত্তে

অশ্বমেধ যজ্ঞকেও উক্ত মহাশয় কলির ধর্ম্ম বলিয়াগিয়াছেন সেই কথাটি কতদূর অসঙ্গত হইয়াছে তাহাই সকলকে জানাইতে তাঁহার সেই পুস্ত- কাংশ এক্ষণে উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইতেছে যথা।

* কোন কোন শাস্ত্রে কলিযুগে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে সুতরাং সে সমুদয় কলিযুগের ধর্ম্ম হইতে পারে না যখন পরাশর সংহিতা- তে সেই অশ্বমেধাদি যজ্ঞের বিধি আছে তখন যুগান্তরীয় ধর্ম্মও পরাশর সংহিতায় আছে ইহা সুতরাং প্রতি পন্ন হইতেছে। এই আপত্তি নিবারণ করিতে হইলে অগ্রে ইহাই নিরূপণ করা আবশ্যক যে বৃহন্নারদীয় পুরাণে আদিত্য পুরাণে যে সকল নিষেধ আছে সে সকল কলিযুগে পূর্ব্বাপর নিষেধ বলিয়া প্রতি পালিত হইয়া আসিতেছে কিনা আমাদের আচার ব্যবহারের ইতিহাস গ্রন্থ নাই সুতরাং এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সম্পূর্ণ রূপে কৃত কার্য্য হওয়া অসম্ভব কিন্তু সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় তদনুসারে ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে আদি পুরাণ বৃহন্নারদীয় পুরাণ আদিত্য পুরাণের ঐ সমস্ত নিষেধ প্রতি পালি- ত হয় নাই ঐ তিন গ্রন্থে যে সকল ধর্ম্ম কলিযুগে নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ আছে কলিযুগে সে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যখন নিষেধ সত্ত্বে সে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া আসিতে- ছে তখন ঐ সকল নিষেধ প্রকৃতরূপে প্রতি পালিত হইতেছে ইহা কি প্রকারে প্রতি পন্ন হইতে পারে? বিবাহিতার বিবাহ, জ্যেষ্ঠাংশ, সমুদ্র যাত্রা কমণ্ডলু ধারণ, দ্বিজাতির ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীবিবাহ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎ পাদন, মধুপর্কে পশুবধ, শ্রাদ্ধে মাংস ভোজন, বানপ্রস্থ ধর্ম্ম, একজনকে কন্যা দান করিয়া সেই কন্যার পুনরায় অন্যবরে দান, দীর্ঘ কাল ব্রহ্মচর্য্য, গোমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ, মহাপ্রস্থান গমন, অগ্নি প্রবেশ, ব্রাহ্মণের মর- ণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন পুত্র পরিগ্রহ, চরিত্র ও বেদাধ্যয়ন অনুসারে অশৌচ সংকোচ, শূদ্র জাতির মধ্যে দাস নাপিত গোপালাদির অন্ন ভক্ষণ ইত্যাদি কতকগুলি ধর্ম্ম কলিযুগে নিষিদ্ধ বলিয়া আদি পুরাণে, বৃহন্নারদীয় পুরাণে ও আদিত্য পুরাণে উল্লেখ আছে তন্মধ্যে কলিযুগে অশ্বমেধ, অগ্নি প্রবেশ, কমণ্ডলু ধারণ, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, সমুদ্রযাত্রা, মহাপ্রস্থান গমন, ও বিবাহিতার বিবাহ এই কএক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যথা, কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে পাণ্ডবেরা ভূমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন (১) কিন্তু তাঁহারা

(১) কহ্লণ রাজতরঙ্গিণীর প্রথমতরঙ্গে দেখ।

যে অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বত্র এরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশ্যক আর তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন নাগরাজ ঐরাবতের বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে শূদ্রক নামে এক রাজা ছিলেন তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যথা

ঋগ্বেদং সামবেদং গণিতমথকলাং বৈশিকীং হস্তিশিক্ষাং
জ্ঞাত্বা শর্ব্বপ্রসাদাদ্ব্যপগততিমিরে চক্ষুষী চোপলভ্য
রাজানং বীক্ষ্যপুত্রং পরমসমুদয়েনাশ্বমেধেনচেষ্ট্বা।
লব্ধ্বাচায়ুঃ শতাব্দং দশদিন সহিতং শূদ্রকোগ্নিং প্রবিষ্টঃ * (১)

শূদ্রক, ঋগ্বেদ সামবেদ, গণিত শাস্ত্র, চতুঃ ষষ্ঠি কলা, হস্তি শিক্ষা, বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া মহাদেবের প্রসাদে নির্ম্মল জ্ঞান চক্ষু লাভ করিয়া পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া এবং এক শতবৎসর দশদিন আয়ু লাভ করিয়া অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিলেন (২) রাজা প্রবর সেন চারিবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে তিনি দেবশর্ম্মাচার্য্য নামক ব্রাহ্মণ কে যে ভূমি দান করিয়াছিলেন সেই দানের শাসন পত্রে তাঁহার চারি বার অশ্বমেধ করিবার স্পষ্ট উল্লেখ আছে যথা

চতুরশ্বমেধ যাজিনঃ বিষ্ণুবৃদ্ধ সগোত্রস্য
সম্রাজঃ কাটকানাং মহারাজ শ্রীপ্রবরসেনস্য ইত্যাদি—

অশ্বমেধ চতুষ্টয় কারি বিষ্ণুবৃদ্ধরাজার বংশোদ্ভব কাটক দেশের অধীশ্বর মহারাজ শ্রীপ্রবর সেন ইত্যাদি—

প্রবরসেনের পূর্ব্ব পুরুষেরা দশবার অশ্বমেধ করিয়াছিলেন তাহাও এই শাসন পত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যথা

দশাশ্বমেধাবভৃথস্নাতকানাম্

দশবার অশ্বমেধ করিয়াছিলেন

কাশ্মীরাধিপতি রাজা মিহিরকুল অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহার ও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যথা

সর্ব্বসপ্ততিং ভুক্ত্বা ভুবং ভূলোক ভৈরবঃ
ভূরিরোগার্দ্দিতবপুঃ প্রাবিশজ্জাতবেদসং (২)

(১) মৃচ্ছকটিকা প্রস্তাবনা (২) কহলণ রাজ তরঙ্গিণী।

উগ্রপ্রতাপ রাজা মিহির কুল প্রভৃতি বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিলেন।

রাজা মিহিরকুল স সৈন্যে সিংহলে গিয়া সিংহলেশ্বরকে—রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে তৎকালে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত না যথা

সজাতুদেবীং সংবীত সিংহলাংশুক কঞ্চুকাং
হেমপাদাঙ্কিতকুচাং দৃষ্ট্বা জজ্বাল মন্যুনা।
সিংহলেষু পরেন্দ্রাঙ্ঘ্রি মুদ্রাঙ্কঃ ক্রিয়তেপটঃ
ইতিকঞ্চুকিনা পৃষ্টে নোক্তো যাত্রাং ব্যধাত্তকঃ
তং সেনাকুম্ভি দানাম্ভো নিম্নগাকৃত সঙ্গমঃ
যমুনালিঙ্গন প্রীতিংপ্রপেদে দক্ষিণার্ণবঃ
স সিংহলেন্দ্রেন সমং সরম্ভাদুদপাটয়ৎ
চিরেণ চরণ স্পৃষ্ট প্রেয়ালোকনজাংক্রুধং। (১)

রাজ মহিষী সিংহল দেশীয় বস্ত্রনির্ম্মিত কাচুলি পরিয়াছিলেন তাঁহার স্তনোপরি স্বর্ণময়পদচিহ্ন দেখিয়া রাজা মিহিরকুল কোপানলে জ্বলিত হইলেন কঞ্চুকীকে জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল সিংহল দেশের বস্ত্রে সেই দেশের রাজার পদচিহ্ন মুদ্রিত করে ইহাশুনিয়া তিনি যুদ্ধযাত্রা করিলেন তদীয় সেনা সংক্রান্ত হস্তি গণের গণ্ড স্থল নির্গত মদজল নদীপ্রবাহের ন্যায় অনবরত পতিত হওয়াতে দক্ষিণ সমুদ্রে যমুনার আলিঙ্গন প্রীতি প্রাপ্ত হইল—রাজা মিহির সিংহলেশ্বরের সহিত সংগ্রাম করিয়া মহিষীর স্তন মণ্ডলে তদীয় চরণ স্পর্শজনা কোপ শান্তি করিলেন। রাজা জয়াপীড়ের দূত লঙ্কায় গিয়াছিলেন তাহার ও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে সুতরাং ইহাও সমুদ্রযাত্রা প্রচলিত থাকার অপর এক প্রমাণ হইতেছে যথা

সান্ধিবিগ্রহিকঃ সোহপ গচ্ছন্ পোতচ্যুতোম্বুধৌ
প্রাপ পারং তিমিগ্রাসা তিমি মুৎপাট্য নির্গতঃ॥ (২)

সেই রাজদূত গমন কালে নৌকা হইতে সমুদ্রে পতিত হন এক তিমি তাঁহাকে গ্রাসকরে পরে তিনি তিমির উদর বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইয়া সমুদ্র পার হন।

---

(১) কহলণ রাজ তরঙ্গিণী—
(২) কহলণ রাজ তরঙ্গিণী—

কাশ্মীরাধিপতি রাজা মাতৃগুপ্ত যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন ইহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যথা।

অথবারাণসীং গত্বা কৃত কাষায় সংগ্রহঃ

সর্ব্বং সন্ন্যাস্য সুকৃতী মাতৃগুপ্তো ভবদ্যতিঃ॥ (১)

অনন্তর পুণ্যবান্ মাতৃগুপ্ত সমুদায় সাংসারিক বিষয়ত্যাগ, বারাণসী গমন ও কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া যতি ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন।

রাজা সুনন্দ ১০১৮ সম্বতে হর্ষদেব নামক শিবের এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ঐ অট্টালিকা নির্ম্মাণের প্রশস্তিপত্রে রাজা যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ আছে যথা।

আজন্ম ব্রহ্মচারী দিগমল বসনঃ সংযতাত্মাতপস্বী

শ্রীহর্ষারাধনৈক ব্যসন শুভমতিস্ত্যক্ত সংসার মোহ

আসীদেবা লব্ধ জন্মানবতরবপুষাং সত্তমঃ শ্রীসুনন্দ

স্তেনেদংধর্ম্মবিত্তৈঃ সুঘটিত বিকটং কারিতং হর্ষহর্ম্ম্যম্॥ (২)

যে সুনন্দ যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী, দিগম্বর, সংযত, তপস্বী, হরদেবের আরাধনে একান্তরত, সংসার মায়াশূন্য, সার্থজন্মা, সুপুরুষ ছিলেন তিনি ধর্ম্মার্থে হর্ষ দেবের সুগঠন প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

অসীন্নৈষ্ঠিক রূপো যো দীপ্তপাশুপতব্রতঃ

যিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্ম চারী ও পরম শৈব ছিলেন।

এইরূপে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে কলিযুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ, মহাপ্রস্থান গমন, অগ্নি প্রবেশ, যতিধর্ম্ম, সমুদ্রযাত্রা, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, ও বিবাহিতার বিবাহ এইরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে কলিযুগের ইদানিন্তন কালের লোক অপেক্ষা পূর্ব্বকালের লোকেরা অধিকশাস্ত্র জানিতেন ও অধিক শাস্ত্র মানিতেন তাহার কোন সন্দেহ নাই কিন্তু তাহারা আদি পুরাণ প্রভৃতির নিষেধ না মানিয়া অশ্বমেধও অগ্নি প্রবেশাদি করিয়া গিয়াছেন সুতরাং স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে তৎকালীন লোকেরা পুরাণের নিষেধের অনুরোধে শ্রুতি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

আদিত্য পুরাণে লিখিত আছে।

এতানিলোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ

নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকংবুধৈঃ

---

(১) কহ্লণ রাজ তরঙ্গিণী।

মহাত্মা পণ্ডিতেরা লোক রক্ষার নিমিত্তে কলির আদিতে ব্যবস্থা করিয়া অশ্বমেধ প্রভৃতি ধর্ম্ম রহিত করিয়াছেন।

মহাত্মা পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থার প্রামাণ্যার্থে পরিশেষে লিখিত আছে

সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদ বদ্ভবেৎ

সাধুদিগের ব্যবস্থাও বেদবৎপ্রমাণ হয়।

এরূপ শাসন সত্ত্বেও যখন পূর্ব্বকালীন লোকেরা পুরাণের নিষেধকে অনাদর করিয়া অশ্বমেধাদির অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন তখন ঐ সকল নিষেধ নিষেধ বলিয়া গণ্য ও মান্য ছিল না তাহার কোন সংশয় নাই। তদতিরিক্ত আদিত্য পুরাণে দত্তক ও ঔরসভিন্ন পুত্র পরিগ্রহের নিষেধ আছে কিন্তু কাশী প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা অদ্যাপি কৃত্রিম পুত্র করিয়া থাকেন এই নিমিত্তে নন্দপণ্ডিত দত্তকমীমাংসাগ্রন্থে ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দত্তপদং কৃত্রিম স্যাপ্যুপলক্ষণং—ঔরসঃ
ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ—ইতি কলিধর্ম্ম
প্রস্তাবে পরাশর স্মরণাৎ।

অর্থাৎ যদিও আদিত্য পুরাণের নিষেধ অনুসারে কলিযুগে দত্তক ও ঔরস এই দুইমাত্র পুত্রের বিধান থাকিতেছে কিন্তু যখন পরাশর কলিধর্ম্ম প্রস্তাবে কৃত্রিম পুত্রেরও বিধান দিয়াছেন তখন কলিযুগে কৃত্রিম পুত্রও বিধেয় *

পূর্ব্ব চিহ্নাবধি এই চিহ্ন পর্য্যন্ত পুরাণে নিষিদ্ধ ধর্ম্মেরও কলিতে আচরণ হইয়াছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহারই প্রমাণ দেখাইয়াছেন। প্রথম, নিষিদ্ধ যে অশ্বমেধ তাহাকে পাণ্ডবেরা এবং অমুক রাজা করিয়াছেন, দ্বিতীয় অমুক অমুক ব্যক্তি অগ্নি প্রবেশ করিয়াছেন, তৃতীয় সমুদ্রযাত্রা করিয়াছেন চতুর্থ, কাশী প্রদেশে কৃত্রিম পুত্রের গ্রহণ করিয়া থাকে, এই চতুর্থ কথার পরেই লিখিলেন যে নন্দ পণ্ডিত দত্তকমীমাংসা গ্রন্থে ব্যবস্থা করিয়াছেন যে দত্তকপদ উপলক্ষণ অর্থাৎ দত্ত পদদ্বারা দত্তকপুত্র ও কৃত্রিম, উভয়কেই বুঝাইবে তাহা হইলেই পুরাণ মধ্যে দত্তক ঔরস ভিন্ন পুত্র করিবেন এই শব্দ আছে ইহার অর্থ কলিতে দত্তক ঔরস, এবং কৃত্রিম এই তিনভিন্ন আর কোন পুত্র কলিতে নাই।

*বিদ্যাসাগর মহাশয় এই প্রকার লেখাতে তাঁহার ঔদার্য্য স্বভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইতেছে যে হেতুক আপনি ফাঁকি করিয়া আপনিই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন অর্থাৎ কৃত্রিম পুত্রটি পুরাণে নিষিদ্ধ হইয়াছে অথচ

জাতি সকলে কৃত্রিম পুত্র করে। এই প্রকার বলিয়া কলিতে পুরাণ নিষিদ্ধের আচার দেখান হইল কিন্তু পরেই বলিতেছেন যে মন্বাদি পণ্ডিতের ব্যবস্থানুসারে ঐ কৃত্রিম পুত্র, পুরাণ নিষিদ্ধ হয়না, একথা আমিও স্বীকার করিলাম সকল দেশেই কৃত্রিম পুত্র হইতে পারে—তবেই নির্বিবাদ হইল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কেবল কতকগুলি বাক্য ব্যয় হইল বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের ঔদার্য্য গুণে উদ্রিক্ত হইয়া চতুর্থ দোষেরই অগ্রে উদ্ধার করিলাম তৎপরে প্রথমাবধি দোষের উদ্ধার করিতেছি। কহ্লণ রাজতরঙ্গিণী নামক প্রাচীন কাব্য গ্রন্থের প্রমাণ দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন যে ৬৫৩ বৎসর কলির অতীত হইলে পাণ্ডবেরা জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে, ঐগ্রন্থ ঋষিবাক্য নয়, এক জন প্রাচীন পণ্ডিতের বাক্য। ঋষিবাক্য না হইলে বিশেষ বিশ্বাস ভূমি হইতে পারে না যদিও বিশ্বাস করাযায় তথাপি কলির অধিকার মাত্র হইয়াছিল কলি প্রতিপন্ন হইতে পারেন না ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে হেতুক মহর্ষি বাক্যেই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যথা।

যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাত স্তস্মিন্নেবতদাহনি
প্রতিপন্নং কলিযুগং ইতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ (২)

যে সময়ে যেদিনে কৃষ্ণ মানবী লীলা সম্বরণ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন সেই সময়ে সেই দিনেই কলিযুগ প্রতিপন্ন হইয়াছে এই কথা পুরা-বিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন।

এখন বিবেচনা করু। পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞকরাও যেমন সুপ্রসিদ্ধ তৎকালে কৃষ্ণের থাকাও তেমনি সুপ্রসিদ্ধ ইহাতেও প্রমাণ দেওয়ার আবশ্যক নাই তাহাহইলেই তৎকালে কলিযুগ প্রতিপন্ন হয়না ইহা অবশ্যই স্থির করিতে হইল। প্রতিপন্ন শব্দের অর্থ জায়মান অর্থাৎ প্রকাশ, ত্রিলোক নাথ কৃষ্ণ ভূলোকে অবতীর্ণ থাকাতে পাপ ময় কলি স্বকীয় কার্য্যের প্রকাশ করিতে পারেন না অতএব কলি হইয়াছে বলে প্রকাশ থাকেনা কেহ জানিতেও পারেন না।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গারূঢ় হইলে পর কলি, স্বকীয় কর্ত্তব্য সকল ক্রমে ক্রমে সংযোগ করিতে লাগিলেন—লোক সমাজে শঠতারও সঞ্চার হইতে থাকিল—লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, প্রভৃতির দিন দিন আতিশয্য হইয়া লোক সকল পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইতে থাকিল—যে প্রকারে যে বর্ণের আচার করিতে হইবে তাহার বিপরীত হইতে থাকিল—কেহ২ কেহ

(২) শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্দের দ্বিতীয়াধ্যায় দেখ।

মাংসলোভী হইয়াই যজ্ঞানুষ্ঠান করিল—কোন কোন রমণী পুরুষান্তরের রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া নিজপতিকে যথেচ্চাচারি অথবা প্রতিকূল বলিয়া মিথ্যাপবাদ করত পুরুষান্তরকে বিবাহ করিতে লাগিল—আর ভার্য্যায় পুত্রোৎপাদনের নিয়ম এই যে এক এক ঋতুকালে এক এক বার অভিগমন করিবে যে পর্য্যন্ত একটি সন্তানের উৎপত্তি না হয় সন্তানোৎপত্তি হইলে আর কদাচই গমন করিবেনা সেই ভ্রাতৃবধুকে মাতৃবৎ ব্যবহার করিবে কিন্তু পাপময় কলিকাল গণত কেহকেহ কামবশীভূত হইয়া ঐ নিয়ম রক্ষা করিতে পারিল না সন্তানোৎপত্তির পরেও ভ্রাতৃবধুতে অভিগমন করিতে থাকিল এই প্রকার কদর্য্য রীতি এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে জানিয়া মহর্ষি গণ বিবেচনা করিলেন যে কলি-কাল অত্যন্তই কলুষিত এক্কালের লোক সকল ঐ ঐ ধর্মের যথা নিয়মে আচার করিতে পারিবেনা যথা সাতন্ত্র্যে ধর্ম করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া পরিশেষে সাতিশয় পাপিষ্ঠ হইয়া নিরষ্টই হইবে অতএব ঐ সকল ধর্মের নিবৃত্তি থাকাই সমুচিত কার্য্য এই বিবেচনায় ঐ ঐ কার্য্যের এক বারেই নিষেধ করিয়াছেন স্মৃতি শাস্ত্রে বিহিত এবং চিরাচরিত ঐ ধর্ম সকলের দুই একজনের বাক্যমাত্রেই যদি নিবৃত্তি না হয় এই ভাবিয়া বহু জন একত্রিত হইয়া নিষেধ করিয়াছেন ঐ নিষেধ কর্ত্তা পণ্ডিতেরা তপঃশীল সাধুত্বাবাপন্ন অতএব তাঁহাদের বাক্য মাত্রেই অযাথার্থ, বেদ স্বরূপ জানিয়া মহর্ষি বেদব্যাস ও স্বকৃত পুরাণ মধ্যে ঐ বাক্যের সংগ্রহ করিলেন ও পরিশেষে তাৎপর্য্য লিখিলেন যে

এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলে রাদৌ মহাত্মভিঃ
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বকং বুধৈঃ
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ

(৪) এই সকল কর্ম লোক রক্ষার নিমিত্তে কলির আদিতে মহাত্মা পণ্ডিত গণ কর্তৃক প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক নিবর্ত্তিত হইয়াছে. সাধুদিগের যে প্রতিজ্ঞা তিনি বেদের তুল্য প্রমাণ হয়।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করুণ এই পুরাণবাক্য দ্বারা বিলক্ষণ রূপে

---

(৩) কোন কোন কর্ম তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, কমণ্ডলু ধারণ, দত্তাকন্যার পুনর্দান, নরমেধ, অশ্বমেধ, গোমেধ অতে মাংস ভোজন প্রভৃতি—

বোধহয় কিনা যে কলিযুগ, প্রতিপন্ন হইয়া যদবধি স্বিজ প্রভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তদবধি লোক দিগেরও দুরাচার শঠতা ব্যবহারের সূত্রপাত হইয়াছে মহাত্মা পণ্ডিত গণ অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী এবং দূরদর্শী ছিলেন তাঁহারা সূত্রপাত মাত্রেই ঐ সকল ধর্ম্মকে নিবর্ত্তিত করিয়াছেন নতুবা, যেদিনে যেক্ষণে কলির অধিকার হইয়াছে সেই দিবসে সেই ক্ষণেই যে মহাত্মা পণ্ডিতেরা ঐ সকল ধর্ম্মের নিবৃত্ত করিয়াছেন ইহা কদাচই নয় তাহাহইলে লোকরক্ষার্থে নিবৃত্ত করিয়াছেন এই কথাটি সঙ্গত হয় না। কারণ যে দিন অবধি কলির অধিকার তাহার পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত দ্বাপর যুগ দ্বাপর যুগেও ঐ সকল ধর্ম্মের উত্তম আচার হইয়াছে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে তবে কলির অধিকারের পূর্ব্বে পণ্ডিত গণ কি প্রকারে জানিবেন যে ঐ ঐ ধর্ম্মের নিয়ম রক্ষা করিতে না পারিয়া লোকেরা পাপিষ্ঠ হইবে এবং পাপ প্রযুক্ত বিনষ্ট হইবে সে সময়েও যেমন জানেন না তেমনি শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গ গমন পর্য্যন্ত ও কেহ জানেন না, যেহেতুক সে পর্য্যন্ত কলিও প্রতিপন্ন হন না কোনও ধর্ম্মের কোন প্রকার অন্যথাচরণও ঘটেনা। তবে কাযে কাযেই বলিতে হইল যে শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গারোহণ করিলে পর কলিযুগ প্রতিপন্ন হইয়াছে তদনন্তর ঐ ঐ ধর্ম্মের দুই এক স্থানে অন্যথাচরণ ঘটিয়াছে তদ্দর্শনে দূরদর্শী পণ্ডিত গণ ভবিষ্যৎ কালে ভূরিতর অনিষ্ট ঘটনা জানিতে পারিয়া ঐ সকল ধর্ম্মকে একবারেই নিবর্ত্তিত করিয়াছেন।

ইহা বলাতে নিবর্ত্তিত শব্দ ও সুসঙ্গত হইল অর্থাৎ প্রবৃত্তি না থাকিলে নিবর্ত্তিত করা সঙ্গত হয়না ঐ পুরাণের শেষে আছে যে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক নিবর্ত্তিত করিয়াছেন সে কথাও এখন সঙ্গত হইল কারণ প্রচলিত ব্যবহারের নিবারণ করিতেই প্রতিজ্ঞা করিতে হয় আর অপ্রচলিত ব্যবহার আপনা-হইতেই নিবর্ত্ত থাকে তাহাকে নিবারণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিতে হয়না তাহাকে অপ্রচলিত জানিলেই লোকের অপ্রবৃত্তি হইয়া যায় অদ্যাপি দেখা-যাইতেছে যাহাদের বৈষ্ণবাচার কখনও বলি দান নাই সে বংশের লোক ঐ কথা জানিয়াই বলিদান করিতে নিবর্ত্ত থাকে আর যে বংশে চিরকাল বলি প্রদান হইয়া আসিতেছে তাহারা যদি ঐ কার্য্যের নিবারণ করে তবে তাহা দিকেই প্রতিজ্ঞা অথবা শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিতে হয় তাহা হইলেই ঐ প্রচলিত ব্যবহারের নিবৃত্তি হয় প্রতিজ্ঞা করিয়া ঐ সকল ধর্ম্মের নিবৃত্তি করিয়াছেন এই প্রকার অর্থ পুরাণ বাক্যের বোধ হওয়াতেই নিশ্চয় বোধ হইল যে কলি প্রতিপন্ন হইলে ও প্রথমাবস্থায় ঐ সকল ধর্ম্মের কিছুদিন আচরণ হইয়া ছিল তৎপরে মহাত্মা পণ্ডিত গণের প্রতিজ্ঞা সম্বলিত নিষেধ দ্বারা নিবারণ করাতে নিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে ইহা অবশ্যই বলিতে

হইবে অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় পাণ্ডবদের অশ্বমেধ করা দেখাইয়া বলিয়া ছিলেন যে পুরাণের নিষেধকে নিষেধ গ্রাহ্যকরা ছিল না এই কথা তাঁহার অতীব ভ্রান্তি মূলক হইয়াছে।

শূদ্রক প্রভৃতি কএকজন রাজার অশ্বমেধ করা ও অগ্নি প্রবেশ করা দেখাইয়াছেন তাহাতেও ঋষি বাক্যকে প্রমাণ দেখাইতে পারেন্ নাই কেবল প্রাচীন পণ্ডিতের কৃত দুই এক খানি কাব্যাদি পুস্তকের প্রমাণ দেখাইয়াছেন, তুষ্যতু, তাহাই স্বীকার করিলাম কিন্তু কেহ কেহ কোন সময়ে যদ্যপি ও নিষিদ্ধা চরণ করেন তাহা হইলেই কি সে আচার সদাচার হইবে না কি নিষেধের বচন অগ্রাহ্য হইবে ইহা কদাচই হইতে পারে না অতএব পরাশর সংহিতাতে যে অশ্বমেধ উক্ত হইয়াছে তাহা কদাচই কলি ধর্ম্ম হইতে পারে না। ঐ কলিনিষিদ্ধ ধর্ম্ম সুতরাং সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই যুগত্রয়ের হইল একথা না বলিলে পুরাণ এবং পরাশর সংহিতা উভয় সংস্থাপন কোন মতেই হইতে পারে না তবে তিনি যে অমুক অমুক ব্যক্তি বলিতে করিয়াছে এই বলিয়া কতকগুলি বাক্যব্যয় করিয়া পুরাণের নিষেধ নিষেধ বলিয়া গণ্য ছিল না বলিয়াছেন ইহার দ্বারায় হিন্দু সমাজের প্রতি বলা হইল যে তোমরা ও পুরাণের নিষেধকে মান্য করিবে না কিন্তু হিন্দু সমাজ অদ্যাপি ও এতদূর বিক্ষিপ্তচেতা হন্ না যে বেদব্যাসের প্রণীত পুরাণ শাস্ত্রকে অমান্য করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আজ্ঞা মাত্রেই বিধবার বিবাহ, অশ্বমেধ, গোমেধ, প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। তাহা কদাচই পারিবেন না। বেদ, স্মৃতি, এবং পুরাণ, ইহাদের ব্যবস্থা ভেদ কিছুই নাই মনোগত হিন্দুদিগের সম্বন্ধে ইহারা সকলেই সমান মাননীয় বেদে নিষিদ্ধ, স্মৃতি নিষিদ্ধ কি পুরাণ নিষিদ্ধ ব্যবহারকে কোনকালে কোনদেশে কোন কোন ব্যক্তি যদি করিয়া থাকেন তাহা-হইলেই কি সে ব্যবহার সদ্ব্যবহার হইবে কোনও মতেই হইবে না। অলমতি শয়েন সমাপ্তশ্চায়ং শাস্ত্র বিচারঃ। আর অধিকে প্রয়োজন নাই এই শাস্ত্র বিচার সমাপ্ত হইল অতঃপর যুক্তি প্রদর্শন আরম্ভ করিলাম যুক্তি দুই প্রকার শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া আর বিষয়কে অবলম্বন করিয়া।

অতঃপর শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া একটি যুক্তি প্রদর্শন হইতেছে যথা বিদ্যাসাগর মহাশয়, পতির অনুদ্দেশ, মরণ, সন্ন্যাস, ক্লীবত্ব, পাতিত্য এই পাঁচ প্রকার আপদে নারীদিগের যে পুনর্ব্বিবাহের চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং অদ্যাপি পাইতেছেন ঐ চেষ্টাকে আপাততঃ অত্যন্ত হিত কর বোধ হইতেছে ঐ ব্যবহার না থাকাতে কত শত ভ্রূণ হত্যা কুলকলঙ্ক কত শত গৃহে হইতেছে উক্ত পাঁচ স্থলে এবং স্বেচ্ছাচারি পতি, চিররোগী পতি,

বেশবারি পতি, সগোত্র পতি, অপস্মার রোগ যুক্ত পতি. এই কএকস্থলে একবার বিবাহিতা কন্যার পুনর্ব্বার বিবাহে নারদ, পরাশর, বশিষ্ঠ, কাত্যায়ন, ঋষির বচন আছে ব্যবহার ও সত্যযুগ অবধি দ্বাপর যুগ পর্য্যন্ত অবিবাদেই হইয়া আসিতেছিল ইহা ভূরি ভূরি প্রমাণ দ্বারা সুস্পষ্ট জানা যাইতেছে তাহাতে কলির আদিম অবস্থা অবধি কি জন্য নিবৃত্তি হইল এতদূর নিবৃত্তি হইয়াছিল যে ঐ ব্যবহারকে হিন্দু সমাজ একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল হিন্দুদলে কত শত শাস্ত্র বিরুদ্ধ ব্যবহার হিতকর বোধে চলিয়া যাইতেছে দেখা যায় কিন্তু পরম হিতকর দ্বিতীয় বিবাহ ব্যবহারকে হিন্দুরা কি জন্য পরিত্যাগ করিয়াছেন বালিকা বৈধব্যে পিতা মাতার যে রূপ দুঃসহ দুঃখের উদয় হয় তাহাতে বোধ হয় কোন শাস্ত্রীয় শাসন এবং রাজ শাসন বিলক্ষণ রূপে না ঘটিলে পুনর্বিবাহ প্রথার কদাচ নিবৃত্তি হইত না সত্যযুগ অবধি যেমন চলিয়া আসিতেছিল সেই প্রকার ধারাবাহিকরূপে চলিত কদাচই ধারার বিচ্ছেদ হইত না সে রূপ না চলিয়া ঐ ধারার এতদূর বিনাশ হইয়াছিল যে কোন কালে ছিল বলেও এখনকার হিন্দুদিগের মনে ছিল না ১৯১১ সম্বতে বিধবা বিবাহের আন্দোলন উপস্থিত হইলে পর বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া যখন একখানি ব্যবস্থা পুস্তক প্রকাশ করিয়া ছিলেন তৎকালে কোন্, হিন্দু ধার্ম্মিক চমৎকৃত না হন স্মরণ করিয়া দেখুন সে সময়ে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সকলেই প্রায় অশ্রুত কথা শ্রবণ করার ন্যায় ক্রোধে অধৈর্য্য এবং রোমাঞ্চিত গাত্র হইয়াছিলেন তবেই বিবেচনা করিতে হইল যে হিন্দু সমাজে ঐ বিধবা বিবাহ অত্যন্তই অপ্রচলিত হইয়া প্রায় সকল ব্যক্তির স্মৃতি পথ হইতেও অপসারিত হইয়াছিল। ইহার কারণ কি এই চিন্তা করিয়া অপ্রচলিত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করিতে বলিলে কাহাকে কারণ বলিয়া স্থিরকরা যাইতে পারে ইহা সকলেই একবার স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন এরূপ চিন্তা করিলে রাজ শাসনকে উহার কারণ বলা যাইবে না যেহেতুক পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয় রাজগণ সকলেই বেদপরায়ণ ছিলেন বেদ এবং বেদানুগত স্মৃতি শাস্ত্রের উপর তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল অতএব তাঁহারা কিজন্যই বা স্মৃতি প্রণীত ধর্ম্মের বিরোধ করিয়া অধর্ম্ম সেবী হইবেন এবং ঐ ক্ষত্রিয় রাজ গণের কীর্ত্তির ও অকীর্ত্তির কথা পুরাণাদি শাস্ত্রেই সমুদায় প্রকাশ রহিয়াছে তাহাতে কোন রাজা যে কোন সময়ে দণ্ড প্রণয়ন পূর্ব্বক বিধবাবিবাহের নিবৃত্তি করিয়াছেন ইহা কোনও পুরাণেই কাহারও দৃষ্টি গোচর হয়না। ক্ষত্রিয় দিগের পর যবন রাজেরাও অনেকদিন হিন্দু সমাজের রাজা ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের শাসনেও

হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহের নিবৃত্তি হয়না তাহাহইলে অবশ্যই জনশ্রুতি থাকিত, যবন রাজগণ হিন্দুদিগের প্রতি যে যে প্রকার অত্যাচার করিয়াছেন তাহা সমস্তই ইতিবৃত্ত পুস্তকেই প্রকাশ রহিয়াছে আর কি জন্যই বা তাহারা স্বাভিমত ধর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মাইবে. বিধবা বিবাহ তাহাদিগের বিরুদ্ধ ধর্ম্মনয়, অদ্যাপিও মুসলমান সমাজে চলিতেছে তৎপরে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের ভূমীশ্বরী যে ইংলণ্ডেশ্বরী তিনি তো পরম ধর্ম্মিষ্ঠা এবং তাঁহার সহকারীগণ ও তাদৃশ, কেহই কখনও পরধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপের ইচ্ছাও করেননা অতএব বিধবা বিবাহ নিবারণের প্রতি রাজশাসনকে হেতুবল। হইল না. কোনও ব্যক্তি যদি বলেন যে দেশাচারই ঐ পুনর্ব্বিবাহ নিবারণের কারণ, অর্থাৎ হিন্দুদেশে কদাচই পুনর্ব্বিবাহের আচার নাই অতএব হিন্দু বিধবাদের দ্বিতীয় বিবাহ হয়না এই কথাতে আমার বক্তব্য যে হিন্দু প্রদেশে পুনর্ব্বিবাহের প্রথা কদাচই নাই একথা যিনি বলেন তিনি হিন্দুদেশের আচার ব্যবহার কিছুই জানেন্না এবং শোনেন্ও না কারণ মনু সংহিতাতে পাওয়া গিয়াছে যে বিধবাকে বিবাহ করিয়া তাহার গর্ব্ভে যে সন্তান জন্মিবে সে পৌনর্ভব নামক সন্তান সেও শ্রাদ্ধাধিকারি এবং ধনাধিকারী হইতে পারিবে এবং মনু সংহিতার অন্তর্গত নারদ সংহিতাতে আছে যে পতির অনুদ্দেশ, মরণ, সংসার ধর্ম্মত্যাগ, ক্লীবত্ব, পাতিত্য, এই পাঁচ প্রকার আপদ্ ঘটিলে নারীরে পুনর্ব্বার বিবাহ করিবে এই সকল দ্বারা বোধ হইতেছে যে সত্য যুগ অবধি বিধবা বিবাহের ব্যবহার ছিল এবং মহাভারতের আদি পর্ব্বে পাওয়া যাইতেছে যে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন নাগরাজের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার গর্ব্ভে ইরাবান্ নামক পুত্রের উৎপাদন করিয়াছিলেন ইহার দ্বারা কলি প্রতিপন্ন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও বিধবা বিবাহের ব্যবহার জানা যাইতেছে তবে বিধবার পুনর্ব্বিবাহে হিন্দু দিগের দেশাচার ছিল ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইল অতএব বিধবা বিবাহ নিবারণের প্রতি দেশাচারকে কোন প্রকারেই কারণ বলাযায় না একটি বিষয় হওয়া এবং না হওয়া উভয়ের প্রতিই একব্যক্তি কারণ হইতে পারেনা সত্য যুগ অবধি দ্বাপর যুগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত এই চিরকালই দ্বিতীয় বিবাহ হওয়া যখন দেশাচার ছিল তখন সেই দেশাচার কি আবার দ্বিতীয় বিবাহ না হওয়ার প্রতি নিমিত্ত হইতে পারেন কদাচই পারেন্ না অতএব দেশাচারের অধীন হইয়া পরম হিতকর ঐ দ্বিতীয় বিবাহের যে নিবৃত্তি হইয়াছে এরূপ কথাকে বলা দূরে থাকুক অন্তঃকরণেও একবার স্থান দেওয়া যায়না তবেই দ্বিতীয়

বিধবাহ নিবারণের প্রতি রাজ শাসন কি দেশাচার ইহারা কেহই কারণ হইলনা।

একণে আমি একটিকে দেখাইতেছি এটি কারণ হইতে পারে কি না আপনারা মনো নিবেশ করিয়া দেখুন যথা

আদিত্য পুরাণং

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তি দত্তাকন্যা প্রদীয়তে॥
কন্যানা মসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়ি দ্বিজাগ্র্যাণাং ধর্ম্ম যুদ্ধেন হিংসনং॥
বানপ্রস্থা শ্রমস্যাপি প্রবেশো বিধি দেশিতঃ।
বৃত্ত স্বাধ্যায় সাপেক্ষ্য মঘ সংকোচনং তথা॥
প্রায়শ্চিত্ত বিধানঞ্চ বিপ্রানাং মরণান্তিকং।
সংসর্গ দোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্বধঃ॥
দত্তৌরসেতরেষান্ত পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাস গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধ সারিণাম্।
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থ সেবাতি দূরতঃ।
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্কতাদি ক্রিয়াপিচ।
ভৃগ্বগ্নি পতনঞ্চৈব বৃদ্ধাদি মরণং তথা
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥

দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, কমণ্ডলুধারণ, দেবরদ্বারাপুত্রোৎপাদন, দত্তাকন্যার দান, দ্বিজাতির অসবর্ণাকন্যাবিবাহ, ধর্ম্ম যুদ্ধে আততায়ি ব্রাহ্মণের প্রাণবধ, বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন, চরিত্র ও বেদাধ্যয়ন অনুসারে অশৌচ সংক্ষেপ, ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, পাতকির সংসর্গে দোষ, মধুপর্কে পশুবধ, দত্তক ও ঔরসভিন্ন পুত্র পরিগ্রহ, গৃহস্থ দিগের শূদ্রমধ্যে দাস গোপাল অর্দ্ধসরীর অন্ন ভোজন, অতিদূরতীর্থ যাত্রা, শূদ্রকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের পাকাদি ক্রিয়া, উচ্চস্থান হইতে পতন, অগ্নি প্রবেশ, বৃদ্ধাদি মরণ, মহাত্মা পণ্ডিতেরা লোক রক্ষার নিমিত্তে কলির আদিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া এই সকল ধর্ম্মের নিবৃত্তি করিয়াছেন আদিত্য পুরাণের এই বচন যেমন প্রদর্শন করাইলাম বৃহন্নারদীয়

পুরাণে ও এই রূপ বচন আছে এখন বিবেচনা করুন এই বচনার্থে বোধ হইল যে লোক দিগের রক্ষার নিমিত্তে মহাত্মা পণ্ডিতেরা এই সকল ধর্ম্মের নিবৃত্তি করিয়াছেন প্রতিজ্ঞা করিয়া. তবেই জানাযাইতেছে যে কলি যুগে ও কিছু দিন ঐ সকল ধর্ম্মাচরণ হইয়াছিল তাহাতে কোন কোন স্থানে নিয়ম ভঙ্গ হওয়া দেখিয়া মহাত্মা পণ্ডিতেরা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক নিবৃত্ত করিয়াছেন বেদব্যাস ও জানিয়াছিলেন যে এই পণ্ডিতগণ পরম সাধু অতএব সাধু বাক্য অবশ্যই সিদ্ধ বাক্য তাহার সংশয় নাই এই জানিয়া সর্ব্ব লোকের ধর্ম্ম জ্ঞানার্থে যে পুরাণ করিতেছিলেন তন্মধ্যেই ঐ সাধু বাক্যকে সংগ্রহ করিয়া ছিলেন। তবেই এই রূপ নিবৃত্তি হওয়ার প্রতি ঐ পুরাণোক্ত নিষেধ বচনকেই কারণ বলিতে হইবে কলির আদিম সময়ে হিন্দুরাই রাজা ছিলেন এবং সেই রাজগণ ধর্ম্মশীল ও ছিলেন বেদবেত্তা বেদ ব্যাসের প্রণীত পুরাণ শ্রবণ করিয়া যখনই জানিলেন যে ত্রিকালজ্ঞ তপোধন পণ্ডিতেরা এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন এবং বেদার্থ বিৎ বেদ ব্যাস তাহাতেই অনুমোদন করিয়া স্বকৃত পুরাণে লিখিয়াছেন তখনই তাঁহারা ঐ সকল নিয়মকে পরম ধর্ম্ম জ্ঞানে স্বীকার করিয়া স্বকীয় স্বকীয় সাম্রাজ্য মধ্যে প্রচার করিয়াছেন. ঐ রাজাজ্ঞা সহকারে সেই অচিরোদিত ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের পূজনীয় হইয়াছে কণ্টকর দেখিয়া কেহ কেহ বিরক্ত থাকিলে ও রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন্ না তাহাতেই ঐ ধর্ম্ম সকলের নিবৃত্তি ক্রমশ বদ্ধ মূল হইয়া স্থিরতর হইয়াছে সকলেই পূর্ব্বাচার যে পুনর্ব্বিবাহ প্রভৃতি তাহাদের অধিক কাল অব্যবহার্য্য হওয়ায় বিস্মৃত হইয়া প্রচীন ধর্ম্মের উপর লুপ্ত সংস্কার হইয়া গিয়াছে ঐ ঐ নূতন ধর্ম্মের উপরেই বেদ বৎ বিশ্বাস করিয়াছেন ইহার সকলেরই মূল কারণ ঐ ধর্ম্ম প্রণেতা পণ্ডিতদিগের পুণ্যবল, তাহা সেই পুরাণ বচনের পরি-শেষেই প্রকাশ হইয়াছে যথা

সময়শ্চাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ

সাধুদিগের যে প্রতিজ্ঞা সে ও বেদবৎ প্রমাণ হয়

অশ্বমেধ, গোমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ, উচ্চপতন, প্রাণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, স্ত্রী পুনর্ব্বিবাহ, ঔরস ও দত্তক ভিন্ন পুত্র করণ এই সকল কার্য্যের নিবারণে প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন তাহার কারণ তপোবলে তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন অতি দূর ভাবি অনিষ্ট ঘটনাকে জানিতে পারিতেন সেই দূরদর্শী গণের বিবেচনা হইয়াছিল যে কলি যুগ অতিশয় পাপময় এই সকল কার্য্য অতঃপর প্রচলিত থাকিলে লোক রক্ষার নিতান্ত ব্যাঘাত ঘটিবে অতএব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে এই সকল কার্য্য অতঃপর করাযাইবেনা সেই

হতো, শীল সাধুদিগের সাধুতার প্রভাবে তাঁহাদের প্রতিভা অন্তর্ব্বীন হইয়াছে, সে আস্ফালন করিয়ে বেদলঙ্ঘন করায় অবশ্যই অনিষ্ট জালে অন্তর্ভূত হইতে হয় ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই এই শাস্ত্র অব-লম্বন করিয়া যুক্তি দিলাম অতঃপর বিষয়কে অবলম্বন করিয়া দিতেছি যথা বিধবা বিবাহ না থাকাতে যে সকল অনিষ্ট, বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইয়াছেন সেই সকল অনিষ্ট সেই ধর্ম্ম প্রণেতা পণ্ডিতেরা অবশ্যই দেখিয়াছিলেন তাঁহারা যে বিদ্যাসাগর মহাশয় অপেক্ষায় অল্পদর্শী ছিলেন এরূপ বলিলে উন্মাদের কার্য্য করা হয় তাঁহারা অবশ্যই অধিক তর দূরদর্শী হইবেন তা না হইলে বেদব্যাস কদাচই তাঁহাদের বাক্যকে অনুমোদন করিয়া পুরাণ কীর্ত্তনের মধ্যে কীর্ত্তন করিতেন না অতএব বিধবা বিবাহ না থাকাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল অনিষ্ট ঘটনা দেখাইয়াছেন তাহা লিখিতেছি আর বিধবা বিবাহ থাকাতে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহাও কতক লিখিতেছি উভয়দলে দৃষ্টিপাত করিয়া যুক্তি মার্গে ও কোন্ পক্ষ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করুন।

হিন্দু বিধবাদের বিবাহ দেওয়া
কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য

এই পক্ষ দ্বয়ের মধ্যে অগ্রিম পক্ষকে স্বীকার্য্য করিবার নিমিত্তে বিদ্যা-সাগর মহাশয় দুইটি মূলযুক্তি দেখাইয়াছেন যে বিধবা বিবাহের প্রথা না থাকাতে হিন্দু সমাজে সর্ব্বদাই ভ্রূণ হত্যা হয় এবং ব্যভিচার দোষে অনেক কুলেই কলঙ্ক ঘটনা হয় অতএব হিন্দু বিধবাদের বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য যুক্তি সিদ্ধ ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে হিন্দু বিধবাদের বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইলে উক্ত অনিষ্টদ্বয় অপেক্ষা যদি অধিকতর অনিষ্ট ঘটনা জানা যায় তবে বিবাহ না দেওয়াই যুক্তি সিদ্ধ হইবে তাহাতে দেখিতেছি গৃহস্থ গণের পত্নীই পরম বন্ধু অধিক কি। গৃহস্থ লোকের গৃহিণীর সমান বন্ধু আর কেহই নাই মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন যথা

পুত্রঃ প্রিয়াণামধিকো
ভার্য্যাচ সুহৃদাম্বরা ॥

স্নেহ ভাজনের মধ্যে পুত্র অধিক স্নেহের ভাগী
আর সুহৃদ্ গণের মধ্যে ভার্য্যা সুহৃদ্বরা

ইহাতে অন্যান্যে দেখান বাহুল্য মাত্র, বৃহস্পতি আদিও বলিয়াছেন যে পত্নীই বন্ধুত্তম। বিশেষত হিন্দু সমাজে পত্নীগণ অবশ্যই জানেন যে এই

পতিই আমার সর্ব্ববিষয়ে সুখদাতা পতি জীবিত থাকিলেই জীবন যাপন, বসন, ভূষণ, আহার, ব্যবহার, সম্বন্ধে করিতে পারিব কিন্তু একবার জীবনান্ত হইলে আমাকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, সংসারের প্রায় সমুদায় সুখেই একবারে জলাঞ্জলি দিতে হইবে আবার বিধবা ধর্ম্মকে যদ্যপি যথার্থ রূপেই রক্ষা করিতে না পারি তবে পরলোকের সুখেও জলাঞ্জলি দিতে হইবে অতএব পতি যাহাতে সচ্ছন্দে জীবিত থাকেন এইরূপ চেষ্টাই আমার নিতান্ত আবশ্যক পতি সবল থাকিলেই আমার সর্ব্ব বিষয়ে প্রবল বলাধান থাকিবে, এই সকল চিন্তা করিয়া হিন্দু বনিতারা একাগ্রচিত্তেই পতির অনুগতা হন আসনে, শয়নে, ভোজনে, কিম্বা পরিধানাদি কার্য্যে, যাহাতে পতির কিছুমাত্র ক্লেশ না হয় ঈদৃশ চেষ্টাই পত্নীরা সর্ব্বক্ষণ করেন যে রমণীরা বিশুদ্ধ বংশে জন্মিয়াছেন অথবা সুবুদ্ধিমতী তাঁহারা মন প্রাণের সহিত পতির অনুগতা হন আর যাহারা ভাগ্য দোষে গঢ়বাভিসারিণী হন তাহারা মনোগত ভাবে পতির অনুগতা না হইলেও ব্যবহারে বিলক্ষণ অনুগতা হন সেই ভ্রষ্টাচার বনিতারা অবশ্যই জানেন যে এই পতিই আমার চিরসুখদাতা বৃদ্ধদশা পর্য্যন্ত প্রতিপালন করিবেন বয়োধর্ম্মের সুখ অতি অল্পকাল এবং কুলনারীর পক্ষে ভয়ঙ্কর কলঙ্কসাগর তাহাতেও বরংপতি জীবিত থাকিলে অনেক প্রকার গোপন করিবার তেজস্বিনী ভাবে থাকিবার উপায় আছে কিন্তু পতির দেহান্ত হইলে অনেক দুর্ঘটনার ভয়ে ঐ পরসঙ্গের সুখও পরিত্যাগ করিতে হইবে পতিহীনা দুঃখিনী বলিয়া কোনদিন কেহ অপমানিতা করিলেও করিতে পারিবে অতএব পতি জীবিত থাকাই আমার সর্ব্ব প্রকারে মঙ্গল এই বিবেচনা করিয়া দুঃশীলা রমণীরা পতিকে রক্ষা করিতে একান্তই যত্নবতী হন কিন্তু যদ্যপি পুনর্বিবাহ প্রথার প্রচলন হয় তবে পত্নীদিগের পক্ষে পতি আর দুর্লভ ধন থাকিবেন না পতির অন্যথা হইলেই আবার ইচ্ছামত পতিলাভ হইতে পারিবে স্ত্রীবিয়োগী পুরুষগণ বরংইচ্ছা করিলেই বিবাহ করিতে পারেন্‌না কারণ পুরুষ গণের বিদ্যা বিভবাদির আবশ্যক করে স্ত্রীগণের সে সকল কিছুই আবশ্যক করেনা উহারা আপনিই আপনার বিভব কেবল স্বজাতি বংশজাতা জানিয়াই নারীগণকে বিবাহ করিতে হয় তবেই বিবেচনা করুন নারী গণের পক্ষে স্বামি অত্যন্ত সুলভ বস্তু হইয়া উঠিল হিন্দু বনিতারা যদি স্বামিকে সর্ব্ব সুখের আকর অতিশয় দুর্লভধন জানেন তাহাতে যতদূর যত্ন হয় পতিকে সুলভ জানিলে অর্থাৎ যতবার মরিবে ততবার প্রাপ্ত হবে এরূপ জানিলে সে যত্ন কদাচই হইবেনা পতিকে দুষ্প্রাপ্য জানাতে যে যত্ন আছে

ইহাকে পরম শত্রু বলিতে হইবে আর পুনর্বিবাহ প্রথা চলিলে যে শত্রু হইবে সে সামান্য শত্রু অর্থাৎ বসন ভূষা কি দাস দাসী কি গো মহিষ প্রভৃতি গৃহোপকরণ বস্তু গণের কোন কোনটার গুণ বিশেষ দ্বারায় যেমন মমতা-র বিশেষ থাকে এবং তদ্বিয়োগে দুঃখ বিশেষও উপস্থিত হয় উক্ত-প্রথা চলিলে নারী গণেরও কোন কোন পতিমরণে কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখ বোধ হইলেও হইতে পারিবে কিন্তু নারী দিগের জাতীয় স্বভাবকে কলি কালের ভাবে মীলন করিয়া দেখিলে বোধহয় পতি মরণে কিঞ্চিন্মাত্রও দুঃখোদয় হইবেনা নারীদিগের জাতীয় স্বভাব মনু প্রভৃতি কহিয়াছেন যথা।

শয্যাসন মলঙ্কারং কামং ক্রোধ মনার্জবং
দ্রোহভাবং কুচর্য্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনু রকল্পয়ৎ

স্ত্রীগণে উত্তম শয্যা আসন অলঙ্কার অভিলাষ কারণ উহাদের কাম শক্তি অধিক ক্রোধ অধিক এবং কুটিলতা হিংসাভাব কুৎসিদাচার এই কএকটি স্ত্রীগণের স্বভাব সিদ্ধ।

নপ্রিয়ো নাপ্রিয়ঃ কশ্চিৎ স্ত্রীণাং জগতি বিদ্যতে
গাব স্তৃণ মিবারণ্যে প্রার্থয়ন্তি নবং নবং।

স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে কেহ প্রিয় নাই কেহ অপ্রিয়ও নাই অরণ্য মধ্যে গোসকল যেমন নব নব তৃণ ভোজনের অভিলাষ করেণ নারীগণও নূতন নূতন পুরুষ সম্ভোগের ইচ্ছা করেন।

একেত কলিকালের স্বভাবেই পাপাচারে অন্তঃকরণ পরিধাবিত হয় তাহাতে আবার নারী গণের স্বভাব ঐরূপ তবে বন্ধু বর্গেরা খড়্গ হস্ত-হইয়া রক্ষা করেণ এবং লোক নিন্দায় দর্পচূর্ণের ভয়ে নারী দিগের নিকটে লজ্জাভয় উপস্থিত হয় বলিয়া কুল কন্যারা হটাৎ পর পুরুষে আসক্তা হইতে পারেন না কিন্তু পুনর্বিবাহ প্রচলিত হইলে বিধবাদিগের নূতন পুরুষাভিলাষের আর কোন বাধাই থাকিল না যে বিষয়ে মনের একান্ত অভিলাষ থাকে অথচ যদি বাধা না থাকে তবে সে বিষয়ের ঘটনা হইলে যে দুঃখের উদয় হয় ইহা অনুভব করা যায় না তবে যদ্যপি অশেষ গুণাকর পতি হন তাহা হইলে তন্মরণে এই চিন্তা হইতে পারে যে এরূপ সর্ব্ব গুণান্বিত পতি আবার কি প্রকারে পাইব হিন্দু বনিতারা একাগ্র মনে পতির সেবা সুশ্রুষা করেণ পতি পীড়িত হইয়াছেন মাস কি তার ও অধিক দিন যদি শয্যাগত থাকেন তথাপি পত্নীদিগের অশ্রদ্ধা জন্মেনা বহুতর দাস দাসী থাকিলেও পীড়িতাবস্থায় পতিকে নিকটে রাখিতেই বাঞ্ছা ইচ্ছাকরেন কখন দাসীগণ অনুপস্থিত থাকিলে সেই সময়েই

পতি যদ্যপি পীড়াবশে অপরিষ্কার যুক্ত হন তবে একান্ত দুখিনী পত্নীরাও তৎক্ষণ মাত্রে ঐ পীড়িত পতির মল মূত্রাদি পরিষ্কার করিয়া দেন যাহাদের দাস দাসী নাই তাহাদের পীড়া স্থায় কি অন্যসময়ে সর্ব্বক্ষণেই ধন জন জীবন সমস্তই পত্নীহস্তে সুতরাং সমর্পিত হয় হিন্দু সমাজে দাস দাসী নাই এবম্বিধ লোকই অধিকাংশ ইহাতে উক্ত প্রথা না থাকায় পত্নীগণ যে প্রকার হিন্দুসমাজের হিতসাধন করিতেছেন পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত হইলে সে প্রকার হিত সাধন কদাচই পত্নীরা করিবেন না বরং পীড়াতে পতি অধিকদিন শয্যাগত থাকিলে কিম্বা চিররোগী বোধ হইলে পত্নীরা মনে করিবেন যে ইহার প্রাণান্ত হউক তাহা হইলেই আর এক জন ভাল পতিকে লাভ করিতে পারিব শান্ত স্বভাব রমণীরা কেবল মনোমধ্যেই ঐ চিন্তা করিয়া সেবা করিতে কতক তাচ্ছিল্য করিবেন কিন্তু দুষ্টস্বভাব রমণীরা ঐ রূপ পীড়িত পতির প্রাণবিনাশেরই চেষ্টা করিবেন বৃদ্ধ মাতাপিতার বর্ত্তমানে যে ব্যক্তির প্রাণান্ত হয় তাহার সমুদায় সম্পত্তিকে সযত্নে রক্ষাকরত এ ধর্ম্ম পত্নীই সেই বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবা সম্পন্ন করিয়া থাকেন কিন্তু উক্ত প্রথা চলিলে পতি মরণের পরক্ষণেই পত্নীরা পতির যাবদীয় অস্থাবর সম্পত্তি সংগ্রহ করিয়া বৃদ্ধ শ্বশ্রূ শ্বশুরকে শূন্য ভবনে ফেলিয়া অনায়াসেই অন্য পতিকে লাভ করিতে বহির্গতা হইবেন দুই তিনটি পুত্র থাকিলে যে সন্তানটি স্তন্য জীবী তাহাকেই সঙ্গে লইবেন অন্য সন্তানগুলিকে পরিত্যাগ করিবেন সম্ভোগ সুখের বিঘ্ন করি গর্ভজাত সন্তানকেও কতজন রমণী স্বহস্তে বিনাশ করিয়াছে ইহাও অনেকবার শোনাগিয়াছে তাহাতে দেশের প্রথানুসারে সন্তানকে যে ত্যাগ করিবে ইহা কোন মতেই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় তবেই বিবেচনা করুন জননীদের রক্ষণাবেক্ষণেই সন্তানগণ সুরক্ষিত হয় বালকদিগের সহজেই দুরন্ত স্বভাব কেহ শাসন কর্ত্তা সর্ব্বদা না থাকিলে বালকেরা স্বেচ্ছাক্রমে কদর্য্য ভক্ষণাদি করিয়া অধিক সময় জল ব্যবহার করিয়া অল্পকালেই কালগ্রাসে পতিত হইবে এবং যে সন্তানটি স্তন্যজীবী তাহাকে সঙ্গে লইয়াই অন্য পতির আশ্রয় লইতে হইবে তাহাহইলে সে সন্তানটিরও বাঁচা সংশয়, কারণ সে সন্তানের পক্ষে স্নেহ করিতে ঐ জননী মাত্রই থাকিলেন কিন্তু নূতন পতি পক্ষীয় যাবদীয় ব্যক্তি তাহারা সকলেই ঐ সন্তানের পক্ষে বিপক্ষ হইবেন ঐ সন্তানের পীড়াদি হইলে অবলা দুর্ব্বলা সেই জননী একাকিনীই বা কি করিবেন।

কর্ত্তৃ পক্ষীয় পুরুষদিগের বিশেষ চেষ্টা না থাকিলে বিশিষ্ট চিকিৎসা

কদাচই হইতে পারে না,—বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ প্রথা থাকাতে মধ্যে মধ্যে ভ্রূণহত্যা হইয়া থাকে সত্যই বটে কিন্তু তাহাও অসদ্‌বংশীয়া, কি বন্ধুবর্গের অরক্ষিতা কি সঙ্গদোষ দূষিতা, এবম্বিধ রমণীগণেরই বটে সংকুল সম্ভূতা সুবুদ্ধিমতী স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে ঐ ঘটনা প্রায় ঘটেনা যদিও ঘটে তাহাহইলেও বিবেচনা করুণ দেখি কোন্ পক্ষে গুরুতর অনিষ্ট ঘট না হয় কি ভ্রূণহত্যাতে অনিষ্ট ঘট না অধিক কি নারীগণের পুনর্বিবাহ চলিলে পীড়িত, কুৎসিত, রতি কার্য্যে অপটু, অথবা উপপত্নী সেবক যে সকল পতি তাহাদের পত্নীর অযত্ন জন্য কি দুষ্টাচার জন্য বিনাশ, জননীর পরিত্যক্ত সন্তানদিগের সুরক্ষণা ভাবে বিনাশ, এবং স্তন্যজীবী সন্তানদিগের বিপক্ষ সমূহগ্রস্ত হইয়া বিনাশ, এই সকলই বা হিন্দু সমাজের পক্ষে অনিষ্ট ঘটনা অধিক, হে সামাজিক হিন্দুগণ আপনারা সত্বগুণাবলম্বী হইয়া এক বার চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি যে সকল বালকেরা অল্পকালেই পিতৃহীন হইল সে সময়ে জননীও যদ্যপি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে তবে তাহারা কিরূপ দুর্দশা সাগরে নিমগ্ন হয় তাহাদের ঐ দুর্দশার অনুভব করিলে আপনারা যে প্রকার কাতর হইবেন ভ্রূণ হত্যা-চিন্তা করিয়া বোধ হয় কদাচই সে প্রকার কাতর হইবেন না ভ্রূণ হত্যার অপেক্ষা উপস্থিত সন্তানের বিনাশ যে অধিকতর দুঃখকর এ কথা বলিবার অপেক্ষা কি গর্ব্ভস্রাবের কথা শুনিয়া যে প্রকার দুঃখোদয় হয় অভিজাত কুমার প্রভৃতির বিনাশে অবশ্যই তদপেক্ষায় অধিকাধিক দুঃখোদয় হয় যাহাদের দর্শনে, স্পর্শনে লালনপালনে অস্ফুটবাক্য শ্রবণে অস্ফুট মধুর বাক্যদ্বারা জনক জননী প্রভৃতির সম্বোধনে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সুখ রাশির উদয় হইতে থাকে তাহাদের বিনাশ জন্য যে দুঃখ ভার বহন করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত কি গর্ব্ভস্রাব জন্য দুঃখের উপর সম্ভব হইতে পারে কদাচই পারে না ভ্রূণ হত্যা গর্ব্ভস্রাব হইতেও ন্যূনপক্ষ হইবে নাহয় তুল্যপক্ষ ইহার অধিক কোনমতেই নয় অতএব বিধবা বিবাহ না থাকাতে যে অনিষ্ট হইতেছে এক্ষণে চলিলে অবশ্যই তদপেক্ষায় অধিক অনিষ্ট হইবে অত্যন্ত শিশুকালে সন্তানগুলিকে কতদূর প্রযত্ন সহকারে লালন পালন করিলে তবে তাহারা মনুষ্য ভাবাপন্ন হয় তাহাপ্রায় সকলেই জ্ঞাত আছেন কোন সময়ে দুরন্ত পীড়া উপস্থিত হইলে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, এবং জ্ঞাতি বন্ধুগণ সকলে নানা স্থান অন্বেষণে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকলের আহরণ করিয়া দূরদূর হইতেও চিকিৎসকের সমাগম করাইয়া বহুতর যত্নে ঐ সন্তানকে অরোগী করিতে হয় কিন্তু বিবেচনা করুণ সন্তান যখন পিতৃহীন হইল তখন স্তন্যত্যাগী সন্তান গুলিকে পিতৃব্যাদি

নিকটে রাখিয়া জননী বিবাহান্তর করিলে মাতা থাকিতেও মাতৃ-
হীন হইল তাহা হইলে সেই হতভাগী সন্তান দিগের স্নেহ তরুর
মূল উৎপাটন হইয়া রহিল ছিন্ন মূল বৃক্ষ যেমন সামান্য ঝটিকাতেও
ভূপৃষ্ঠে নিপাতিত হয় পিতৃ মাতৃহীন বালকও তেমনি পিতৃব্য প্রভৃতির
নিকটে সামান্য অপরাধে ও অপমানে তিরস্কৃত অথবা দূরীকৃত হয়
জননীর পরিত্যক্ত পুত্রদিগের এ প্রকার হইলে আর বাহাদিগকে সঙ্গে
লইয়া জননী বিবাহান্তর করিলেন সেই সন্তানগণ যদিও মাতৃসঙ্গে থাকিল
কিন্তু জননী সেই সন্তানগণকে সমুদায় বন্ধুবর্গের নিকট হইতে পরিহরণ
করিয়া প্রাম্পুরীয় কিম্বা দেশান্তরীয় কোন যানামত ব্যক্তিকে বিবাহ
করিয়া তদাশ্রয়ে রহিলেন তদনন্তর সেই সন্তানের দুরন্তপীড়া উপস্থিত
হইলে একাকিনী জননীই কেবল অন্তঃকরণের সহিত কাতর হইতে
থাকিলেন সে বাটীর আর সকলেই কি স্ত্রী কিপুরুষ, কেহই মনোগত কাতর
হইবেন না তাঁহারা বরং মনে করিবেন যে আর এ পাপ কত দনে নিকষ্ট
হইবে কবে আমরা বৃথা পরিশ্রম হইতে নিস্কৃতি লাভ করিব এই চিন্তা
করিয়া তাহারা কেহই সে সন্তানটির আরোগ্য বিধানের নিমিত্তে মনোগত
চেষ্টা করিবেন না তবে এই মাত্র থাকিবে জননীর মনোরক্ষা মাত্র উদ্দেশ
করিয়া কেহকেহ বাহ্যিক চেষ্টা মাত্র করিবেন। অর্থাৎ সন্তান বাঁচে না
বাঁচায় প্রতি কোন লক্ষ্যই থাকিবেনা কেবল বাদে ও জননীকে জানান
আবশ্যক যে আমার পুত্রের নিমিত্ত ইহারা কি কত চেষ্টা করিতেছে,
সেই কুলবালা কাহাকেই বা জানে অপরাধে একজন অপকৃষ্ট চিকিৎসক
আনিয়া বলিলেই হইল যে এ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট চিকিৎসক, কুল বধুকে
ভুলাইতে কতক্ষণা কষ্ট, তবেই বিবেচনা করুন দেখি বাহ্যিক স্নেহ
করে এমন সক্ষম পুরুষের অসম্ভাবে সেই বালকদিগও কাল কবলে
পড়িবার উপক্রম হইল কি না, অতএব হে হিন্দুগণ তোমরা কি এতই
ভ্রান্ত চেতা হইবে ঐ ঐ নৃশংশ ব্যবহারের মূলভূত যে বিধবা বিবাহ
তাহাকেও কি সদ্ব্যবহার বলিয়া স্বীকার করিবে তোমাদের পরম
যত্নের ধন যে পুত্ররত্ন, তাহারেও কি এতদূর যন্ত্রণা চক্ষে দেখিবে হায় কাল
প্রবাহ কলি নাম প্রাপ্ত হইয়া তুমকি এতই কুটিল স্বভাব হইয়াছ, নিতান্ত
সরল স্বভাব বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও তুমি অগ্রষ্ট প্রণেতা করিলে তোমার
প্রভাবে বিধবাদিগের বৈধব্য যন্ত্রণাটিই কি কেবল তাঁহার হৃদয়কে
প্রব্যথিত করিল এতদ্ভিন্ন যোগ্যপুত্রবিনাশে বিপুল ধন ও পুত্রবধূ সত্তেও যে
হৃতজ্ঞাতা পিতার যন্ত্রণা, পত্নীর অযত্ন জন্য যে পীড়িত পতিপ্রভৃতির
যন্ত্রণা, অপরিমিত স্নেহকারিণী জননীর অসংযোগে যে বালকদিগের

যন্ত্রণা, এবং বিপক্ষ সমাজ গ্রস্ত হইয়া যে সুনা পাসি প্রভৃতি পুত্রের যন্ত্রণা, এই সকল যন্ত্রণার প্রতি তাঁহার দৃকপাত হইলনা কিন্তু এই সকল যন্ত্রণাতেই প্রাণ বিয়োগের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বৈধব্য যন্ত্রণাতে প্রাণ বিয়োগ কদাচই কাহারও হইতে পারে না কারণ কাম সম্ভোগের যে ইন্দ্রিয় ইহার স্বভাব অগ্নির ন্যায় অর্থাৎ অগ্নিতে যত কাষ্ঠ দিবে ততই বৃদ্ধি হইবে কিন্তু কাষ্ঠ না দিলে ভস্মাবশেষিত হইয়া আপনা আপনিই নির্ব্বাপিত হইয়া যায় কামেন্দ্রিয়ও তেমনি যত ভোগ করিবে ততই বৃদ্ধি হইবে ভোগ না করিলে আপনা আপনিই নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় ও বিষয়ের উদ্রেক ও থাকে না নিতান্ত ইন্দ্রিয় সেবী লম্পটেরা একথাতে বিশ্বাস করিতে পারিবেন না বটে কিন্তু তাঁহারা এই দেখিয়া বিবেচনা করুণ —
"ভক্তি জানন্তি তদ্বিদঃ।" কতশত কুলকামিনী বাল্য বৈধব্য প্রাপ্ত হইয়াও ব্রতনিয়ম প্রভৃতি পালন করিয়া সাধ্বীধর্ম্মে জীবন যাপন করিতেছেন কোন দিন ও দুষ্টাচারে দুষ্ট হয়নাই কেহ সন্দেহও করে না। কিন্তু বাস্তবিক ব্যভি-চার দোষ ঘটিলে কদাচই গোপন থাকে না যে কোন রমণীর ব্যভিচার দোষ ঘটিলে দুইতিন দিনের পরেই প্রকাশ হয় আর বাল বিধবাদের ঐ দোষ ঘটিলে তাহারাতো ঢাক বাজাইয়া বসে অর্থাৎ দেশে বিদেশে সে কথার প্রকাশ পাইয়া উঠে।

কেহ যদ্যপি বলেন যে অক্ষতযোনি বিধবারই পুনর্ব্বিবাহ হইবে কিন্তু ঋতুমতী হইয়া বিধবা হইলে তাহার আর বিবাহ দেওয়া যাইবেনা এই কথার উপর আমার বক্তব্য এই যে শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করিয়া যুক্তি মাত্রকে অবলম্বন করিলে বালিকা বিধবাদের বিবাহ দেওয়া আপাতত ভাল কর্ম্ম বোধ হয় বটে কিন্তু হিন্দু সমাজ শাস্ত্রকে কোনমতেই অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না শাস্ত্রকে গ্রাহ্য করিলে যে প্রকারে হয় না তাহা বিবেচনা-করুণ কলি যুগে বিধবাবিবাহের নিষেধ বোধক যে বচন তাহাতে শব্দ আছে যথা।

দত্তায়া শ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্যচ

দত্তাকন্যাকে পুনর্ব্বার দান করিবেক না।

এই বচন সমগ্রই পূর্ব্বে লিখিত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাতে বোধ হইয়াছে যে বিবাহিতা কন্যাকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিবেক না বিবাহিতা কন্যা ক্ষতযোনি কি অক্ষত যোনি ইহার কিছুই বিশেষ না থাকাতে বিবাহিতা কন্যা মাত্রেরই পুনর্ব্বিবাহের নিষেধ হইয়াছে তাহাতে [illegible] [illegible] অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহদিগেও ঐ বচন কে অমান্য করিতে

হইল—যদি তাহাই হইল তবে আর পুত্রবতী বিধবাদের বিবাহ নিবারণ কি কারণে হইবে যে বচনকে অবলম্বন করিয়া পুত্রবতী বিধবার বিবাহ কলিযুগে নিবৃত্ত হইয়াছিল সেই বচনের যদি অক্ষতযোনি সম্বন্ধে অনাদর হইল তবে ক্ষতযোনি সম্বন্ধে কিরূপে সমাদর হইবে অতএব অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ প্রথা চলিলে সঙ্গে সঙ্গেই পুত্রবতী বিধবাদের বিবাহ প্রথাও চলিয়া উঠিবে এবিষয়ে শাস্ত্রীয় শাসন অস্বীকার করিয়া যখন স্বেচ্ছাচার মাত্রই যদি সমাজ বদ্ধ হয় তবে কি অপুত্রা কি পুত্রবতী সকলকারই পুনর্বিবাহ দেওয়া যাইবে যদি সকল বিধবারই বিবাহ দেওয়া সমাজ সিদ্ধ হয় তবে পূর্ব্বে কথিত যে পীড়িত কুৎসিত প্রভৃতি পতিহত্যা পিতৃ মাতৃহত্যা শিশু পুত্রহত্যা প্রভৃতি হইবে এবং কন্যারও যে প্রকারে হইবে শ্রবণ করুন বালিকা বিধবারাই কর্তৃপক্ষের অভিমত পাত্রে পুনদত্তা হইবে কিন্তু বয়স্থা বিধবারা সকলেই প্রায় অভিমত পাত্রের সহিত পুনর্বিবাহিতা হইবে বয়স্থা বিধবাদের অভিমত হইবার প্রধান কারণ বরের রূপ ও ধনসম্পত্তি এবং রতিশক্তির আধিক্য এই কএকটি বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস না যাটিলে বিধবারা কদাচই বিবাহ করিতে সম্মতি করিবেন না বর্ত্তমান সময়ে পরের কথায় স্ত্রীলোকের মনে দৃঢ়বিশ্বাস হইতে পারে না এজন্য বিধবারা স্বয়ংই ঐ কএকটি পাত্রের পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন মধ্যবর্ত্তিনী দ্বারায় সুযোগক্রমে রতিশক্তির পরীক্ষা করিয়া পরে যদি জানিতে পারিল যে ধন থাকার কথা সমুদায় মিথ্যা, তাহাতে সে পাত্রকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার পাত্রান্তরের অনুসন্ধানে থাকিলেন কেহ বা রতিশক্তির অল্পতা দেখিয়াই সে পাত্রকে পরিত্যাগ করিলেন এই প্রকারে চারি পাঁচ কি, আরও অধিক পাত্রের পরীক্ষা করিতে করিতে একদিন অবশ্যই কলঙ্কিনী হইবেন অসম্পর্কিত পুরুষের সহিত নির্জন স্থানেও, দেখিলেই লোকে দুষ্টা বলিবে এবং বাস্তবিক সৎপাত্রে বিধবারা প্রায়ই বিবাহিতা হইতে পারিবেনা তাহার কারণ ধন, জন, রূপ, যৌবন, প্রভৃতি যে পাত্রের থাকিবে সেই সৎপাত্রে কন্যাদান করিতে অনেকেই চেষ্টা করিবে যে পাত্রের অনূঢ়াকন্যা ঘটিবার সম্ভব না থাকিবে সে কদাচই বিধবাকে বিবাহ করিবেক না কারণ বিধবাবিবাহ, অপ্রশস্ত এবং নিকৃষ্ট তাহাতে আবার সেস্ত্রী অন্যের উপভুক্তা হইয়াছে এবং পূর্ব্ব স্বামিকর্তৃক পারদ সম্পর্কে কোন দোষ থাকিলেও থাকিতে পারে এইরূপ দোষ সকলের বিবেচনা করিয়া বাস্তবিক সৎপাত্রেরা কেহই বিধবাকে বিবাহ করিবেক না নির্গুণ নির্দ্ধন দুঃশীল প্রভৃতি বাজেরাই বিধবাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইবে অর্থাৎ যাহাদিগকে কন্যাদান করিতে কেহই

মন করিবে না। তাহারা রূপ এবং রতি শক্তির পরীক্ষা দিতে পারিলেই প্রারব্ধ কার্য্যশেষ করিবে ধনের পরীক্ষাতে নিতান্ত আটক হইবে না কতক আপনার কতক অন্যের লইয়া কেহবা সমুদায় অভরণাদি অন্য হইতে লইয়া কার্য্য সমাধা করিতে পারিবে স্ত্রীলোক দিগকে অনায়াসেই ভুলাইতে পারাযায় না পারে সে বিধবাও ঐ পাত্রত্যাগ করিয়া পাত্রান্তরকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিবে তবেই বিবেচনা করিয়া দেখুন বয়স্থা বিধবারা পুনর্ব্বিবাহ কালে প্রায়ই দুজন পাঁচ জনের উপভুক্তা হইবে তাহা হইলে অবশ্যই কোনদিন কলঙ্ক সঞ্চয় করিবে যে যে ব্যক্তির উত্তম রতি শক্তি দেখিল কেবল নির্ধন বলিয়া ত্যাগ করিল সেই ব্যক্তিরা অবশ্যই ঐ রমণীদের স্মৃতিপথে থাকিবে কোন ধনবান্ পতির পত্নী হইলেও পূর্ব্বের পরিচিত ঐ ঐ রতিপণ্ডিত পুরুষকে নির্জন স্থানে পাইবার চেষ্টা করিবে এবং পরস্পরের অনুরাগ বশতঃ অবশ্যই ঘটিতে পারিবে দুই চারিদিবস ঘটিলেই একদিন অবশ্যই কাহার দৃষ্টি পথে পড়িয়া পতি কুলের ও পিতৃকুলের কলঙ্ক সঞ্চয় করিবে যে রমণী জানিল যে আমার পতির সকট পীড়া ছয়মাস কিম্বা এক বৎসরেই মৃত্যু হইবে তাহারা পতির পীড়াবধি অবধিই গোপনে গোপনে পাত্রান্তরের অনুসন্ধান করিবেন সেই অনুসন্ধানের সময়ে পরপুরুষ সঙ্গে নির্জন স্থানে অবশ্যই দুই একদিবস রত হইয়া কলঙ্ক সঞ্চয় করিবেন অক্ষমপতির পত্নী হইয়া যাহাদের অভরণের আক্ষেপ থাকিবে তাহারা ঐ অক্ষম পতির মৃত্যু ইচ্ছা অনুক্ষণই করিবে কোন ক্রমে ঐ পতির মৃত্যু হইলে যাহার নিকটে অভরণ ভাল মতেও পাইবে এমন ব্যক্তিকেই বিবাহ করিতে চেষ্টা করিবে রূপ ও রতিশক্তি যতো থাকে তাহাতেই ভাল জ্ঞান করিবে তাহাদের মনে হইবে যে অভরণের ক্লেশতো নিবারণ হউক রতিকার্য্যে নিতান্ত অক্ষম দেখি অন্য চেষ্টা করিব অথবা ইহার বিনাশেরই চেষ্টা করিব আমি যখন এ ব্যক্তির ধর্ম্ম পত্নী হইব তখন উহার জীবন মরণ তো আমার হস্তগতই থাকিবে যে সকল অভরণ আমারে দিবে তাহা স্ত্রীধন হইবে আর কেহও আমার জীবন থাকিতে লইতে পারিবে না এ পতি মরিলে আবার অন্যপতিকে যখন বিবাহ করিব তাহাতেও এ অভরণ আমারই থাকিবে এই সকল চিন্তা করিয়া রমণীগণ পুনঃপুনঃ বিবাহকেই ধনাগমের উৎকৃষ্ট বাণিজ্য বলিয়া বিবেচনা করিবে হায়, পুরুষগণ তোমাদের কি এতই দুর্দশা হইবে যে পত্নীরা ধন, জীবন ও পুত্রগণকে একান্ত যত্নে রক্ষা করিত যাহার হস্তে এই সকল সমর্পণ করিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত ভাবে যথায় তথায় ভ্রমণ করিতে পারিতে সেই পত্নীরা অতঃ পর তোমাদের ধন ও জীবন,

হরনের চেষ্টা করিবেন হায়, হিন্দুসমাজের এর অধিক দুর্ভাগ্য প্রকাশ আর কি আছে যে পত্নী পরম বন্ধু ছিলেন. তিনি তখন পরম বৈরিণী হওবেন, আর একটি সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য বিবেচনা করুণ দুই তিন অথবা চারিটি পরস্ত্রীতে অভিগমন করিলেই সেই পুরুষকে লম্পট বলে লাম্পট্য দোষাশক্ত ব্যক্তিকে স্ত্রী পরিজনগণের সম্পর্কেও রাখিতে কেহ বিশ্বাস করে না তাহার কারণ এই যে নূতন নূতন ব্যক্তিতে বারংবার সম্ভোগ করিলেই পুনঃপুনঃ নূতন সম্ভোগের ইচ্ছা হয় সেই ইচ্ছাতে নূতন প্রাপ্ত হইলেই তাহারা সম্ভোগের চেষ্টা করেন লোভের বশীভূত হইয়া অসম্পর্ক কি স্বসম্পর্ক কিছু বিবেচনা করিতে পারেন না এই যেমন পুরুষের কহিলেন নারীদিগের আবার ততোধিক উহাদের স্বভাব সিদ্ধই নব নব পুরুষে ইচ্ছা হয় তাহার উপর আবার যদি দুই তিন পুরুষের সহিত সম্ভোগ ঘটনা হয় তবে নূতন পুরুষ ভোগের জন্যে সর্ব্বদাই সচেষ্টিতা এবং দিক বিদিক্ জ্ঞান শূন্যা হইবে, পাপময় কলিযুগে নরনারীগণের অতিশয় কামশক্তি পাপ বিষয়ে প্রায় নির্ভীক একালে ঐ আচার প্রচলিত হইলে নারীগণ একেবারে স্বেচ্ছাবিহারিণীর শিরোমণি হইয়া ভূরি ভূরি কলঙ্কের সঞ্চার করিবে, বিধবা বিবাহ না থাকাতে যে বিধবারা সৎকুল সম্ভূতা অথচ বন্ধু বর্গের সুরক্ষিতা কিম্বা পর লোকার্থিনী সর্ব্বদাই ধর্ম্মকার্য্যে আবৃতা কিম্বা বহুকুটুম্ব গৃহস্থের কন্যা সর্ব্বদা গৃহকর্ম্মে প্রতিবদ্ধ থাকে এ সকল বিধবা কর্ত্তৃক কলঙ্ক ঘটনা প্রায়ই হয় না তাহার কারণ সুরক্ষিতা বিধবাদের পর পুরুষের সঙ্গই ঘটেনা পর লোকার্থিনী বিধবাদের পর লোকে অনুরাগ বশত সেই পরলোক নষ্ট হইবার ভয়ে ঐ পাপ কার্য্যে অত্যন্তই বিদ্বেষ থাকে. সর্ব্বদা গৃহ কর্ম্মে আসক্ত বিধবাদের ঐ পরিশ্রমে শরীরের বলক্ষয় হব ঐ পাপ কার্য্যে অনুরাগই থাকে না যদি ও কিছু অনুরাগ থাকে তথাপি অবকাশ না থাকাতে ও ব্যভিচার কার্য্যের চেষ্টাই ঘটেনা যৌবন সময় কিছুদিন ঐ প্রকারে অতিবাহিত হইলেই আর ব্যভিচার দোষ প্রায় ঘটে না, ভয় এবং নিদ্রা ও মৈথুন এই তিন কার্য্যে সাধুবাক্য আছে যথা।

সেব্যমানঞ্চ বর্দ্ধতে

ঐ কএক বিষয়ের যতো সেবা করিবে ততই বৃদ্ধি হইবে।

অগ্নিতে যত কাষ্ঠ দেওয়া যায় ততই অগ্নির বৃদ্ধি হয় কিন্তু কাষ্ঠ না দিলে ক্রমশ ভস্মাবশেষ হইয়া নির্ব্বাণ হয় কামেন্দ্রিয়ও সেই প্রকার বহু কাল সম্ভোগ না ঘটিলেই আপনা আপনি নিবৃত্ত হইয়া ও বিষয়ের চেষ্টাই থাকে না ইহাই স্বভাব সিদ্ধ, তবে যুগাক্ষরবৎ কোন বিধবার কদাচ ভাব

দেখিলে ও স্বভাব বলা যাইবে না এবং সেই প্রকারই যে সকলের ঘটিবে ইহাও স্থির করা যাইবে না তবেই বিবেচনা করুণ সুরক্ষিতা এবং পর লোকার্থিণী ও গৃহ কার্য্যে আশক্তা প্রভৃতি বিধবাদের সম্বন্ধে কলঙ্ক প্রায়ই ছিল না কিন্তু পুনর্ব্বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইলে ঐ ঐ বিধবারাও পুনর্ব্বিবাহ করিবার চেষ্টা করিবে দেশাচার হইলে এবং ধর্ম্ম হানি না থাকিলে ঐ রূপ অসাধারণ সুখ জনক কার্য্যে কেনইবা নিবর্ত্ত থাকিবে উহারাও যদি পুনর্ব্বিবাহের চেষ্টায় প্রবর্ত্ত হইল তবে ঐ সকল বিধবারাও স্বয়ং স্বয়ং বর পাত্রের অন্বেষণ করিবেন এবং রতিশক্তি প্রভৃতির পরিক্ষাও করিবেন তাহা হইলেই ঐ সকল বিধবারাও কলঙ্ক সঞ্চয় করিবেন তবেই বিবেচনা করুন বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যভিচার দোষ জন্য কুলকলঙ্কের যে ভয়ে বিধবাদের বিবাহকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়াছিলেন বিধবাদের বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইলে তদপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণে ব্যভিচার দোষ এবং কুল কলঙ্কের বৃদ্ধি হইবে বিদ্যাসাগর মহাশয় মনে করিয়াছেন আমি হতভাগা বিধবাদের হিত চেষ্টা করিতেছি কিন্তু হে বিধবাগন তোমরা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলেই জানিতে পারিবে যে ঐ চেষ্টা তোমাদের পক্ষে একান্তই অহিত কর দেখ প্রথমতঃ শাস্ত্র বিরুদ্ধ ব্যবহারে তোমাদের পর কাল নষ্ট হইল দ্বিতীয়তঃ পুনর্ব্বার বিবাহ কর্ত্তা যে পতি সে প্রায়ই দুঃশীল অথবা দরিদ্র হইবে তাহাতে তোমরা রতি সুখাবহ যে যৎ কিঞ্চিৎ কাল তন্মধ্যেই যৎকিঞ্চিৎ সুখানুভব করিবে তদ্ভিন্ন বসন ভূষণে কি আহার ব্যবহারে কিছুই সুখানুভব করিতে পারিবে না তৃতীয়ত কোন মহানুভব ব্যক্তির কন্যা হইয়া অথবা কোন মহোদয়ের সহোদরা হইয়া অসদ্বংশীয় অথবা কোন অসজ্জনের দ্বিরূঢ়া পত্নী হইবে তাহাতে তোমাদের পিতা এবং ভ্রাতৃগণ লজ্জায় নতানন হইয়া তোমাদের প্রতি আন্তরিক বিরক্ত হইবেন চতুর্থত বিধবাদিকে শুদ্ধ চারিণী জানিয়া দৈব কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রায়ই নিযুক্ত করিত তাহাতে তোমরা কতই সম্মানিতা হইতে কিন্তু পুনরূঢ়া হইলে তোমাদিকে দ্বিচারিণী বলিয়া ঘৃণা করিয়া ঐ সকল কার্য্যে আর নিযুক্তা করিবেক না এবং পুত্র কন্যার বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যে সধবা বলিয়াও তোমাদিকে সমাদর করিবেক না তোমাদের পূর্ব্ব বৈধব্য স্মরণ করিয়া মাঙ্গলিক দ্রব্য সকল স্পর্শ করিতেও দিবেক না তবেই তোমাদের উভয় কুল ভ্রষ্ট হইল না ঐহিক সুখ লাভ করিলে না পারলৌকিক সুখ লাভ করিলে কেবল দিবস কতকের জন্য সম্ভোগ সুখের আশায় আবদ্ধ হইয়া।

সুদীর্ঘ কাল গাঁজাখোর গুলিখোরের নাতি বেটা খাইতে খাইতেই জীবন যাপন হইবে।

শ্রীশ্যামাপদ দেবশর্ম্মা,

ঠিকানা

জেলা হুগলী, ডাক—দ্বারহাট্টা, তড়া আঁটপুর

শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণের চতুষ্পাঠী।

সম্বৎ ১৯৩১—৬ ফাল্গুন।

শুদ্ধি পত্র

	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
		সন্দান	সন্ধান
২	৩৩	তাঁহাতেই তাহারা	তাহাতেই তাঁহারা
৫	২৩	অযথা	অযথা
৮	১৪	সংক্ষীয়তে	সংকীর্য়েতে
ঐ	১৭	দুষন্ত	দুষ্মন্ত
ঐ	২২	পত্যাকা	পতাকা
৯	৩	শুদ্রকন্যা	শূদ্রকন্যা
১০	৪	পুনর্ভুবং	পুনর্ভুবা
ঐ	৬	উৎপাদন	উৎপাদন করে
১২	১	পাপনাদক	পাপনাশক
১২	৪	বৈজ্ঞকং গার্ভিক	বৈজিকং গার্ভিকং
ঐ	৭	সুস্পষ্ঠ	সুস্পষ্ট
১২	২৬	প্রথমিক	প্রাথমিক
১৩	১৮	সংস্কার নামক	সংস্কারত্বনামক
১৪	১০	কুলকর্তৃ	কুল কর্তৃ
১৬	১৩	বীজ শস্যকে	বীজ জাত শস্যকে
১৬	২৫	কিম্বালক্ষণ	কি বা লক্ষণ
১৭	১৯	সর্ম্মত	সম্মত
[illegible]	১৪	বাগড়	বাগাড়
ঐ	২৩	স্ত্রীকে	স্ত্রীরা
১৯	১	পৌনর্ভবা	পৌনর্ভবাঃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
		বাদ্দাত্তা	বাগ্দত্তা
২১	৪	পুনর্ভূ	পুনর্ভূ
২২	১	জখন	জখান
২২	৯	বৈসাগর	বৈবিদ্যাসাগর
ঐ	১০	শব্দের	যে শব্দের
ঐ	১৭	দৈর্ধে	দৈর্ধে
২৩	৮	লক্ষাণ	লক্ষ্যার্থ
ঐ	১৮	ঔরস ঔরসপুত্র	ঔরসপুত্র
২৫	২০	জাম্বনূ	জম্মিন্
ঐ	২৬	সমস্তুতঃ	সমস্তুতঃ
২৮	৩৩	অভীজ্ঞ	অভিজ্ঞ
৩৩	৪	পরুম্পরায়	পরম্পরায়
ঐ	৯	কলিযু	কলিযুগে
ঐ	১৫	ত্রেতারং	ত্রেতায়াং
ঐ	৮	ত্রেড়া	ত্রেতা
৩৪	৪	যুগাণ্	যুগাণ্
৩৫	১০	জেষ্ঠাংশ	জ্যেষ্ঠাংশং
৩৭	২৩	মাণুষানা	মানুষানাং
৩৮	১৬	মহাতেজা	মহাতেজাঃ
৩৮	২৯	তাহি	তর্হি
৩৯	১২	কত্ত	কর্ত্তা
৩৯	১৬	[illegible]	প্রবীণ
ঐ	১৩	[illegible]	ব্যাসদেব
৪০	২৮	প্র[illegible]ন্ত	প্রণকান্ত
৪০	২৯	প্র[illegible]মাধ্যে	প্রয়াসমাধ্যে
৪২	২	আর্ভাস	আভাস